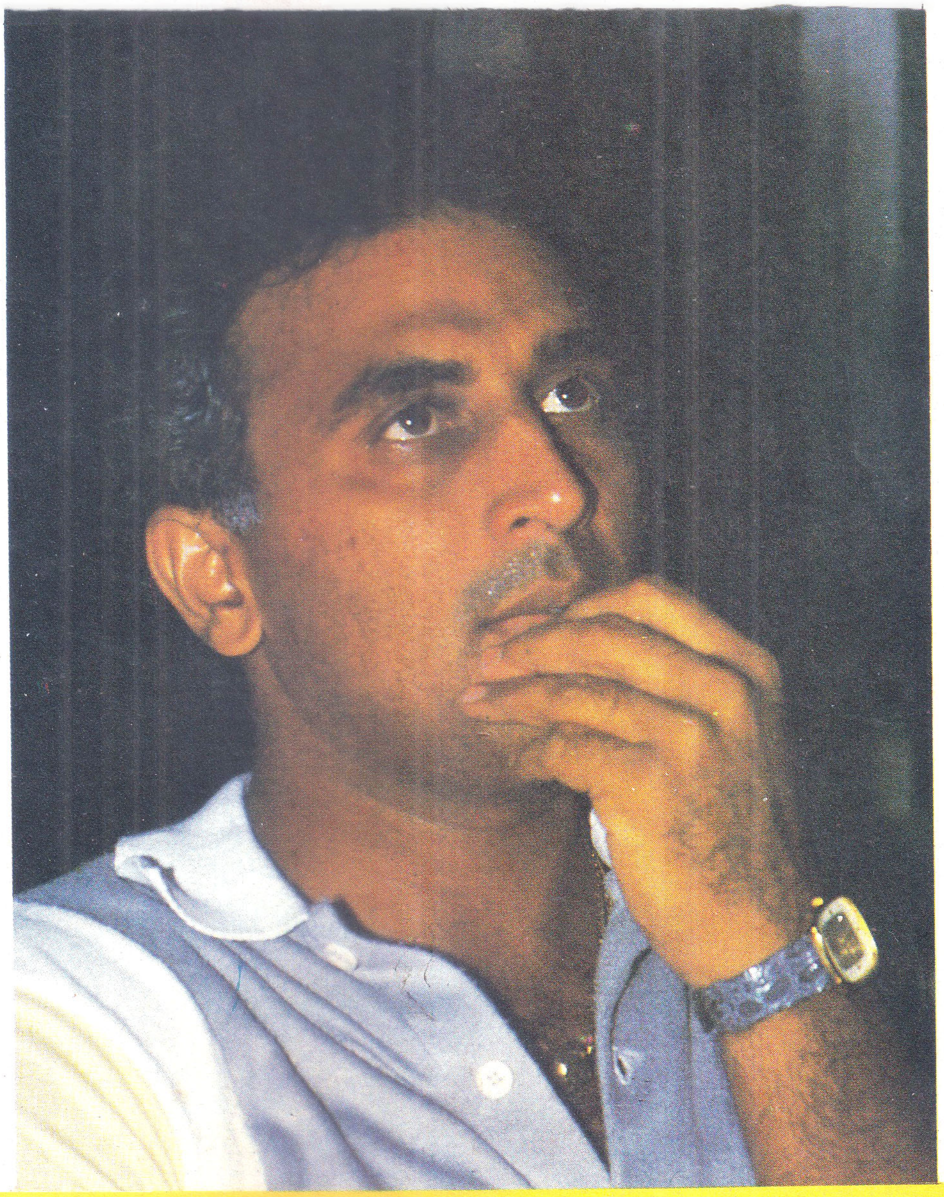
আজকাল প্রকাশন ২.২০ টাকা ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭

খেলা



ডঃ সুনীল গাভাসকার

ডঃ সুনীল গাভাসকার

ডঃ সুনীল গাভাসকার



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

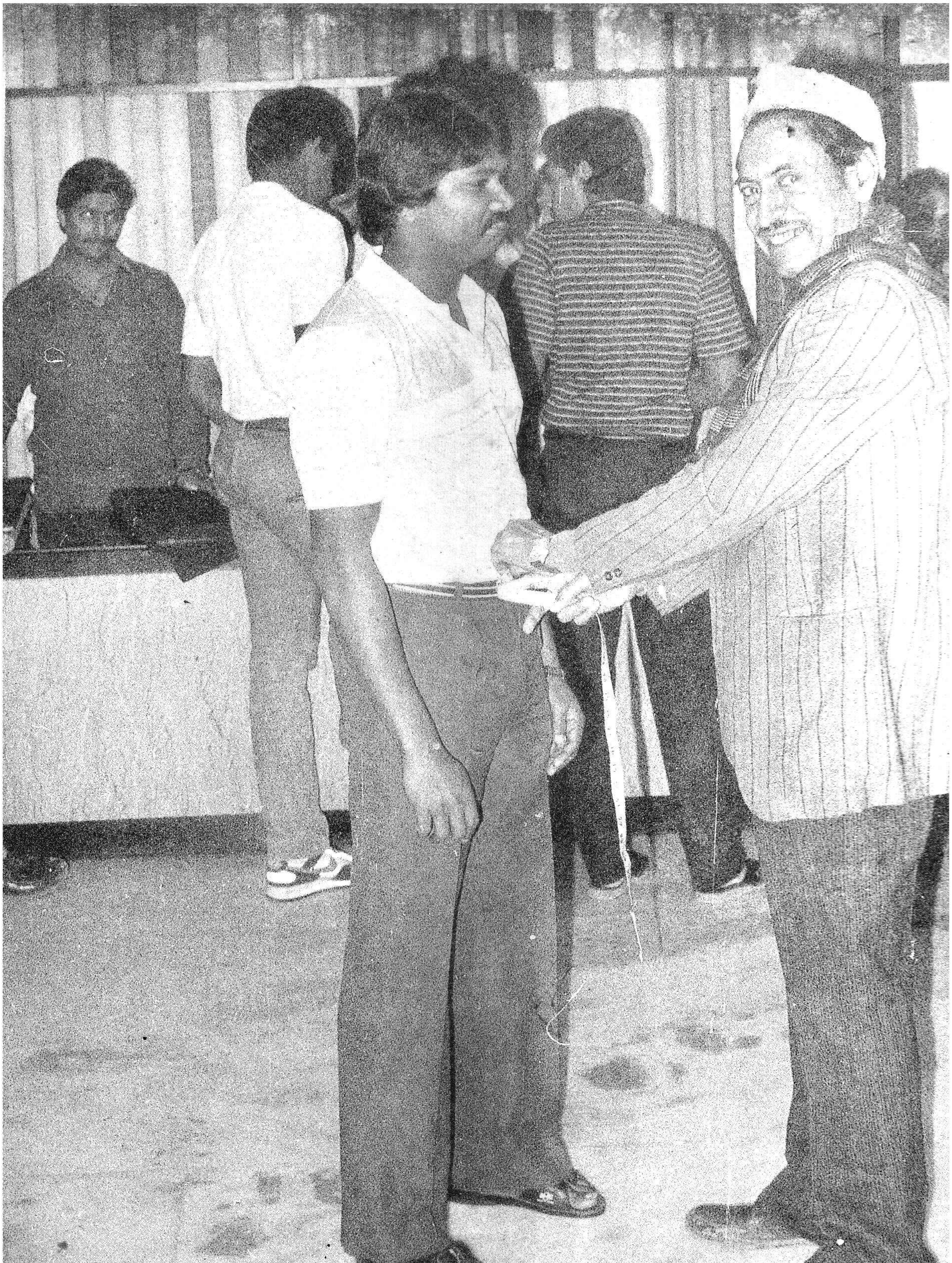
স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



কানপুর টেস্টের বিরতিতে প্যান্টের মাপ দিতে ব্যস্ত শ্রীলংকা-নক্ষত্র রয় ডায়াস।

ছবি : বিকাশ সাধু

খেলা

১৬ জানুয়ারি, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪৬

আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ

সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: স্বপন রায়

অন্যান্য ছবি: শান্তি সেন, প্রদীপ সোম, জহর রায়, শ্রেণিক শেঠ, রাজা ধর, সুমন চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ সাধু, সদ্যুৎ দে, অমিয় তরফদার এবং এস. এস কাঞ্জিলাল।

প্রচ্ছদে সুনীল গাভাসকার



সুনীল গাভাসকারকে কি এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে, অন্তত খেলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ? আমার মনে হয়, এই মানুষটিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই একটা অসম্মানের তা সে যতই নতুন উপাধিতে ভূষিত হোক না কেন! আমি বরং অন্য কথা বলি। ধরুন, নার্সিংহোমে জন্মের পর সেই জেলে-শিশুটির সংগে আপনাদের প্রিয় ডঃ গাভাসকার বদল হয়ে গেছে নার্সের ভুলের জন্য, তাহলে কি 'লিটল মাস্টার'-এর প্রতিভা শেষ হয়ে যেত ? আমার স্থির বিশ্বাস – 'না'। ক্রিকেটার হয়ে সুনীল যেমন এখনও একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছে, তেমনি জেলে হলেও এই মানুষটি বিশ্বরেকর্ড করত। আপনারা ভাবছেন কীভাবে? একটা ছোট্ট মানুষ দু-ফুট লম্বা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে ধরতে কোন একদিন যদি একটা বিশাল তিমি মাছ ধরে ফেলে তাহলে কি সেটা বিশ্বরেকর্ড হত না? প্রতিভাকে সংগে নিয়ে যাদের জন্ম হয় তারা তো আশ্চর্যরকম কান্ড ঘটাবেই। সুতরাং, ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার ডক্টর উপাধি পেলেই বা!

গোপাল বসু

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক কম্পু-কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ফোন: ৩৫-৩৬৭১, ৩৫-৩৬৭২, ৩৫-৫৪৮৪, ৩৬-৬০৯৮।

দাম ২ টাকা কুড়ি পয়সা। বিমান মাশুল – ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য স্থানে ২৫ পয়সা।



অশোক ঘোষ পদত্যাগ করুন

না, এবারও অমল দত্তকে জাতীয় দলের প্রশিক্ষক করা হল না। কিছুদিন আগে এই পত্রিকাতেই অশোক ঘোষের ইন্টারভিউ পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম, অশোক ঘোষ ব্যক্তিগতভাবে অমল দত্তকে অপছন্দ করেন। অতীতের মত এবারও অশোক ঘোষের অপছন্দের শিকার হলেন অমল দত্ত। জাতীয় দলের দায়িত্ব পেলেন সৈয়দ নঈমুদ্দিন ও বব বুটল্যান্ড। যাঁরা যোগ্যতায় অমল দত্তর চেয়ে কয়েক হাজার মাইল পিছিয়ে।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, জাতীয় দলের কোচ নির্বাচনে এ আই এফ এফ সচিবের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ গুরুত্ব পাবে কেন ? তারচেয়ে কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় জাতীয় দলের স্বার্থ ? অতীতে আমরা বারবার দেখেছি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাল সম্পর্কের জন্যই বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পি কে ব্যানার্জির হাতে অশোক ঘোষ তুলে দিয়েছেন জাতীয় দলের দায়িত্ব। উপেক্ষিত রয়ে গেছেন অমল দত্ত। আমরা জানি, অমল দত্তর সবচেয়ে বড় দোষ, তিনি স্পষ্ট কথা বলেন এবং অপছন্দ করেন তৈলমর্দন। আর অশোক ঘোষের বেশি পছন্দ ঐ তৈলমর্দনটাই।

জাতীয় দলের চেয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দটা যাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পায়, এ আই এফ এফ সচিব পদে থাকার কোনও অধিকার তাঁর নেই। কোনরকম ভনিতা না করেই তাই দাবি জানাচ্ছি, অশোক ঘোষ পদত্যাগ করুন। তা না হলে, একদিন না একদিন আমরা আপনার এই অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয় আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব। তার আগে, স্বেচ্ছায় সরে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ? আদৌ যদি সে বুদ্ধি আপনার থাকে।

বিদ্যুৎ দত্ত, কলকাতা-১৪

পংকজ রায় পদত্যাগ করুন

২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় আপনার 'নির্বাচক পঞ্চক, একটু ভেবে দেখুন' পড়লাম। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে বাংলা বরাবরই নির্বাচকদের কাছে উপেক্ষিত। কিন্তু ভারতীয় দলের অনেককে টেক্কা দিতে পারে এমন সব খেলোয়াড় বাংলায় থাকা সত্ত্বেও নির্বাচক পঞ্চক এখনও ঘুমিয়ে আছেন। যেমন একদা উপেক্ষিত হয়েছিলেন গোপাল বসু, বরুণ বর্মণ, সম্বরণ ব্যানার্জি। সেই উপেক্ষার শিকার হচ্ছেন এখন অরুণলাল। নির্বাচক কমিটিতে পূর্বাঞ্চল থেকে যিনি আছেন তিনি অরুণলালকে দলে ঢোকাবার জন্য চেষ্টা না করে উৎসাহী হয়েছেন কারণ খুঁজতে। বিশ্লেষণ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ হেতু অরুণলাল বাদ। রমন লাম্বার মত ব্যাটসম্যানেরা যখন টেস্ট দলে সুযোগ পেতে পারেন, তখন অরুণলালের বাদ যাওয়াটা প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে ? বয়স ও পারফরমেন্সের দোহাই তুলে অরুণলালের বাদ যাওয়ার ঘটনা সত্যিই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার মত ব্যাপার।

এখন এইসব পড়তে পড়তে মনে হয় অরুণলাল বাংলায় এসে বোধহয় সবচেয়ে বেশি উপেক্ষার শিকার হচ্ছেন।

পংকজ রায়, আপনার যদি অরুণলালের বাদ দেওয়ার ব্যাপারকে অন্যায় বলে মনে হয় এবং আপনি যদি মনে করেন আপনার দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা প্রতিবাদে সরব হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন।

ঝুমা মজুমদার

এ জে-২৮৭ সল্টলেক,

কলকাতা-৯১

পঙকজ রায় কি পদত্যাগ করতে পারতেন না ?

অবশেষে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় তথা শেষ টেস্ট কটকেও অরুণলালকে প্রথম এগারজনের দল থেকে বাদ !!! হ্যাঁ, আমাদের অনেক কিছুই বলার আছে এই 'চরম' অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনেক প্রতিবাদ করার আছে। অরুণলালকে প্রথম দল থেকে বাদ দেবার পেছনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন যে দুজন (আজকাল, ৫-১-৮৭), সেই হনুমন্ত সিং এবং অধিনায়ক কপিলদেবের কাছে আমরা জবাব চাই, জাতীয় দলে খেলার জন্যে অরুণলালকে আর কিভাবে, কতভাবে তাঁর যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে হবে ? আর কি চান ওঁরা ? যেখানে সুনীল গাভাসকারের মত বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান বলছেন, অরুণলালের নির্দ্বিধায় দলে স্থান পাওয়া উচিত – সেখানে এমন একজন প্রতিভাবান তদুপরি ভদ্র ও বিনয়ী ক্রিকেটারকে নিয়ে কোন্ সাহসে নির্বাচকরা ছিনিমিনি খেলছেন ? হনুমন্ত সিং, অরুণলালের প্রথম দলে নির্বাচন প্রসঙ্গে তুলেছেন 'উইনিং কম্বিনেশন্' না ভাঙতে চাওয়ার নিরাপদ 'ধুয়ো', এবং কপিলদেব; – "প্রথম ম্যাচে ২৪ এবং দ্বিতীয় মাচে ৫৩ – (লাম্বার) বাদ দেবার মত পারফরমেন্স কেন হবে ?" – তাঁর এ বক্তব্য পড়ে সত্যি বলছি, অবাক হতেও ভুলে গেছি। অরুণের পারফরমেন্সও কি দলে না ঢুকতে পারার মত ? এই মরসুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যে অরুণলাল তিন-তিনটে ডাবল সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছেন, তাঁর কাছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নবাগত আগন্তুক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে করা লাম্বার ২৪ এবং ৫৩ রানের ইনিংসকে 'সাফল্য' কি বলা যায়, ভারত অধিনায়ক ? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এই নির্বাচকদের কীর্তিকলাপ সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। অরুণলালের বিরুদ্ধে তাঁদের এই চক্রান্ত আসলে বাংলাকেই এগিয়ে আসতে না দেওয়ার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। নাগপুর টেস্টের সময় অরুণলালকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সময়ে ডেকে পাঠান হল, যাতে তিনি আর খেলতে না পারেন। তাঁকে ঐ টেস্টে খেলানও হল না, আবার দলে রাখার লোভ দেখিয়ে পরিকল্পিতভাবে ঠেকিয়ে রাখা হল দেওধর ট্রফিতে অংশগ্রহণ করা থেকে। ষড়যন্ত্র ছাড়া এসবগুলোকে আর কী বলব ? অরুণলালের জাতীয় দলে আসা প্রসঙ্গে

সব নির্বাচকই নিজের পিঠ বাঁচিয়ে বলছেন, "অরুণকে আমি চাইছি, বাকিরা চাইছে না।" চাইছেন না আসলে কেউই। সবাই যে যাঁর নিজের অঞ্চলের ক্রিকেটারদের সুযোগ-সুবিধা দেখতেই ব্যস্ত। অরুণলালকে সুযোগ দিতে 'আগ্রহী' হয়ত পঙকজ রায়, কিন্তু তাঁর যে পরিমাণ 'আগ্রহ' আছে, সে পরিমাণে 'উদ্যম' নেই। নইলে অরুণলালকে অন্যায়ভাবে বাদ দেবার বিরুদ্ধে তিনি আর কিছু না পারুন, পদত্যাগও কি করতে পারতেন না ? সারা রাজ্য জুড়ে, নির্বাচকমণ্ডলীর এই অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানানো আমাদের কর্তব্য।

দেবযানী চ্যাটার্জি
রানাঘাট, নদীয়া।

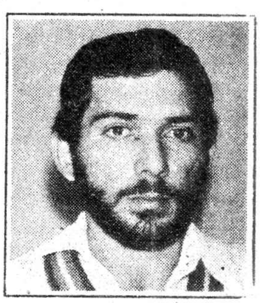
'খেলা' – ১৯৮৬-র সেরা

১। সম্পাদকীয় – 'প্রিয় ফুটবলার' (৪-৭-৮৬ সংখ্যা)।
২। পত্রলেখক – অতনু ব্যানার্জি।
৩। পত্রলেখিকা – দেবযানী চ্যাটার্জি।
৪। পত্র – 'থাকবে আপনার প্রেরণা'/সোমনাথ পাল (৩১-১০-৮৬ সংখ্যা)।
৫। সংখ্যা – বিশেষ বিশ্বকাপ সংখ্যা (১১-৭-৮৬ সংখ্যা)।
৬। প্রচ্ছদ – পি টি ঊষা (৭-১১-৮৬ সংখ্যা)।
৭। সাক্ষাৎকার অলোক মুখার্জি/সরোজ চক্রবর্তী (৩-১-৮৬ সংখ্যা) এবং প্রশান্ত ব্যানার্জি/অরূপ বসু (২১।১১।৮৬ সংখ্যা)
৭। ফিচার – মাঠময়দানের ডায়েরী।
৯। অভাব – সুপ্রিয় সেনের খেলার অপ্রতুলতা এবং সম্পাদকীয়র কলেবর ক্রমশই হ্রাস হয়ে যাওয়া।
১০। হতাশ – 'হিং টিং ছট' – বাবুরাম সাপুড়ের নিরুদ্দেশে যাত্রা।
১১। হটকারিতা – 'প্রদীপ ব্যানার্জি বনাম অমল দত্ত' সংখ্যা প্রকাশ (২৮-১১-৮৬ সংখ্যা)।
১২। আবিষ্কার – মুখোশের আড়ালে সুদীপ চ্যাটার্জি।
১৩। চমক – 'সরাসরি' ফিচারের পুনঃপ্রবর্তন (২৬-১২-৮৬ সংখ্যা থেকে)।
১৪। সম্ভাবনা – ক্রমশই 'আরো-ভালোর' দিকে এগিয়ে যাওয়া।
১৫। দুঃখ – সম্পাদকের অবসর গ্রহণের দিন এগিয়ে আসা।

দেবাশিস সেনগুপ্ত
ফরিদপুর ব্লক, বাকসাড়া, হাওড়া।

অরুণলাল কেন উপেক্ষিত ?

ঘরোয় ক্রিকেটে দুর্দান্ত সাফল্যের পর দীর্ঘদিন উপেক্ষিত রইলেন। তারপর, নাগপুর টেস্টের আগে হঠাৎই ডেকে নেওয়া হল অরুণলালকে। এবং তারপর, কটক টেস্ট পর্যন্তও তিনি রইলেন প্রথম এগারজনের বাইরে !



এই প্রশ্ন না করে পারছি না, রমণ লাম্বার দুর্বল ফিল্ডিং এবং ত্রুটিপূর্ণ কিছু স্ট্রোকের কথা মাথায় রেখে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান সিরিজের আগে কটকে অরুণলালকে কি পরীক্ষা করে নেওয়া যেত না ? কেন তাহলে তাঁকে এভাবে ডেকে নেওয়া হল ? পঙকজ রায় কি বলেন ?

মহুয়া নন্দী,
পানিহাটি, ২৪-পরগনা।

নানারকম

● ছিয়াশিতে 'খেলা'র মোট ৫১টি সংখ্যা বেরিয়েছে। এর মধ্যে সেরা 'পি টি ঊষা সংখ্যা' (৭ নভেম্বর)।

সুব্রত সাহা, কলকাতা-৫

● শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রাবার জয়ের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রবীরকুমার দাস, কলকাতা-৫

● ছিয়াশির শেষ বেলায়, নববর্ষের প্রাক্কালে দেশবাসীকে জয় উপহার দেওয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

হেলিম আহমেদ লস্কর, শিলচর, আসাম

● চৌদ্দতম টেস্ট-শতরানের জন্য দিলীপ বেঙ্গসরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলী।

● একা মণিন্দার সিংয়ের কাঁধে ভর দিয়েই নাগপুর টেস্টে সাফল্য পেল ভারত। মণিন্দারকে অভিনন্দন।

অলোক পাল, কলকাতা-৪

● টেস্টে ৩০০ উইকেট লাভের জন্য ভারত-অধিনায়ক কপিলদেবকে উষ্ণ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মোহিত চ্যাটার্জি, নবদ্বীপ।

● টেস্ট ক্রিকেটে হাজার রান পূর্ণ করার জন্য মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে অভিনন্দন জানাই।

হাসিন নওয়াজ প্রধান, জলপাইগুড়ি

● 'খেলা'য় ফুটবলের জন্য এত বেশি পাতা বরাদ্দ কেন ? হকি, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল – আরও অনেক খেলা রয়েছে। এসবের জন্য সপ্তাহে অন্তত একটি পাতা কি বরাদ্দ করা যায় না ?

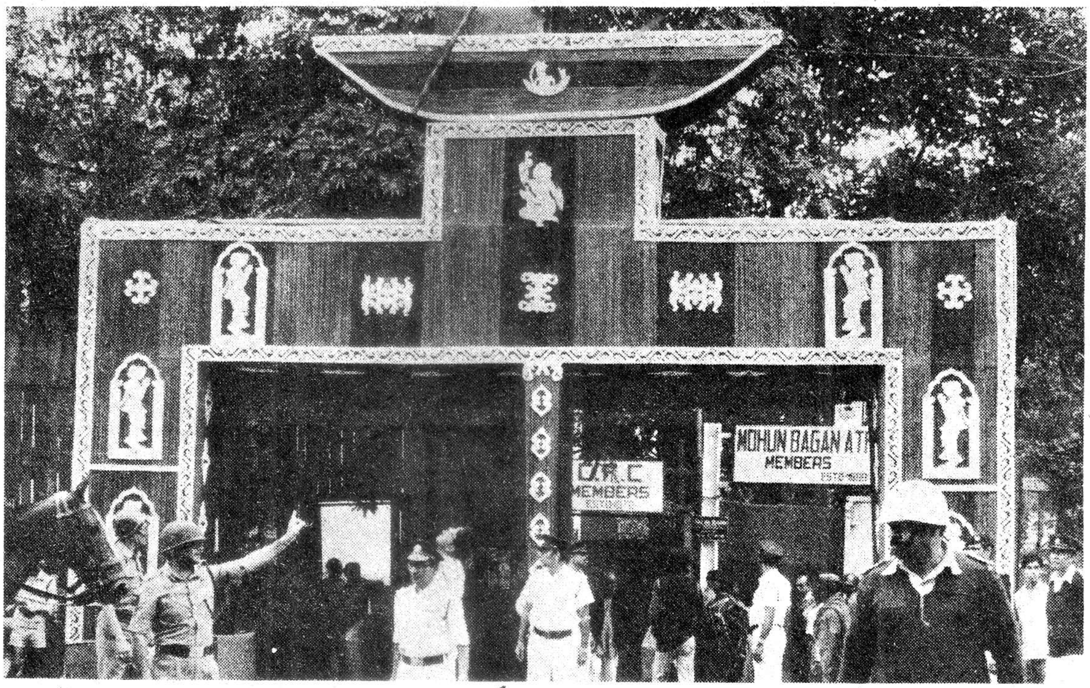
মাধব দাস, কৃষ্ণনগর

● কটক টেস্টেও অরুণলালকে দলে না নেওয়ায় নির্বাচকদের ধিক্কার জানাই।

মধুমিত নাগ, দমদম

● জাতীয় ক্রিকেট দল নির্বাচন কমিটি থেকে পঙকজ রায়ের মত ব্যক্তিত্বহীন পূর্বাঞ্চল-প্রতিনিধির অবিলম্বে পদত্যাগ চাই।

কল্লোল রায়, কলকাতা-৮



শতবর্ষের আলোয়

অশোক দাশগুপ্ত

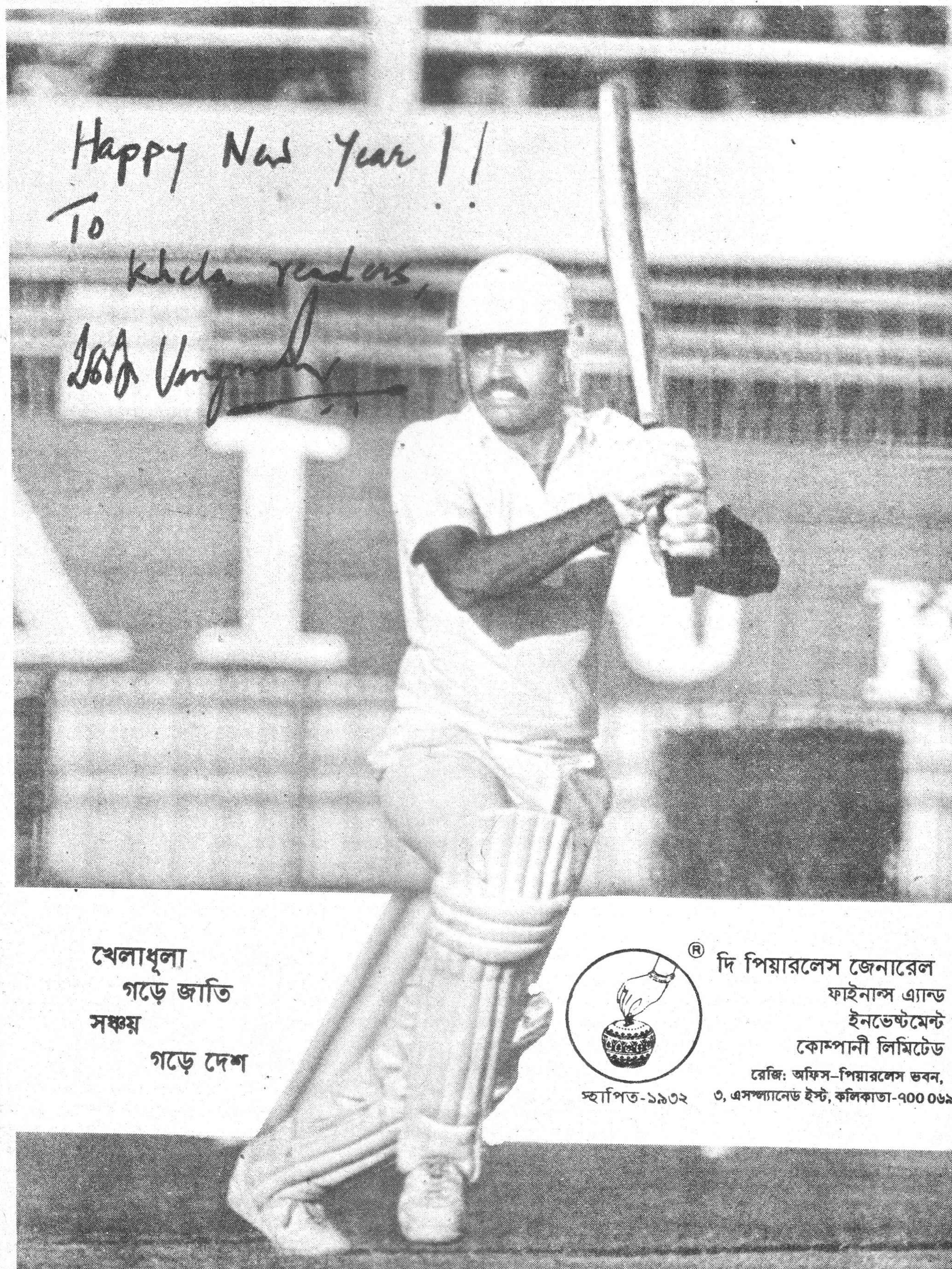
মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক-শতবর্ষ অনুষ্ঠান যেদিন শুরু হল মাঠে, প্যারাট্রুপার নামিয়ে, আজকালের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় তার দুটি ছবি। ছাপার আগে, রাতে আমার অকালপ্রবীণ সহকর্মীদের মধ্যে কারও কারও সংশয় ছিল: এই বিষয়ে দু-দুটো ছবি প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? বাড়াবাড়ি নয়, আমার মতে। কারণ, এটা শুধু একটি ক্লাবের ব্যাপার নয়। শতবর্ষের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে একটি প্রতীক– জাতীয় চেতনার। একটি গর্ব – গোটা দেশের। এই যে আমি এরকম মনে করছি আন্তরিকভাবে, তার আর একটা দিকও আছে। আমার বা আমার মত সাধারণ সচেতন ক্রীড়ামোদীদের এই শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলার অধিকারও জন্মে যাচ্ছে।

এটা ঘটনা, ময়দানে সাংগঠনিক মসৃণতার দিক দিয়ে কোনও ক্লাবই মোহনবাগানের ধারেকাছে নেই। এবং এটাও ঘটনা, এজন্য অনেকটা কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন এখনকার মোহনবাগান-সচিব ধীরেন দে, ক্লাবের ইতিহাসে বেশ কিছু অন্যায়ের সঙ্গেই যিনি সরাসরি জড়িত। মোহনবাগান মাঠে কংক্রিট গ্যালারি, আলো, হয়ে-যাওয়া প্ল্যাটিনাম জুবিলি এবং আসন্ন শতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি – সবই ধীরেন দে-র যোগাযোগ এবং সাংগঠনিক শক্তির পরিচয়। অন্য দুটি বড় ক্লাবে এমন লোক একজনও নেই। কিন্তু, এই ভদ্রলোকেরই আমলে মোহনবাগান ক্লাবে ঘটে গেছে, ঘটে যাচ্ছে এমন অনেকই অন্যায় অবিচার, কোনও গুণ দিয়েই যার কলঙ্ককে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

প্রাক-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর দিন আজকালে প্রকাশিত হয়েছে মাঠের ধারে সোফায় বসে-থাকা দুই বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীর ছবি – মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বিরোধী দলের জঙ্গী নেতা সুব্রত মুখার্জি। মাঠে ছিলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। আমন্ত্রিত হিসাবে হাজির ছিলেন মুখ্যসচিবসহ এ রাজ্যের অনেকই গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু, কার্ড পাননি পি কে ব্যানার্জি, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধের ঘন অন্ধকার থেকে দ্বিতীয়ার্ধের উজ্জ্বল আলোয় মোহনবাগান উঠে আসতে পেরেছিল প্রধানত যাঁর চেষ্টায়। কার্ড পাননি প্রদ্যোৎ বর্মণ, অশোক চ্যাটার্জি, বলাই দে, প্রণব গাঙ্গুলি, প্রসূন ব্যানার্জি, শ্যাম থাপা। আরও অনেকেই নিশ্চয় পাননি, যাঁরা মোহনবাগান ক্লাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি নিশ্চয় শুধু বয়সে-সংগঠনে নয়। একশ বছর বয়স হল যে প্রতিষ্ঠানের, তার কাছে অর্বাচীন সব সংগঠন কি এটাই শিখবে যে এক সময়ের সেবকদের এভাবে উপেক্ষা করতে হয়? মোহনবাগান ক্লাব কি শতবর্ষে শুধু দেখাবে আলোর ঝলকানি আর কিছু বিদেশী দলের খেলা? ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা আর একটি বস্তুও একটু-আধটু দেখাবেন না – যাকে বলে মনুষ্যত্ব?

পি কে, প্রদ্যোৎ বর্মণ, অশোক চ্যাটার্জি, বলাই দে, প্রণব, গাঙ্গুলিরা কার্ড না পেলে দুঃখিত হন হয়ত, ক্ষতি তাঁদের হয় সামান্যই। অনেক বড় ক্ষতি কিন্তু হয় মোহনবাগান নামে একটি শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের। সংগঠক ধীরেন দে, একটি ক্লাবের এত বড় ক্ষতি কিন্তু আপনি জেনেশুনেই করছেন।

শতবর্ষের দরজায় দাঁড়ানো মোহনবাগান ক্লাবের কর্ণধার এবং তাঁর সঙ্গীদের কাছে আর-একটি নিবেদন আছে। বাংলার সাধারণ ফুটবল-প্রেমিকদের পক্ষ থেকে আবেদনও বলতে পারেন। মোহনবাগান ক্লাব একাধিকবার ভারতের সব বড় ট্রফি জিতেছে। জিতবে। মোহনবাগান ক্লাব অনেকই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ফুটবলনক্ষত্রকে এ শহরে এনে খেলাতে পেরেছে। আরও খেলাক। মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিপত্তি ক্রমশই বেড়েছে। আরও বাড়ুক। মোহনবাগান ক্লাবের শতবার্ষিকী উৎসবে হবে অনেক যজ্ঞ, উড়বে বেলুন, পুড়বে বাজি, জ্বলবে আলো। হোক, উড়ুক, পুড়ুক, জ্বলুক। কিন্তু এই আড়ম্বরের মধ্যেই নেওয়া হক আর একটি উদ্যোগ। একদা জুনিয়র ফুটবলারদের গড়ার দায়িত্ব অংশত পালন করেছে মোহনবাগান ক্লাব। এখন সেখানে শূন্যতা। মোহনবাগান এই কাজটা আবার ধরুক। অনেক বেশি করে ধরুক। প্রতিভাবান কিশোরদের তুলে আনার, গড়ে তোলার কাজে যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেদিনের এফ ডব্লু এ, কেন পারবে না মোহনবাগান? বলাই চ্যাটার্জি যা পেরেছিলেন, কেন তা পারবেন না এককালের মোহনবাগান নক্ষত্ররা? শতবর্ষে মোহনবাগান যেন শুধু রুপোলী অতীতের দিকে না তাকিয়ে সোনালী ভবিষ্যতের দিকেও তাকায়, এই আবেদন। প্রথম শতবর্ষের আলোয় আলোকিত হক দ্বিতীয় শতবর্ষের পথ।


Happy New Year!!
To
Khela readers,
খেলাধূলা
গড়ে জাতি
সঞ্চয়
গড়ে দেশ
দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যান্ড
ইনভেষ্টমেন্ট
কোম্পানী লিমিটেড
রেজি: অফিস–পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯
স্থাপিত-১৯৩২



দিলীপ বেংগসরকারের কলম

নতুন বছরের উপহার। গত সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছিল 'রবি শাস্ত্রীর কলম'। এবার এসে গেলেন দিলীপ বেংগসরকারও, শুধু 'খেলা'রই জন্য। প্রথম লেখাতেই তিনি তুলে আনলেন চাঞ্চল্যকর ও বিতর্কিত বিষয়: জাতীয় দলের অধিনায়ক না হওয়া। সামনের সংখ্যায় আসবেন রবি, তারপর আবার দিলীপ। এইভাবেই চলবে।

ঐ রঙিন আশাটার মৃত্যু ঘটে গেছে

'খেলা'র অগণিত পাঠক-পাঠিকা, আপনারা নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। সুনীল গাভাসকারকে আপনারা যতটা চেনেন, তার সংগে আপনাদের সম্পর্ক যত গভীর, আমার সংগে নিশ্চয়ই তা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। সুনীলের প্রচুর লেখালেখির মাধ্যমে আপনারা তার কাছাকাছি এসেছেন, একে অপরকে চিনেছেন। এই উটকো অতিথি একেবারেই নতুন, তবে আপনাদের প্রিয় আপনজন হয়ে ওঠার প্রবল ইচ্ছাতেই এই কলম ধরা। এক-একটি লেখায় আমি ধীরে ধীরে নিজেকে চেনাতে চেষ্টা করব, চিনতে চাইব আপনাদেরও। হয়ত একটু বেশি প্রশ্রয়ই দাবি করছি, তবু প্রথম অণুচ্ছেদেই স্পষ্ট থাকুক এই স্বীকারোক্তি: আমি আপনাদের হৃদয়ে পৌছতে চাই।

আমি জেনেছি, বন্ধু ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রীর (বয়সে অনেক ছোট হলেও ও আমার বন্ধুই) কলমও এই পত্রিকায় শুরু হয়েছে। ও টীমমেটদের নিয়ে করছে। খুবই ভাল সিরিজ, আমিও তেমন কিছু করতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছা করল না। মনে হল, আমার জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীই আপানাদের জানানো দরকার, প্রিয়জনকে মানুষ যা জানায়।

আমার এই প্রথম লেখাতেই যদি বাজে করুণ সুর, মার্জনা করবেন। কোন আনন্দের ঘটনা দিয়ে শুরু করতে পারতাম, কিন্তু যে দুঃখ ও যন্ত্রণাটা এতদিন আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, সেটাই আগে শোনাচ্ছি। আমি কিছুটা হাল্কা হতে চাই।

আমি অনেক চেষ্টা করেও কোনদিন এই রহস্যের কিনারায় পৌছতে পারলাম না যে, কেন জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে দিলীপ বলবন্ত বেংগসরকারের নামটা কখনও ভাবা হয় না? অধিনায়ক হিসাবে আমি অচল – এরকম একটা আবহাওয়া তৈরি করে রাখা হয়েছে কেন? ভারতীয় দলে সুনীল আর জিমি (মহিন্দার অমরনাথ) ছাড়া আর কেউ আমার চেয়ে সিনিয়র নয়, তবু কেন এই প্রত্যাখ্যানের কড়া চাবুক আমাকে জীবনভোর সহ্য করতে হবে? এই 'কেন'-র উত্তর কখনও পাই নি। আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র কপিলের নেতৃত্বে খেলছি, হয়ত এরপর অন্য কারও নির্দেশও পালন করব। চিরকালই ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করতে চেয়েছি একনিষ্ঠভাবে, ব্যাট হাতে থাকতে চেয়েছি বিশ্বস্ত, প্রতিদানে আশা করেছিলাম শুধু সুবিচার, পেলাম না।

আমার ছাত্রজীবন কেটেছে কিং জর্জ স্কুল আর পোদার কলেজে। নবম শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন থেকেই আমি সিনিয়র স্কুল দলের অধিনায়ক। কলেজ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি শেষ দুই বছর। তারুণ্যের সেই দিনেই, ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই কঠিন মনে হয় নি। সুতরাং 'অধিনায়কত্ব' বস্তুটি আমার কাছে নতুন কিছু নয়। ছিয়াত্তরে, নাগপুরে এম সি সি-র বিরুদ্ধেও আমি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির ক্যাপ্টেন ছিলাম।

বোম্বাই দলের প্রতিনিধিত্ব করছি দীর্ঘদিন। উনিশশ আটাত্তর থেকে চুরাশি – এই ছয় বছর আমি ছিলাম সহ-অধিনায়ক। এই সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোম্বাই দলের নেতৃত্বে অদ্বিতীয় গাভাসকার, মাঝেমধ্যে আমরা বাইরে থাকলে, টেস্ট ম্যাচে ব্যস্ত থাকলে, একনাথ সোলকার অথবা অশোক মানকড়কে এই দায়িত্ব দেওয়া হত। উনিশশ আশি থেকে আমি টাটার ক্যাপ্টেন, আমার নেতৃত্বেই খেলে রবি শাস্ত্রী।



আবার বলি, ব্যাপারটা তাই নতুন কিছু নয়। অথচ দেখুন, নম্বুইটা টেস্টম্যাচ খেলে ফেলার পরও আমাকে এই সম্মানটা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না। এই বিশাল-বিচিত্র ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও এ জিনিস সম্ভব নয়।

আমি বোম্বাইয়ের নির্বাচক-দেরই এজন্য প্রথমত দায়ী করছি। জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে বিবেচিত হতে গেলে, এটাই নাকি অলিখিত শর্ত হয়, রাজ্য দলের নেতা হতে হবে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আপনারাও নিশ্চয়ই ভুলে জাননি, টাইগার পতৌদি যখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন, হায়দরাবাদে কিন্তু খেলত এম এল জয়সীমার নেতৃত্বে। কিন্তু আমি যেহেতু কখনও রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দিই নি, সর্বোচ্চ সিংহাসনের দাবিদার তাই আমাকে ভাবাই হয় নি!

একাশি-বিরাশিতে ফ্লেচারের ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে বোর্ড সভাপতি একাদশের অধিনায়ক ছিল এই অধম। এমন সান্ত্বনা পুরস্কার অবশ্য মাঝেমধ্যেই পাই। কিন্তু বোম্বাই কেন আমাকে অধিনায়ক হিসাবে ভাবল না? যখন সামনে ছিল গাভাসকার, তখন অন্য কারও দাবি নিশ্চয়ই আসতে পারে না। সুনীলকে সরিয়ে আমাকে অধিনায়ক করা উচিত ছিল, একথা বলার বা লেখার মত মূর্খ আমি নই। কিন্তু যখন সুনীল সরে দাঁড়াল, তখনও কেন আমাকে ভুলে থাকা হল? একটাই কারণ, এর মাঝে রবি জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। অতএব, বোম্বাইয়ের নির্বাচকরা ওর দিকেই ঝুঁকলেন, আমার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিতই থেকে গেল।

রবি এর আগে উনিশ, বাইশ ও পঁচিশ বছরের অনূর্ধ্ব দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে, আমেদাবাদে গাওয়ারের দলকে হারিয়েওছে। কিন্তু ওকে হঠাৎ তুলে ধরার আসল কারণ অন্য।

২৯ অক্টোবর, ১৯৮৩! তারিখটা ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। 'ইন্ডিয়া টুডে'-তে সেদিনই প্রকাশিত হয়েছিল সুনীল গাভাসকারের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। ঐ সাক্ষাৎকারের একটি অংশে সুনীল রবিকেই ভবিষ্যৎ-অধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ঐ একটা ধাক্কাই রবিকে এগিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পারফরমেন্স এবং ভাগ্য – দুটিই একসঙ্গে কাজ করেছে রবির ক্ষেত্রে। অদূর কি সুদূর জানি না, তবে এটা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ যে, রবি শাস্ত্রী একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবে। সেদিন সমস্ত কৃতিত্বটাই কিন্তু সুনীলকেই দেওয়া উচিত।

এই পর্যন্ত পড়ার পর যদি কারও ধারণা হয়, আমি রবিকে ঈর্ষা করছি, তিনি ভুলের স্বর্গে বাস করছেন। রবি আমার বন্ধু, ছোট ভাই-এর মত, এবং সবচেয়ে বড় কথা যথেষ্ট যোগ্য। আমার ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, তার জন্য নিশ্চয়ই ও দায়ী নয়। ও নিশ্চয়ই কাউকে বলেনি, 'দিলীপকে সরিয়ে আমাকে তোল।' ওর কোন দোষ নেই। আমি ওর সাফল্য কামনা করি, চিরকালই করব। নির্বাচকদের অন্যায়ের জন্য একটা নিরপরাধ ছেলের ওপর রাগ পুষে রাখব, আমি এতটা শিশু নই।

এই ছিয়াশিতেও যোধপুরের ইরানী ট্রফির ম্যাচে আমাকে বোর্ড সভাপতি একাদশকে নেতৃত্ব দিতে বলা হল। এটা একটা অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ। দলে অনেকেই নতুন, সবার সঙ্গে সমঝোতাও নেই। কাজটা আমি বোধহয় ভালই উতরেছি, দিল্লিকে খুব খারাপভাবে হারতে হয়েছিল। আমি দ্বিশতরান করেছিলাম। নেতৃত্বের মুকুট যে আমার মাথায় ভারি হয়ে বসে না, পারফরমেন্স-এর ক্ষতি করে না, এটাই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

আমাকে অধিনায়ক না করার পেছনে নানা সময় অদ্ভুত এবং হাস্যকর সব কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথম কারণ হিসাবে এটাই চালু রাখা হয়েছে যে, আমি নাকি একা-একা থাকতে ভালবাসি, অন্যের সঙ্গে বেশি মিশতে পছন্দ করি না। এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করতে চাই আমি। এটা অপপ্রচার, সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং স্পষ্টই বলছি, আমার এই ভাবমূর্তির জন্য দায়ী সংবাদ

> 'ভারতীয় দলে সুনীল আর জিমি ছাড়া আর কেউ আমার চেয়ে সিনিয়র নয়, তবু কেন এই প্রত্যাখ্যানের কড়া চাবুক আমাকে জীবনভোর সহ্য করতে হবে? এই 'কেন'-র উত্তর কখনও পাই নি। আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র কপিলের নেতৃত্বে খেলছি, হয়ত এরপর অন্য কারও নির্দেশও পালন করব। চিরকালই ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করতে চেয়েছি একনিষ্ঠভাবে, ব্যাট হাতে থাকতে চেয়েছি বিশ্বস্ত, প্রতিদানে আশা করেছিলাম শুধু সুবিচার, পেলাম না।'

> ‘আমারও কিছু দোষ আছে। কর্মকর্তাদের তৈল-মর্দন করতে পারি নি। নির্বাচকদের সঙ্গে অকারণে ‘ইয়েস স্যার’, ‘ইয়েস স্যার’ বলি নি। অনর্থক হ্যা হ্যা, করি নি। নিজের জনপ্রিয়তা বোঝানোর জন্য সহখেলোয়াড়দের ঘরে গিয়ে অভিনয় করতে চাই নি। আমি যা, তাই থাকতে চেয়েছি। এসব না করলে, এদেশে সম্মান মেলে না। আমি গ্রাহ্য করি না। পায়ে ধরে, ভান করে, নিজেকে বদলে যদি অধিনায়কত্ব পেতে হয়, সে সম্মান আমার চাই না।’

মাধ্যমই। হাজার লেখালেখিতে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে আমার এই দিকটাকে। সংবাদ মাধ্যম একজনকে আকাশে তুলে দিতে পারে, আবার পারে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলতে।

নির্বাচকমণ্ডলীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান চান্দু বোরদেকে আমি স্পষ্টই অভিযুক্ত করতে চাইছি। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, ক্রিকেটবুদ্ধিও নিশ্চয়ই প্রশ্নাতীত। কিন্তু কপিলের পর রবিই – এই ধারণার ভিত্টা শক্ত হয়ে যায় তাঁর আমলেই। হয়ত তিনি ভেবেছেন, অধিনায়ক হিসাবে আমি সফল হব না। ভাবতেই পারেন। কিন্তু একটা মতামত গড়ে তোলার পেছনে কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই থাকবে। বোরদে যদি খুব পরিষ্কারভাবে সেগুলি জানান, খুব ভাল হয়। কিছু যুক্তি আমার দিক থেকেও তখন রাখা যাবে। কিন্তু আমি জানি, তিনি সে পথে হাঁটবেন না। অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে তাহলে আর লাভ নেই।

আমার জনপ্রিয়তার ব্যাপারেও মাঝেমাঝে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়। এই বিচারটা কীভাবে সম্ভব, আমি জানি না। ফ্যানমেল? এ দেশে সম্ভবত কোন ক্রীড়ানায়কই সুনীলের মত চিঠি পান না। আমিও কিন্তু আগে খুব একটা কম পেতাম না। কিন্তু ব্যাপারটা, স্বীকার করছি, শতকরা আশি ভাগই কমে গেছে বিয়ে করার পর। এখন সুনীলের পর সবচেয়ে বেশি চিঠি পায় নিশ্চয়ই রবিই। ওর অবিবাহিত জীবন শেষ হলেও কিন্তু এমনই ঘটবে। সুতরাং এটা কোনও মানদন্ড নয়। আমার মনে হয় না, আমার জনপ্রিয়তা নেই।

বলা হয়. দলের সবার সঙ্গে আমি ভাল সম্পর্ক রাখতে জানি না, একান্তে কাটানোটাই পছন্দ করি। এটা তো পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। কেউ ভালবাসে রসিকতায় স্ফূর্তিতে আড্ডায় সময় কাটাতে, কারও পছন্দ একটু ফাঁকায় আর একটা ভাল ইনিংস খেলার জন্য মনোনিবেশ করা। কিন্তু কেউ আমাকে বলে দিন, ভারতীয় দলের কোন ক্রিকেটারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ? কোন ক্রিকেটারের সঙ্গে আমি কখনও খারাপ ব্যবহার করেছি? মাঠে কখনও অসভ্যতা বা অসদাচরণ করেছি? বিপদের মুখে পলায়নী মানসিকতা দেখিয়েছি?

হ্যাঁ, আমারও কিছু দোষ আছে। কর্মকর্তাদের তৈলমর্দন করতে পারি নি। নির্বাচকদের সঙ্গে অকারণে ‘ইয়েস স্যার’, ‘ইয়েস স্যার’. বলিনি। অনর্থক হ্যা হ্যা, করি নি। নিজের জনপ্রিয়তা বোকানোর জন্য সহ খেলোয়াড়দের ঘরে গিয়ে অভিনয় করতে চাই নি। আমি যা, তাই থাকতে চেয়েছি। এসব না করলে, এদেশে সম্মান মেলে না। আমি গ্রাহ্য করি না। পায়ে ধরে, ভান করে, নিজেকে বদলে যদি অধিনায়কত্ব পেতে হয়, সে সম্মান আমার চাই না। অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে গোপনে লালন করেছিলাম একটা রঙিন আশা, আজ তার মৃত্যু ঘটে গেছে। আমি জানি, আমাকে কখনও অধিনায়ক করা হবে না।

হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, তবু লেখার শেষ অংশে দাঁড়িয়ে আমি দুটো ব্যাপার আপনাদের জানাতে চাই। আমাকে প্রায় সবাই ‘কর্ণেল’ নামে ডাকেন। চূড়ান্ত অপছন্দ করি ব্যাপারটা। নাগপুরে কর্নেল সি কে নাইডুর শহরে বেদি-প্রসন্নর বিরুদ্ধে একটা দারুণ ইনিংস খেলার পর থেকেই আমাকে এই নামে ডাকা হয়। অনেকদিন ধরে চলছে ব্যাপারটা। এতে এক মহান ক্রিকেটারেরই অসম্মান হচ্ছে। আমি, ঐ যে বলেছি, যা আছি, তাই থাকতে চাই। দয়া করে আমাকে দিলীপ নামেই ডাকুন। আমি কর্নেল-টর্নেল নই। সামান্য এক দিলীপ বেংগসরকার।

আর একটা জিনিস। এতক্ষণ কিছু দুঃখের কথা আপনাদের শুনিয়েছি। তাই শেষ করছি একটা আনন্দের ঘটনা দিয়ে। কটকে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে শতরানের সংখ্যায় ধরতে পেরে আমি দারুণ আনন্দিত, গর্বিত। আমি ভারতের দ্বিতীয় সেরা রানসংগ্রহকারী হতে চাই। না, এক নম্বর হওয়া সম্ভব নয়। সামনের পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ঐ ছোট্ট মানুষটি – সুনীল গাভাসকার! সে যে কোথায় পৌঁছবে, কেউ জানে না।



৩০০ উইকেটের চেয়েও আমি বেশি গর্বিত শ্রীলঙ্কাকে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে : কপিলদেব

অনেক আগে এমন কান্ড ঘটেছিল যে সফরকারী দেশের বিরুদ্ধে ভারত পর পর দুটো টেস্ট জয়ী হয়েছে বা স্বদেশের মাটিতে সিরিজ জিতেছে। টেস্ট ক্রিকেটে এখন আর কোন দেশকেই তেমন করে উপেক্ষা করা যায় না, নবাগত শ্রীলংকা দলই স্বদেশের মাটিতে শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছিল, ২-০ ম্যাচের ব্যবধানে সিরিজ হারলেও কানপুরে একদিনের খেলায় শ্রীলংকা ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।



সেই স্মরণীয় মুহূর্ত। রুমেশের উইকেট ছিটকে দিয়ে কপিল তুলে নিলেন তিনশতম-উইকেট।

ছবি : এস এম কাদিরাজ

কটকে সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট ম্যাচে শ্রীলঙ্কা দলকে পর পর দুটি টেস্টে ইনিংসে পরাজিত করা ছাড়া ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব টেস্ট ক্রিকেটের একজন অসাধারণ মিডিয়াম পেস বোলার হিসাবে ৩০০ উইকেট দখল করেছেন। তৃতীয় টেস্টের চতুর্থদিনে দলের সাফল্য ও ব্যক্তিগত সাফল্যে দীপ্ত কপিলের সংগে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন 'খেলা'-র প্রতিনিধি অলক চট্টোপাধ্যায়

● প্রথমেই আপনার সিরিজ জয়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই –

●● খুবই খুশি, এটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার যে আমরা সিরিজ জিততে পেরেছি। অনেকদিন হয়ে গেল আমরা দেশের মাটিতে কোন সিরিজ জয় করিনি সেজন্য এই জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই দলের সকলেই এবং আমি দারুণ খুশি।

● সিরিজ জয়ের জন্য আপনি কি বিশেষ কোন সাফল্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবেন ?

●● হ্যাঁ, বোলিং-ই আমাদের জিতিয়েছে। বোলাররাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যাচ জেতায়। আমি বলব এই সিরিজে আমাদের স্পিন বোলাররা খুবই ভাল বল করেছে এবং এখন তারা প্রায় রোজই অধিকতর পরিণত বোলারের মত বল করছে।

● কটকের এই উইকেট সম্পর্কে কি বলবেন ?

●● এই উইকেটকে টেস্ট ম্যাচের জন্য খুব ভাল উইকেট একথা বলা যাবে না, কিন্তু কিই বা করার আছে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে যদি ওরকম উইকেট দেখা যায় –

● ব্যাপারটা কি এমনভাবে বলা যায় যে এই উইকেটে টসে জেতার পরই ম্যাচ জয়ের ব্যাপারটা অর্ধেকটা এগিয়ে গিয়েছিল ?

●● না, ব্যাপারটা সত্যিই ঠিক তেমন নয়, তবে টসে জেতাটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। উইকেট প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত প্রায় একইরকম ব্যবহার করেছে, কোন পরিবর্তন হয়নি। কখনও বল শুটার হয়ে গড়িয়ে এসেছে আবার কখনও হঠাৎ লাফিয়ে এসেছে। এক ওভার বা এক ওভার অন্তর এমন এক একটা বল পাওয়া গেছে, সুতরাং টসে জেতাটা সে অর্থে সেইরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু দলের মনোবলের জন্য টসে জেতাটা এবং প্রথমে ব্যাট করাটা জরুরী ছিল।

● চলতি সিরিজে আমাদের দলের সাফল্য ও ব্যর্থতার দিকে নজর রেখে পরবর্তী সিরিজ অর্থাৎ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা আছে বলে মনে করেন ?

●● আমরা এখনও পাকিস্তানের কথা ভাবতে শুরু করিনি, কারণ আমাদের এখনও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৪টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে হবে, মনে রাখবেন ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওরা ইতিমধ্যেই একদিনের খেলার সিরিজে ১-0 ম্যাচে এগিয়ে আছে, সুতরাং আমাদের আগে এই ম্যাচগুলির ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। পরে আমরা পাকিস্তানের কথা ভাবব।

● এই জয়ের জন্য আপনি কোন বিশেষ খেলোয়াড় অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যাটসম্যান বা বিশেষ বোলারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করবেন ?

●● আমাকে তাহলে দলের এগারজন ক্রিকেটারের কথাই বলতে হবে। কারণ প্রত্যেকেই দারুণ খেলেছে। তবে হ্যাঁ, আমরা দিলীপ বেংগসরকারের কথা বলতে পারি দারুণ ব্যাটিং-এর জন্য। ব্যাটিং-এ এরপর মহিন্দার অমরনাথ, সুনীল গাভাসকারের নাম করা যায়। বোলিং-এ আমি বলব আমাদের তিনজন স্পিনারই দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছে।

● আপনার ৩০০ টেস্ট উইকেট পাওয়ার ব্যাপারে কি বলবেন ?

●● খুবই খুশি। যখন প্রথম ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলাম তখন কখনও আশা করিনি যে টেস্টে ৩০০ উইকেট দখল করব। খুবই আনন্দিত।

● এখন এমন প্রত্যাশা কি করা যায় যে আপনি আরও ২০-২৫টি টেস্ট খেলে ইয়ান বথামের সর্বাধিক সংখ্যক টেস্ট উইকেট দখলের রেকর্ড ভেঙে দেবেন ?

●● এই পরিস্থিতিতে আমার কাছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ভারতীয় দলের সাফল্য, আমার ব্যক্তিগত রেকর্ড খুব বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি আমি আরও ২০ বা ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলি তাহলে আমি নিশ্চয়ই ৪০০ উইকেটে পৌঁছব।

● টেস্টে এমন কোন বোলিং স্পেল আপনি মনে করতে পারেন যা আপনাকে সবচেয়ে খুশি করেছে ?

●● টেস্টে যখনই উইকেট পাওয়া যায় তখনই খুশি হতে হয়। কারণ টেস্টে উইকেট পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, আমি মেলবোর্ন টেস্টে, আমাদের জয়ের ম্যাচটিতে ৫টি উইকেট দখল করে খুব খুশি হয়েছিলাম। তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টের বোলিং-এর কথা মনে পড়ছে। ১৯৭৮-৭৯ সালের সিরিজে করাচির একটা টেস্ট ম্যাচ-এর কথাও মনে পড়ছে, আমি নিজে সেই বোলিং স্পেলটি খুবই উপভোগ করেছিলাম।

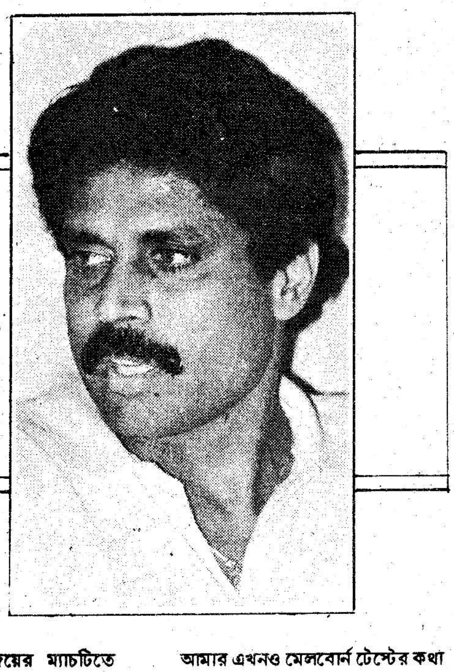
● সেই স্পেলটি বিশেষভাবে মনে রাখার মত কেন? বিশেষ কোন কারণ আছে ?

●● আমার মনে হয় সেই সময়ে আমি সবে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলাম, বিশেষ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তখন পাকিস্তান দলের ব্যাটিং শক্তি ছিল দারুণ। আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমি সেরা বোলিং করছি, আমি যথেষ্ট জোরেই বল করেছিলাম। আমার মনে সেই প্রথম একজন ভারতীয় বোলার অত বেশি সংখ্যক বাউন্সার ও শর্টপিচ বল ব্যবহার করেছিল, আমি অবশ্য আমার যা মনে আছে তাই বলছি। তারপর থেকে যখনই আমি ৫টি উইকেট পাই আমি স্বাভাবিকভাবেই খুশি হই।

● পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে সেই অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কে কিছু বলবেন? বা অন্য কোন বিশেষ উপভোগ্য স্পেল ?

●● সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উইকেট দখল করাই যে সবসময় খুশি করে তা নয়, কখনও কখনও ১৫ ওভার বল করে ২টি উইকেট দখল করেও দারুণ আনন্দ পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার বললেই আমার এখনও মেলবোর্ন টেস্টের কথা মনে পড়ে। কারণ শতকরা ১০০ ভাগ সুস্থ ছিলাম না এবং আমাদের দলও প্রচন্ড চাপের মধ্যে ছিল। আমি ১৫ ওভার বল করে ৫টি উইকেট পেয়েছিলাম, আমি এখনও মনে করি ওটা আমার জীবনের সেরা বোলিং স্পেলগুলির মধ্যে একটি। ম্যাচের পরিস্থিতি মনে রেখেই একথা বলছি।

● নাগপুরে আপনি বলেছিলেন যে আপনি আবার নিজের বোলিং উপভোগ করছেন, এখানে আপনাকে তেমন করে বল করতে দেখলাম না,



'আমাকে দলের এগারজন ক্রিকেটারের কথাই বলতে হবে। কারণ প্রত্যেকেই দারুণ খেলেছে। তবে হ্যাঁ, আমরা দিলীপ বেংগসরকারের কথা বলতে পারি দারুণ ব্যাটিং-এর জন্য। ব্যাটিং-এ এরপর মহিন্দার অমরনাথ, সুনীল গাভাসকারের নাম করা যায়। বোলিং-এ আমি বলব আমাদের তিনজন স্পিনারই দারুণ ক্ষমতা দেখিয়েছে।'

কারণ কি উইকেট-----

●● এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল, উইকেটও অন্যরকম। সেজন্য আমাকে শর্ট রান আপ-এ বল করতে হচ্ছিল। তবে আমার শরীর ও মন এখন ক্রিকেট আগের মত অনেক বেশি উপভোগ করছে, কারণ গতবছরের তুলনায় আমি নিজেকে অনেক বেশি ফিট মনে করছি। আমি আশা করছি আমি একইভাবে বল করতে পারব এবং বেশি উইকেট দখলের চেষ্টা করব।

● আপনার ব্যাটিং-এ এখন অনেক বেশি ধারাবাহিকতা এসেছে এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

●● কি আর বলব, আমি খুশি যে সাফল্য আসছে।

● এটা কি সত্যি যে আপনি নিজের জন্মদিনে ৩০০ উইকেট পাওয়ার চেষ্টায় অনেক বেশি ওভার বল করেছেন।

●● কোন অবস্থাতেই নয়, সারাক্ষণই আমার মাথায় টেস্ট জয়েরই চিন্তা ছিল। আমি আমাকে মনে মনে বলছিলাম – 'কোন না কোনদিন ৩০০ টেস্ট উইকেট পাওয়া হয়ে যাবে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ জয়।

● অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গোটা সিরিজে কোন উইকেট না পাওয়ার জন্য কি আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন?

●● না, আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম একথা সত্য নয়। কারণ আমি নিজে যদি আমার বোলিং নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি তাহলে সাফল্য তেমন গুরুত্ব না দিলে চলে। একজন ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে করে মাঠে ঢুকে সেঞ্চুরি করেও সন্তুষ্ট হয় না, আবার অল্প রান করেই সন্তুষ্ট হয়। সেখানে সে কেমন খেলছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি বোলিং-এর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাল বল করেও উইকেট পাওয়া যায় না যদি ভাগ্য সাহায্য না করে। এটা ঠিকই যে আমি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভাল বল করতে পারিনি, কিন্তু সম্প্রতি আমি আবার আমার বোলিং-এর ছন্দ ফিরে পেয়েছি, বোলিং উপভোগ করছি, বল সুয়িং করাতেও পারছি। এইসব ব্যাপারগুলো প্রমাণ করছে যে আমি সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি।

● এখন মনে হয় আপনি নিজের ব্যাটিং-ও উপভোগ করছেন –

●● হ্যাঁ, তাও হয়ত ঠিক। আমি এখন আগের চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য, বিশেষ করে আশির দশকের গোড়ার দিকের চেয়ে ত বটেই। অভিজ্ঞতা থেকেই শিখতে হয়।

● আপনি বললেন যে আপনি আমাদের স্পিনারদের বোলিং-এ খুশি হয়েছেন, একই সঙ্গে কি আপনি আমাদের পেস বোলারদের দক্ষতায় খুশি? আমরা কয়েকজন নতুন বোলারকে নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি –

●● সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে যেসব উইকেটে টেস্ট খেলা হয়েছে তাতে পেস বোলারদের জন্য কিছুই ছিল না। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু বলা কঠিন। তবে একথা সত্যি যে সিম বোলাররা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সেদিক থেকে আমি খুব খুশি। তারা যে বোলিং-এ উৎসাহ দেখাচ্ছে তারা সাফল্য পেতে চাইছে উইকেট এরকম হওয়া সত্ত্বেও, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

● অধিনায়ক, আপনি কি মনে করেন যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ, তারপর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ, তারপর এতগুলি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ – এত বেশি ক্রিকেট খেলা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের খেলার উপর প্রভাব বিস্তার করবে?

●● ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। অনেক বেশি ম্যাচ খেলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্থানীয় ক্রিকেট খেলায় বঞ্চিত না হচ্ছি ততক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক আছে। যতক্ষণ স্থানীয় ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এই ক্রিকেট দলের ক্ষতি করবে বলে আমার মনে হয় না. আমাদের রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি এবং দেওধর ট্রফির প্রতি আমাদের বেশি সময় দেওয়া উচিত। যেখানে আমরা ভবিষ্যতের জন্য ক্রিকেটার তৈরি করব করব সেইসব প্রতিযোগিতায় বাড়তি মনযোগ দিতে হবে। আমাদের সেই প্রতিযোগিতায় খেলতেও হবে।

● আমরা এই যে ২-0 ম্যাচের ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতলাম এর জন্য উইকেটের ভূমিকা কতটুকু?

●● আমি স্বীকার করছি উইকেট খুব ভাল ছিল না, কিন্তু উইকেট তৈরির দায়িত্ব কে নেবে? এটা স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশনের উপরেই নির্ভর করে, তাঁরা যেমন উইকেট দেবেন তার উপরেই আমাদের খেলতে হবে। আমরা কেবল সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু শুধু সমালোচনায় কোন কাজ হবে না. ভাল উইকেট তৈরির দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

● এই ম্যাচের জন্য 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' -এর পুরস্কার কার পাওয়া উচিত ছিল বলে আপনি মনে করেন? উইকেটের কথা মনে রেখে বেংগসরকারই কি অধিকতর যোগ্য খেলোয়াড় বলে কি আপনি মনে করেন না?

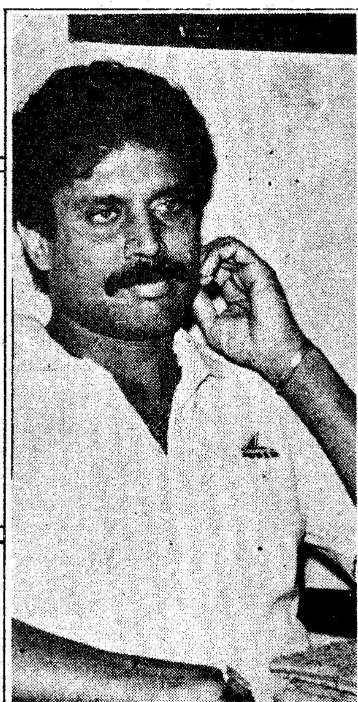
●● নিশ্চয়ই দিলীপেরই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হওয়া উচিত ছিল এবং যখন আমার নাম ঘোষিত হল তখন আমি খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। আমি যদি আরও তিন বা চারটে উইকেট দখল করতাম তাহলে হয়ত ওঁরা আমার নাম ভাবতে পারতেন। আমি দিলীপকে বলেছি – আমার কাছে তুমিই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'। উদ্যোক্তারা কি বিচার করেছেন সেটা তাঁদের ব্যাপার, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি তুমিই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'। এটা আমার ম্যাচ নয় এটা তোমারই ম্যাচ।

● 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর পুরস্কারের অর্থ কি সব খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়?

●● হ্যাঁ, তবে আমি এখনও বলছি, দিলীপ বেংগসরকারেরই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হওয়া উচিত ছিল আমি এই পুরস্কারের উপযুক্ত নই। একথা স্বীকার করায় আমার এতটুকু লজ্জা নেই, সে অসাধারণ ব্যাট করেছে।

● উইকেটের কথা মন রেখেই কি একথা বলছেন?

●● ১৬৬ রান খুবই বড় ইনিংস, শুধু এই উইকেটেই নয়, যে কোন উইকেটেই এটা অনেক রানের ইনিংস। আমার কাছে সেইই চ্যাম্পিয়ন – 'ছোটে নবাব'।



'নিশ্চয়ই দিলীপের 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হওয়া উচিত ছিল এবং যখন আমার নাম ঘোষিত হল তখন আমি খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। আমি যদি আরও তিন বা চারটে উইকেট দখল করতাম তাহলে হয়ত ওঁরা আমার নাম ভাবতে পারতেন। আমি দিলীপকে বলেছি – আমার কাছে তুমিই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'। .... এটা আমার ম্যাচ নয়, তোমার ম্যাচ।'

কপিলকে কেউ তৈরি করেন নি

গোপাল বসু

অভিনন্দন, কপিল! গোটা দেশ, বিশ্বের সমস্ত ক্রিকেটানুরাগী আজ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রিকেটনিবেদিত প্রাণ এই অসমসাহসী যোদ্ধাটিকে সেলাম জানাচ্ছে। হ্যাঁ কপিল, আমরা তোমার জন্য গর্বিত। সময়ের পাথরে 'ভারতবর্ষ' নামটিকে তুমি চিরকালের জন্য খোদাই করে দিয়েছ। কে কল্পনা করেছিলেন যে, একজন ভারতীয় পেস বোলার 'তিনশো উইকেট' ক্লাবের সম্মানিত সদস্যপদ পাবে? কয়েকদিন আগেও যে পদে ছিল শুধু বথাম, হেডলি, লিলি, গিবস্, উইলিস আর ট্রুম্যানের। মাত্র ছয় সদস্যের এমন অভিজাত ক্লাব বিশ্বের কোথাও আর ছিল বলে মনে হয় না।

অনেকেই সম্ভবত সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল। কারও মধ্যে সত্যিই মশলা ছিল, কেউ শুধু কঠোর পরিশ্রমের জোরেই কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু দরজাটায় পৌঁছনোর আগেই ক্লান্তি ও অবসাদে তাদের ভূমিশয্যা নিতে হয়েছে। এই দীর্ঘ পথেই নিঃশেষিত হয়েছিল তাদের যাবতীয় শক্তি। মাত্র কয়েক গজ দূরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য তারা শক্তি সঞ্চিত রাখতে পারে নি। এই ক্লাবেরই নতুন ও শেষ সদস্য আমাদের কপিলদেব। অনেক বোলারই তরতর করে পেরিয়েছে ২৫০ উইকেটের সীমানা, তারপরই তাদের উত্থান ব্যাহত হয়েছে আঘাত অথবা বয়সের চোরাবালিতে। ৩০০-য় পৌঁছনো আর সম্ভব হয়নি।

কপিলের ক্ষেত্রেও এমন ঘটতে পারত। তার জীবনের শুরুর দিকে, বলতে গেলে কোন প্রতিরোধই ছিল না। যদি বা থেকে থাকে, রক্তফোটা যৌবনের নির্মম কাঠিন্য ও ঔদ্ধত্যে তাকে অনায়াসে চূর্ণ করেছিল সে। তারপরই এল সময়ের থাবা। না, ঠিক সময়ের নয়, বলা উচিত অতিরিক্ত ক্রিকেটের থাবা, যা সবাইকেই সহ্য করতে হয়। কপিল কতদিন ধরে খেলছে সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট? প্রায় আট বছর। এই সময়ে একজন দ্রুতগতির বোলার দক্ষতার চূড়া ছুঁয়ে ফেলে। মানসিক দিক দিয়ে নয়, কপিল কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আট বছর ধরে তার ক্ষতবিক্ষত শরীরে চলেছিল সার্জেনের ছুরি।

শিকারসংখ্যা যখন ২৮০-র মত, অসাফল্যের রাজ্যে প্রবেশ করল কপিল। তার সৌভাগ্য যে, শতকরা একশোভাগ সুস্থতার চেয়ে অনেক দূরে থেকেও সেই আমাদের সেরা বোলার। ব্যাটিং-এর ব্যাপারটা যোগ করে নিলে, তাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার চিন্তা কারও মাথাতেই আসা সম্ভব নয়। অবশ্যই সবজান্তা নির্বাচকদের তালিকা থেকে বাদ রেখেই একথা বলছি। নির্বাচকদের পুরো কৃতিত্ব দিয়ে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের আছে।

আমরা এমন কখনও ভাবি নি যে, অন্য অনেকের মত কপিলও তিনশো শিকারের কাছাকাছি এসে থেমে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু এই চিন্তাটাকে কখনই থামাতে পারিনি যে, কেন কপিল এই বিরল সম্মানের কাছাকাছি দাঁড়িয়েও এত সময় নিচ্ছে?

আমি মনে করি, কপিলের ফিরে আসার উজ্জ্বল চিহ্নটা দেখা গিয়েছিল শারজায়, যখন নিষ্প্রাণ পিচে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বল করল। বল করল চ্যাম্পিয়নের মত, আমাদের প্রত্যাশাকে দপ্ করে উস্কে দিয়ে। তার সামনে ছিল খুনী ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানরা, যাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা পেস ও স্যুইং-এর দুনিয়ায়। কপিল সম্ভবত তাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, পেস বোলিং-এরও বৈচিত্র্য আছে, যা সম্পর্কে তারা এখনও একটু উদাসীন। এই হচ্ছে সেই পুরনো জিনিস, যা নেভিল কার্ডাসকে লেখকে পরিণত করে, জন্ম দেয় অনেক স্বপ্নের।

আজ আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। আমাদের যাবতীয় টেনশন মুছে দিয়ে কপিল তিনশো উইকেট তুলে নিয়েছে, যার জন্য এতদিন চলছিল রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা তার এবং আমাদের।

এই সম্মান পাওয়ার পর কেমন ছিল কপিলের অনুভূতি? দূরদর্শনের পর্দায় তাকে দেখে অন্তত মনে হল না যে, বিশেষ কিছু ঘটেছে। যেন সে আর একটা উইকেট পেয়েছে, বাস! শুধু আর একটি! কিন্তু মাঠে ছিল তার সহযোদ্ধারা, যারা তার ওপর ঝরিয়েছে প্রশংসার বর্ষণ, তাকে বুঝিয়েছে, এটা কপিলের ক্ষেত্রে আর একটি উইকেট' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তাদের কাছে নয়। নয় গোটা ভারতবর্ষের কাছে। এই উইকেট অবশ্যই কিছু বিশেষত্ব দাবি করে।

নষ্টালজিয়া! হ্যাঁ, একটা সময় কপিলকে তা গ্রাস করবেই। যখন সে একা, জনতার ভিড় থেকে অনেক দূরে, ঠিক তখন।

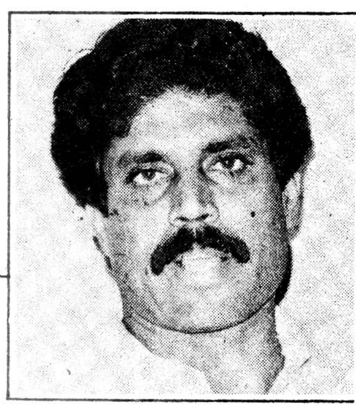
কেউ কি ভেবেছিলেন, চন্ডীগড়ের সেক্টর ১৬-র ঐ লাজুক তরুণ একদিন দাঁড়াবে সমস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে? এই তীব্র সুখের মুহূর্তে কপিল কেমন করে ভুলতে পারে সেই দিনগুলো, যখন তাকে পথ দেখিয়েছিলেন দেশপ্রেম আজাদ, প্রথমে কিছুটা অবহেলার পর? কেন এই অবহেলা? কপিলের নিজেরই বক্তব্য, সে ছিল পালিশহীন। এলোমেলো চুল। আজাদের শিবিরের অন্যদের মত কেতাবী ছিল না সে। আজাদ তাই ভেবেছিলেন, কপিলের দ্বারা ভাল কিছু সম্ভব নয়। বরং অন্য ছেলেদের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। যার ধমনীতে প্রবাহিত ক্রিকেট, যার গোটা শরীর থেকে ছুইয়ে পড়ে প্রতিভা, তার সম্পর্কে কী করে বেশিদিন অনাগ্রহী থাকা সম্ভব ছিল দেশপ্রেম আজাদের পক্ষে?

উপেক্ষার দেওয়াল তাই সরে যায়। কপিলের হাতে যখন প্রথম ক্রিকেট বল তুলে দেন আজাদ, তিনি জেনেছিলেন, এ কোন সাধারণ তরুণ নয়। তার হাতে একটি হীরে। অতএব খুশির চমক।

কিন্তু মিস্টার দেশপ্রেম আজাদ? এক হাজার বার মার্জনা চেয়েও বলছি, আপনি কপিলকে আবিষ্কার করেন নি। কপিলই আপনাকে খুঁজে পেয়ে ছিল। আমি কখনও বিশ্বাস করি না, কপিলের মত ক্রিকেটারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। যদিও কপিল তার সাফল্যে আপনার অবদানকেই স্মরণ করেন। এটা তার মহত্ব। কপিলদেব নিখাঞ্জ, আমি বিশ্বাস করি, একজন তৈরি ক্রিকেটার। তাকে কেউ তৈরি করেনি।

কপিল হল বন্য ঘোড়া, যাকে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কখনও শেকলে বাধা যায় না। সে নিজের ইচ্ছামত দৌড়ায়। কপিল দৌড়লেই, ভারতও দৌড়য় সাফল্যের পথে।

একদিন না একদিন কপিলকেও থামতে হবে। সে হবে চরম দুঃখের দিন। সে থেমে গেলে ------ ওহ্ না! ভাবা যাচ্ছে না। তার চেয়ে কপিল ছুটুক, আরও ছুটুক, ছুটেই চলুক।



'কপিল হল বন্য ঘোড়া, যাকে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কখনও শেকলে বাধা যায় না। সে নিজের ইচ্ছামত দৌড়ায়। কপিল দৌড়লেই, ভারতও দৌড়য় সাফল্যের পথে।

....একদিন না একদিন কপিলকেও থামতে হবে। সে হবে চরম দুঃখের দিন।....তার চেয়ে কপিল ছুটুক, আরও ছুটুক, ছুটেই চলুক।'




ভারতীয় স্পিনার ও উইকেটকে আমরা মাত্রাতিরিক্তি গুরুত্ব দিয়েছিলাম : দলীপ মেন্ডিস

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অনেক দিনের। সরকারি ভাবে টেস্ট খেলতে শুরু করার অনেক আগে বিস্তর বেসরকারি টেস্ট এবং মদ্রাজে গোপালন ট্রফির আসরে শ্রীলঙ্কার কৃতি ক্রিকেটারদের আমরা দেখেছি। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বর্ষীয়ান তাঁদের হয়ত স্ট্যানলি জয়সিংহে, মাইকেল তিসেরা বা অনুরা টেনিকুনের ব্যাটিং-এর কথা মনে আছে। ১৯৮৩ সালে মদ্রাজের একটি মাত্র টেস্টে আধুনিক শ্রীলঙ্কা দলের দুই ব্যাটিং স্তম্ভ দলীপ মেন্ডিস এবং রয় ডায়াসের ব্যাটিং সাধারণ ও অ-সাধারণ দর্শক উভয়কেই মুগ্ধ করেছিল। মেন্ডিসের সাফল্য একটু আলাদা করে মনে রাখতেই হয়েছে, কারণ মেন্ডিস, দৃঢ়চেতা বলিষ্ট চেহারার মেন্ডিস অভিজ্ঞ ভারতীয় বোলিংকে ম্লান করে উভয়

> 'দুই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পার্থক্য এই যে যখন ভারতের ব্যাটসম্যানদের হাত জমে যায় তখন তারা অনেক বড় রানের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ফেলে এবং বড় রানে পৌঁছেও যায়, অন্যদিকে আমাদের মনঃসংযোগ নষ্ট হয় এবং আমরা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাই।'

ছবি : এস এস কাঞ্জিলাল

ইনিংসেই ১০৫ রান করেছিলেন। মেন্ডিস এখন শ্রীলঙ্কা দলের অধিনায়ক, তাঁর নেতৃত্বেই স্বদেশে শ্রীলঙ্কা দল ভারতের বিরুদ্ধে ১-0 ম্যাচে সিরিজ জিতেছিল। কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বর্ণবিদ্বেষী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই টেস্ট খেলার অধিকার হারিয়েছেন, কেউ কেউ অবসরও নিয়েছেন। কিছু নতুন ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় দলে এসেছেন – এমন একটি দল নিয়ে মেন্ডিস সফরে এসেছেন। গত কয়েক বছরে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে স্যার গ্যারি সোবার্সের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করা যায়।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার চলতি সিরিজে কটকে তৃতীয় টেস্ট শুরু হওয়ার আগের দিন বারবাটি স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট এবং চলতি সিরিজ নিয়ে দলীপ মেন্ডিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন খেলার প্রতিনিধি অলক চট্টোপাধ্যায়।

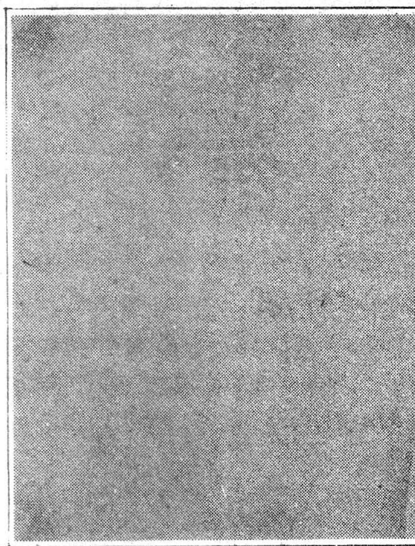
● ভারত সফর সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? আপনার দল কেমন ক্রিকেট খেলছে বলে আপনি মনে করেন?

●● সফরের মাঝামাঝি সময়ে রয়েছি, আমার মনে হয় আমাদের দলের সকলেই এই সফর উপভোগ করছে। আমার মনে হয় ছেলেরা এখানে তুলনামূলকভাবে ভাল ক্রিকেট খেলবে, বিশেষ করে ব্যাটসম্যানরা।

● কানপুরে একদিনের ক্রিকেটে জয় এবং নাগপুরে দ্বিতীয় টেস্টে পরাজয় সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

●● আমি মনে করি কানপুরের একদিনের আন্তর্জাতিক-এ আমাদের ফিল্ডিং ছিল ফ্যান্টাস্টিক, বোলাররাও জানত তাদের ঠিক কী করতে হবে, বলতে পারেন এই দুয়ের যোগাযোগ হিসাবে কানপুরে আমরা ঐরকম দারুণ জয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়েছিল এবং আমার স্বীকার করতে একটুও আপত্তি নেই যে আমরা ভারতীয় স্পিনারদের একটু মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে ফেলেছিলাম। উইকেটকেও আমরা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছি।





'কোন পরিকল্পনাই কাজে লাগবে না যতক্ষণ আমরা ভাল স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলার অভ্যাস না করতে পারছি। কলম্বোতে স্পিনারদের জন্য একটা প্রশিক্ষণ শিবির চলছে, আশা করছি কয়েক-জনকে আমরা পেয়ে যাব। ভাল পেস বোলারদের জন্যেও আমাদের অনুসন্ধান চলছে।'

[redacted]

উইকেটে বল অবশ্যই স্পিন করছিল কিন্তু উইকেটের অবস্থা এত খারাপ কখনও ছিল না যে ঐ উইকেটে আমরা দুবার কম রানে আউট হব।

● আপনি কি মনে করেন না যে আপনার দলের অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই নিজেদের সংযমী ও পরিস্থিতি সচেতন হিসেবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন?

●●● হ্যাঁ, অবশ্যই, আমরা খুবই খারাপ ব্যাট করেছি। উইকেটে টিকে থাকার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাতে পারিনি।

● একই সঙ্গে কি আপনি ভারতীয় স্পিনারদের অভিনন্দন জানাবেন?

●● হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাব। আমি মনে করি মণিন্দার ও শিবলাল যাদব দুই ইনিংসেই চমৎকার বল করেছে। তারা তাদের দল ও দেশের জন্য চমৎকার কাজ করেছে।

● ভারতের ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে কি বলবেন?

●● দুই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পার্থক্য এই যে যখন ভারতের ব্যাটসম্যানদের হাত জমে যায় তখন তারা অনেক বড় রানের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ফেলে এবং বড় রানে পৌঁছেও যায়, অন্যদিকে আমাদের মনসংযোগ নষ্ট হয় এবং আমরা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাই।

● ভারতের ব্যাটসম্যানরা অবশ্যই পরিণত ও অভিজ্ঞ –

●● হ্যাঁ, তাদের প্রত্যেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, এর অর্থ এই নয় যে আমাদের ব্যাটসম্যানদের একেবারেই অভিজ্ঞতা নেই। তবে তফাত – যা একটু আগেই বললাম ভারতীয়রা কখনও তাদের উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় না।

● আপনার দলের ফিল্ডিং সম্পর্কে কিছু বলবেন?

●● আমি মনে করি আমাদের ফিল্ডিং ভাল হচ্ছে। আমাদের মিডিয়াম পেস বোলাররাও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমি আশা করি তারা এখানে অর্থাৎ কটকে ভাল কিছু করার চেষ্টা করবে।

● স্পিনারদের বিরুদ্ধে আপনার দলের ব্যাটসম্যানদের এলোমেলো ব্যাটিং-এর ব্যাপারটা মনে রেখেই প্রশ্ন করছি – আপনি কি মনে করেন যে দেশে অর্থাৎ শ্রীলঙ্কায় এখন উঁচুমানের স্পিনার না থাকার জন্যই শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানরা স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলার যোগ্য অনুশীলন করতে পারে না?

●● হ্যাঁ, এই ব্যাপারটায় আমাদের ঘাটতি আছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে কয়েকজন ভাল স্পিনার-কে খুঁজে বার করা যায়। মিডিয়াম পেস বোলারদেরও আমরা খুঁজছি। আমি আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা অজিত ডি'সিলভা, কালুপেরুমা এবং

ডি এস ডি'সিলভার মত ভাল স্পিনার আমরা পাব, এদের মত স্পিনার দরকার, তারা দীর্ঘদিন শ্রীলঙ্কা দলে খেলেছে, তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল যথেষ্ট। দু-একজন তরুণ স্পিনারের প্রতি আমরা নজর রাখছি, আশা করছি তারা ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কা দলে আসবে এবং সাফল্য পাবে।

● কটকের এই তৃতীয় টেস্টে আপনি আপনার দলে কোন পরিবর্তন আশা করছেন?

●● হ্যাঁ, কয়েকটি পরিবর্তন হতে পারে, তবে আমি এখনও এ ব্যাপারে ভেবে দেখিনি, সেজন্য চূড়ান্তভাবে এখনই কিছু বলা কঠিন। আমি আজ সকালেই প্রথম উইকেট দেখেছি, কাল সকালে ম্যাচের আগে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করব।

● বাঁহাতি স্পিনার অনুরাসিরি কি এখানে সুযোগ পাবেন?

কেউ কেউ বলছেন যে আপনাদের মিডল অর্ডার ব্যাটিং-এ গভীরতা ও নিশ্চয়তা আনার জন্য অভিজ্ঞ রঞ্জন মেদুগেলে দলের চূড়ান্ত একাদশে নির্বাচিত হচ্ছেন — কিছু বলবেন?

●● আমি আগের উত্তর দেবো, এ ব্যাপারে আমরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি, অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দলে থাকা অবশ্যই ভাল তবে দল নির্বাচনের ব্যাপারটা কালকের জন্য তুলে রেখেছি।

● শ্রীলঙ্কায় সাধারণত কোন ধরনের উইকেটে ক্রিকেট খেলা হয়?

●● আমরা সাধারণত সবুজ উইকেটে খেলে থাকি। যখন প্রয়োজন হয় তখন আমরা স্পিনারদের জন্য ব্রাউন ট্র্যাকও তৈরি করি। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের উইকেটের শতকরা আশিভাগই থাকে কিছুটা সবুজ যাতে মিডিয়াম পেস বোলাররা সাহায্য পান।

● বর্তমান সফরের দলটি কি শ্রীলঙ্কার জাতীয় প্রতিযোগিতার সাফল্য-ব্যর্থতার ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়েছে? সালিয় অহাঙ্গামার: কি খবর?

●● অবশ্যই, আহাঙ্গমা এ মরসুমে সুস্থ নেই।

● স্যার গ্যারি সোবার্স শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের জন্য কি করেছেন?

●● তিনি শ্রীলঙ্কা দলের জন্য অনেক কিছু করেছেন, বিশেষ করে ক্রিকেটের কৌশলগত ব্যাপারে আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ক্রিকেটারদের কাছে তিনি ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে বিস্তর কথাবার্তা বলেছেন। যখন খেলা চলেছে তখন তিনি ক্রিকেটের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। প্রতিদিনের খেলার পর তিনি সেইদিনের খেলা আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করতেন, তিনি



'খারাপ উইকেট, খারাপ আম্পায়ারিং এবং খারাপ ব্যাটিং-এর জন্য আমরা পরাজিত হলাম। এই উইকেট স্কুলবয় ক্রিকেটারদেরও উপযুক্ত নয়।'

ক্রিকেটের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছেন।

● স্যার গ্যারি কি সরসরি কোচ হিসাবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে সাহায্য করেছেন?

●● হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তিনি আমাদের সঙ্গেই ট্রেনিং করেছেন, ক্রিকেটার-দের ট্রেনিং দেওয়া ছাড়া তিনি ব্যাটসম্যান ও বোলারদের প্রচুর টিপস্ দিয়েছেন।

● শ্রীলঙ্কার জাতীয় কোচরা কি কোনভাবে স্যার গ্যারির কাছ থেকে কোন সাহায্য পেয়েছেন?

●● হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনি জাতীয় কোচদের নিয়ে দীর্ঘ সেমিনার করেছেন, জুনিয়র ক্রিকেটারদের ব্যাপারেও তিনি জড়িত ছিলেন।

● টেস্ট ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা নবাগত দল, টেস্ট ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

●● আমি আশাকরি আমাদের আরও বেশি সংখ্যক টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে দলের ক্রিকেটাররা দ্রুত পরিণত খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হতে পারে এবং এই টেস্ট ম্যাচগুলি স্বদেশে ও বিদেশে আয়োজন করা প্রয়োজন।

● আপনি মনে করেন যে আপনিও রয় ডায়াসের মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ খেলোয়াড় শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার পরও শ্রীলঙ্কা দল টেস্টে তার নিজের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে?

●● অবশ্যই পারবে। কারণ আমার ধারণা তরুণ খেলোয়াড়রা যতবেশি সুযোগ পাবে ততই তারা দ্রুত পরিণত হবে, খেলতে খেলতেই তো অভিজ্ঞতা বাড়ে।

● আপনার দলের অন্যতম প্রধান ব্যাটসম্যান রয় ডায়াস কি তাঁর ফর্ম হারিয়েছেন? আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা আগে তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং দেখেছি —

●● মনে হয় আপনারা রয়-এর সেরা ফর্ম দেখেছেন বলেই এমন মনে হচ্ছে। নাগপুরের ম্যাচটি তার খারাপ কেটেছে। সে এমন কিছু আউট ফর্ম নয়, খুব শীঘ্রই আপনারা তাকে আবার রানের মধ্যে দেখতে পাবেন।

● আপনার দলের তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে অপানি কাউকে বিশেষ সম্ভাবনাময় হিসাবে চিহ্নিত করতে চান?

●● আমার দলে অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড় আছে, বিশেষ কাউকে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, আমি তা করতেও চাই না। আমি মনে করি না সকলেই এই সফরে খেলার সুযোগ পাবে না। তবে আমি আশা রাখছি ভবিষ্যতের সফরে তারা অবশ্য তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

● আপনার দলের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান গুরুসিংহে সম্পর্কে ইমরান, কপিল ও ভিভ রিচার্ডস-এর মত খেলোয়াড় খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন — আপনি কিছু বলবেন?

●● গুরুসিংহে সবে তাঁর ক্রিকেট-জীবন শুরু করেছে। সে খুবই ভাল খেলোয়াড়, তার এখন অনেক সাহায্য ও অভিজ্ঞতা দরকার। ভবিষ্যতে সে হয়ত সত্যিই অসাধারণ খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হবে। এই মুহূর্তে আমি শুধু ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কোন সন্দেহ নেই যে সে প্রচন্ড সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। ওর মত আরও কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় রয়েছে।

● আপনি সেইসব সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের নাম করবেন?

●● বেশকয়েকজন রয়েছে। অরবিন্দ ডি'সিলভা, জুরানপাতি, মহানামা ইত্যাদি। এরা সকলেই তরুণ খেলোয়াড়। কেউ কেউ হয়ত গুরুসিংহের চেয়ে কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ বেশি খেলেছে।

● গুরুসিংহের ব্যাটিং-এর শক্তিশালী দিক কি?

●● পেস বোলিং-এ সে খুবই ভাল খেলোয়াড়। যদিও সে স্পিনের বিরুদ্ধেও ভালই খেলে কিন্তু তবু আমার মনে হয় তুলনামূলক ভাবে পেস বোলিং-কে আরও বেশি ভাল খেলে। ইমরানের বিরুদ্ধে ওর দুটো টেস্ট সেঞ্চুরি আছে, সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধেও ও সেঞ্চুরি করেছিল, বস্তুতপক্ষে জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার আগে ও প্রত্যেকটি সফরকারী দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছে। ও এবং রোশান মহানামা আমাদের দলের সেরা ফিল্ডারদের মধ্যে দুজন।

● স্পিন বোলিং-এর ব্যাপারে আপনাদের কোন পরিকল্পনা আছে?

●● কোন পরিকল্পনাই কাজে লাগবে না যতক্ষণ আমরা ভাল স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলার অভ্যাস না করতে পারছি। কলম্বোতে স্পিনারদের জন্য একটা প্রশিক্ষণ শিবির চলছে, আশাকরছি কয়েকজনকে আমরা পেয়ে যাব। ভাল পেস বোলারদের জন্যেও আমাদের অনুসন্ধান চলছে।

● মণিন্দার আপনাদের বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন — তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন?

●● মণিন্দার ভাল বল করছে, তবে এটা তো সবে শুরু। আমি যতদূর শুনেছি কানপুরেই সে প্রথম এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পেল। এখনও তাকে অনেকদূর যেতে হবে, তবে এই মুহূর্তে ও চমৎকার বল করছে।

[কটক টেস্টেও শ্রীলঙ্কা ইনিংসে পরাজিত হয়. অসমান বাউন্সের উইকেটে টসে হেরে যাওয়া শ্রীলঙ্কা দল চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের কিছুক্ষণ পরেই শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ায় ভারত ২-০ ম্যাচের ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় রঞ্জন মেদুগেলের নাম বিবেচিত হয়নি, অনুরাসিরি দলে এসেছিলেন। পরাজয়ে বিষণ্ণ ও হতাশ মেন্ডিস ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দলের ব্যর্থতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উত্তর যা দিয়েছিলেন তা সংযোজিত হল]

●● খারাপ উইকেট, খারাপ আম্পায়ারিং এবং খারাপ ব্যাটিং-এর জন্য আমরা পরাজিত হলাম। এই উইকেট স্কুল বয় ক্রিকেটারদেরও উপযুক্ত নয়।

‘প্রত্যেকেরই উচিত, গাভাসকার যা করে, তাই করা’

গোপাল বসু

আমিও কখনও এমন কোন কারণ খুঁজে পাইনি, যাতে সুনীল গাভাসকার আমার কাছে কোন সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত আমি বোলার নই, কখনও ছিলামও না, অন্তত সেই মানের, যে গাভাসকারের উইকেট পাবে বলে কেউ ভাবতে পারে। দিনের অধিকাংশ সময় গাভাসকাকে বল করে নিয়মিত বোলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আমি আসতাম তাদের সামান্য বিশ্রাম দিতে। আমার ভূমিকা থাকত রুদ্ধশ্বাস ছবির সেই কমেডিয়ানের মত, যে অল্প সময়ের জন্য আসে দর্শক ও শ্রোতাদের মনজয় করতে।

দ্বিতীয়ত; প্রায় সবার মতই আমি ছিলাম গাভাসকারের ব্যাটিং-এর গুণমুগ্ধ ভক্ত। সমালোচক নই যে, বারবার দারুণ পারফরমেন্স করে সে আমাকে অস্বস্তি এবং অপমানের মধ্যে ফেলে কথা গিলতে বাধ্য করবে।

তৃতীয়ত, আমি পরিসংখ্যানবিদও নই। সুনীলের রেকর্ড ভাঙা-গড়ার হিসাব আমাকে কখনও রাখতে হয়নি। এই হিসাবটা রাখা কোন একজনের কাজ নয়। কম্পুটারে সাজানো একটা সেক্রেটারিয়েট দরকার, এজন্য।

কিন্তু, নীল, মেঘহীন আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর মত আমার কাছেও অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যাটা এল। আমাকে গাভাসকারের ওপর লিখতে হবে। জানি না, লেখাটা শেষ করতে পারব কিনা। গাভাসকার সম্পর্কে অজস্র শব্দ বলা এবং লেখা হয়েছে। এবং এখনও তা থামার কোন লক্ষ্মণ নেই। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আরও দুশো বছর চলবে। এই রানযন্ত্রটি সম্পর্কে যে আর একটি শব্দও লেখার ক্ষমতা আমার নেই, তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু মাথামোটা সম্পাদকমশাইকে কে বোঝাবে যে, গাভাসকারের ব্যাট থেকে রান ঝরে পড়ার মত, আমার কলম থেকে যখন-তখন শব্দ ঝরে পড়ে না।

জমিদারি প্রথা তাহলে এখনও শেষ হয়নি ! আমি ভূমিহীন, গৃহহীন, অর্থহীন, পোশাকহীন দরিদ্র, তবু জমিদারকে কর দিতে হবে। এই নির্দয় জমিদারটি কে, নিশ্চয়ই লিখে বোঝাতে হবে না। আমার মেরুদন্ড আছে ঠিকই, কিন্তু চাকরি হারাতে কে চায় ?

সম্পাদকমশাইকে বললাম, ‘গাভাসকার এবং তার বক্তব্যকে কেন এত গুরুত্ব দেন ? তার অর্ধেক কথারই তো কোন মানে নেই।’ তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, ‘গাভাসকারের কোন কথা ভুল হতে পারে না।’ অতঃপর আমি : ‘তাই যদি হয়, তাহলে কি সত্যিই বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান রিচার্ডসের এবং চার নম্বরে ছিল বিশ্বনাথ ? স্যার গ্যারি কি তাহলে বোকা, যিনি সুনীল গাভাসকারকেই শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন ? ভুলে গেছেন স্যার লেন হাটন বলেছিলেন, গাভাসকারই তাঁর সময়ে সেরা ব্যাটসম্যান, যার তুলনা চলে শুধু ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে ? স্যার ডন কি তাকে ক্রিকেটের অলঙ্কার আখ্যা দিয়ে বলেন নি, তার সঙ্গে খেলতে পারলে খুশি হতেন ?’ সম্পাদকমশাই-এর ক্রোধকে অগ্রাহ্য করেই মনে সাহস এনে বলে ফেললাম : ‘এঁরা সবাই ‘স্যার’। ক্রিকেটই তাঁদের এই সম্মান দিয়েছে। এঁরা কিছুটা ক্রিকেট জানেন, অন্তত আপনার গাভাসকারের চেয়ে -----।’

সম্পাদকমশাই, তাঁর প্রিয় সানির প্রশংসা শুনে একটু ঠান্ডা হয়েছিলেন বোধহয়। সেইভাবেই বললেন, ‘এইসব খেলোয়াড়ের (গ্রেট শব্দটি তিনি উচ্চারণ করলেন না,কারণ তা শুধু সুনীলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার জন্য তিনি জমিয়ে রাখেন) বক্তব্যের সঙ্গেএকেবারে দ্বিমত পোষণ করছি না (তাঁকে মত পোষণের অধিকার কে দিল, কে জানে !), কিন্তু একটা ব্যাপারে করছি। সুনীল ক্রিকেটটা এঁদের সবার চেয়ে বেশিই জানেন (এই ভদ্রলোক এইসব বিরাট ক্রিকেটারদের নাম কখনও শুনেছেন বলে মনে হয় না)।

আমি বললাম, ‘দেখুন, সুনীল আজহারউদ্দিনের কী সর্বনাশ ঘটিয়েছে ? ‘আজহার একদিন আমার সব রেকর্ড ভেঙে দেবে’ – এটা কে তাকে বলতে বলেছিল ? বেচারা তার দুর্বল কাঁধে এতটা চাপ সামলাতে পারেনি।’ সম্পাদকমাশাই মৃদু হাস্যে আমাকে উপেক্ষা করে বললেন, ‘আজহার একদিন সত্যিই সুনীলের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে। ভাববেন না সে গ্রেট, তাই। সুনীল বলেছে, তাই ভাঙবে। সেটাও কিন্তু রেকর্ড হবে, কারণ এমন ভবিষ্যদ্বানী সুনীল ছাড়া কেউই করতে পারে নি। ‘আজহার সুনীলের সব রেকর্ড ভাঙলেই, সুনীলের আর একটা রেকর্ড হবে। সুতরাং সে কখনই দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাচ্ছে না। আমি বলি কী, মশাই সুনীলের অসাধারণত্ব মাপার মত বোকামী নাই বা করলেম।’ ‘হায় ঈশ্বর!’ কি অদ্ভূত যুক্তি! পাহাড়কে যদি বা টলানো যায়, এই ভদ্রলোককে নয়। তবু হার মানতে চাইলাম না। বললাম, ‘মনে পড়ে, লালচাঁদ রাজপুতের টেকনিক নিয়ে সুনীল অনেক বড় বড় কথা বলেছিল ?, বলেছিল, তার টেকনিক মহিন্দার আর ‘ভিশির’ সঙ্গে তুলনীয় ? তাহলে পেস বোলিং যারা ভাল খেলতে পারে – এই তালিকায় নামটা রাখল না কেন ?

সম্পাদক এবার তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন, আমাকে একটু একটু করে মাপলেন, তারপর বললেন, ‘সুনীলের চেয়ে ভাল পেস বোলিং-কে আর কেউই খেলে না কিন্তু রাজপুতকে টেস্ট দলে না রাখাটা নির্বাচকদের মহামুর্খতা, অপরাধও বটে। রাজপুত পেস-এর বিরুদ্ধে দারুণ ব্যাটসম্যান। সে ভাল খেলে তা নয়। গাভাসকার বলেছে বলে। সুনীল আর সে জুটি হলে, স্যার জ্যাক হব্‌স আর হারবার্ট সার্টক্লিফও ম্লান হয়ে যেতেন।’

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল, পড়ে যাব। অনেক খুঁজে পেতে তবু শেষ তীরটা ছাড়লাম’ ‘সুনীল বলে, সে ভাল ফিল্ডার নয়। তাহলে কী করে টেস্টে একশোর বেশি ক্যাচ নিল ? আমাদের হেডলি নেই, লিলি-টমসন-ইমরান– রবার্টসও নেই। তাহলে ?’

তীরটা ছুড়েই ভাবছিলাম, যুদ্ধের এই রাউন্ডটা আমিই জিতেছি। কিন্তু হায়। গম্ভীর কন্ঠস্বর শোনা গেল ‘দেখুন, সুনীল কখনও রেকর্ডের জন্য খেলে না। কিন্তু রেকর্ডের জন্যই ক্যাচগুলোও তাকে তাড়া করে। একদিকে যেতে যেতে পথ বদলে তার হাতে চলে আসে। লয়েডের ক্যাচটা মনে পড়ে ?’ তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন ভেবে আমি বললাম, ‘ঠিকই তো, ঐ ক্যাচটাই তো প্রমাণ করে তার অসাধারণত্ব।’ সম্পাদক দৃষ্টিতে আগুন হেনে গর্জন করলেন ‘আপনি তো মহামুর্খ দেখছি। সুনীল যদি বলে, সে ভাল ফিল্ডার নয়, তাহলে নয়। এর আগে-পরে কোন কথা নেই। আবার বলছি, কান পরিষ্কার করে শুনে নিন, সে ভুল বলতে পারে না।’

না, আর পারা গেল না। সামনে আত্মসমর্পন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। মাটির দিকে তাকালাম। একটি পত্রিকার সম্পাদকমশাই বলে কথা, কিন্তু কালো বা বাদামী-চামড়ায় জুতো নয়, তিনি পরেছেন সাদা পি টি শু যা আমরা স্কুলজীবনে ব্যবহার করতাম। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘এই জুতোটা ----- ঐ সম্পাদক নড়েচড়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘গাভাসকার কী ব্যবহার করে ? ‘চেরি ব্লসম’। এই সাদা কালি কি কালো বা বাদামী জুতোয় দেওয়া যায় ? গাভাসকারের সঙ্গে শুধু একমতই হওয়া নয়, প্রত্যেকেরই উচিত, সে যা করে, তাই করা।’

আমি বললাম, ‘যে শ্যুটটা আপনি পড়ে আছেন, সেটা নিশ্চয়ই দীনেশ ফেব্রিকদের।’ তিনি এমন ভান করলেন যেন, এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা আমি জিজ্ঞাসাই বা করছি কেন ? কী আর করব, ওপরের দিকে তাকালাম। তার মাথা পুরো কালো ? দুবার চোখ কচলে নিলাম, না ভুল তো দেখছি না। এ কী করে সম্ভব ? তাঁর মাথা তো ডিমের মত ন্যাড়া ছিল ? আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, ‘ঐ টাকে .....!’ থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘সুনীলের মত আমিও গোদরেজ হেয়ার ডাই ব্যবহার করি।’ আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম ‘টাক মাথায় ?’ সম্পাদকমশাই মৃদু হেসে বললেন, ‘অবাক হচ্ছেন কেন। চুল থাক বা না থাক, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, এটা সুনীল গাভাসকার ব্যবহার করে, তাই আমিও -----।’

অত:পর আমাকে ছুটতে হল। কোথায়, জানি না। এই লোকটিকে কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয় যে, আমি গাভাসকার সম্পর্কে লিখতে পারব না। লিখলেই বা কে বিশ্বাস করে ? লিখিওনি তাই।

পুনশ্চ : এখন বুঝতে পারছেন তো, এই পত্রিকায় সম্পাদকমশাই কেন তাঁর নিজের ছবি ছাপান না ? এই পোশাকে কেউ ছবি ছাপাতে পারে ?



জানেন, নির্বাচকরাই এখন গাভাসকারকে ভয় পাচ্ছেন

দেবাশিস দত্ত

রবি রত্নায়েক শেষ মুহূর্তে কপিলের বলটি খেলার সিদ্ধান্ত নেন। তাই, ব্যাক ফুটে গিয়ে রবি আলতোভাবে কাট করেন। নিখুঁত সময়জ্ঞান। তাই, উইকেটকীপার কিরণ মোরে এবং প্রথম স্পিনে দাঁড়ানো গাভাসকারের মাঝখান দিয়ে বল তীব্রগতিতে থার্ডম্যান বাউন্ডারির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। পিছনে ছুটছিলেন সুনীল গাভাসকার। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির ছোট শরীরটা যখন বাউন্ডারির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কানপুরের গ্রীন পার্কের দর্শকরা ধরেই নিয়েছিলেন গাভাসকার ধরতে পারবেন না। এরকম ভাবতে ভাবতেই তাঁরা দেখলেন, হঠাৎই গতি বাড়িয়ে গাভাসকার ঠিক বাউন্ডারি লাইনের আগে বল ধরে উইকেটকীপার কিরণ মোরের হাতে পাঠাতেই গোটা গ্রীন পার্ক দাঁড়িয়ে উঠে গাভাসকারকে অভিনন্দন জানাল। সেদিনই ম্যাচের শেষে এম, এল জয়সীমা বলেছিলেন, "যারা শুধু গাভাসকার গাভাসকার করে তারা নিশ্চয়ই এদিন খুশি হবেন। ভাবতে পারছ, সাঁইতিরিশ বছর বয়সে সুনীল কতটা ফিট আছে। যে মুহূর্তে ও উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে ওর স্পিড বাড়ানো দরকার, ও সঙ্গে সঙ্গে তা করেছিল। আমি ওর আইডল বলে ওর প্রশংসা করছি তা নয়। ভারতে ওর যতটা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, তা কি ও পেয়েছে? কে ভেবেছিল ভারতের একজন ক্রিকেটার দশ হাজার রান করবে? বিশ-তিরিশ বছর পর, কিশোর ক্রিকেটাররা শুধু এটা ভেবেই আক্ষেপ প্রকাশ করবে যে তারা সুনীল গাভাসকারের ব্যাটিং দেখতে পায়নি। যতদিন সুনীলের খেলার ইচ্ছে থাকবে, ততদিন ওকে খেলতে দেওয়া উচিত।"

জয়সীমা যাই বলুন না কেন, ভারতের পাঁচ নির্বাচক এবং টীমের অধিকাংশ ক্রিকেটারই চান না গাভাসকার আর ক্রিকেট খেলুক। শুনতে খারাপ লাগলে কী হবে, এটাই ঘটনা। বাস্তবকে অস্বীকার করব কী করে?

ভারত-অধিনায়ক চান নি সুনীল গাভাসকার মিডল অর্ডারে ব্যাট করুক। চাননি নির্বাচকরাও। তাই, সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় গাভাসকারকে পাঠানো হয়েছিল শুধু একটা কারণেই যে ছত্রিশ বছর বয়সে আর তার পক্ষে ম্যাকডারমট, ডেভিস, রিডের বিরুদ্ধে ব্যাট করা সম্ভব নয়। ওঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সুনীলের টেস্ট জীবন অস্ট্রেলিয়ায় শেষ হয়ে যাবে। গাভাসকার এক চিঠিতে নির্বাচক সমিতির তৎকালীন চেয়ারম্যান চান্দু বোরদেকে জানিয়েছিলেন যে এই বয়সে তিনি আর ওপেন করতে চান না। অনেকদিন তিনি দলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে ওপেন করেছেন। এবার মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে এসে তিনি দলকে নির্ভরতা দেওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেটকে একটু রিল্যাক্সড মুডে উপভোগ করতে চান।

গাভাসকার যেটা চাইবেন (তাও কিনা কিছু সুযোগ-সুবিধা) সেটা কি কপিল অ্যান্ড কোম্পানি তাঁকে দিতে রাজি হবেন? ইতিহাস বলছে, তা সম্ভব নয়। ব্যস, নির্বাচকরাও কপিলের সুরে গলা মেলালেন, অতএব, সুনীল গাভাসকারকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওপেন করতে হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কাজ করার সময় অনেকেই প্রত্যাশিত সাফল্য পান না। গাভাসকারের ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক উল্টো ঘটনা। সব চক্রান্ত, সব পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছিল, তিনটি টেস্টের সিরিজে গাভাসকারের ব্যাট থেকে পাওয়া গিয়েছিল দুটি শতরান। এ ব্যাপারে রবি শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, 'গত ছ-সাত বছর সুনীলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি। এর মধ্যে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে গাভাসকারের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়ার অর্থই হল পরাজয় স্বীকার করা। মানে পরাজয় স্বীকার করছি – এই মানসিকতা নিয়েই ওর সঙ্গে লড়াই করা উচিত। মাঠের মধ্যে, কী মাঠের বাইরে, সুনীল গাভাসকারের মত বুদ্ধি অন্য কারোর মধ্যে দেখিনি।"

তা এহেন গাভাসকারকে কোনঠাসা করার জন্য কপিলের আর একটি ফন্দির কথা জানান যাক। কপিল চেয়েছিলেন, টেস্টে গাভাসকার ওপেন করুক। আর এক দিনের ম্যাচে ব্যাট করুক মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসাবে। উদ্দেশ্য এক দিনের ম্যাচ থেকে গাভাসকারকে বাদ দেওয়া। কীভাবে? সেই মুহূর্তে ভারতীয় বোলাররা চমৎকার নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছিল, ফিল্ডিং-এর মানও ছিল অসাধারণ। ফলে বিপক্ষের মোট রান খুব বেশি হচ্ছিল না, ভারতের প্রথম চার-পাঁচজন ব্যাটসম্যান সহজেই প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলছিলেন। এক দিনের ম্যাচেও ইনিংস গড়ার কারিগরের ভূমিকায় গাভাসকার যথারীতি সফল, ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই কপিলের ভাল লাগার কথা নয়। লাগেওনি৷ তাই, তিনি চেয়েছিলেন গাভাসকার একদিনের ম্যাচে মিডল অর্ডারে ব্যাট করুক, ফলে, নির্বাচকেদের বোঝাতে সুবিধা হবে যে গাভাসকারকে এক দিনের ম্যাচে প্রয়োজনই নেই। কারণ, প্রথম চার পাঁচজন ব্যাটসম্যানই প্রয়োজনীয় রান তুলে দিচ্ছে। ফন্দি বুঝতে বুদ্ধিমান গাভাসকারের অসুবিধা হয়নি। তিনিও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্বাচকদের জানিয়ে দেন যে ওপেন যদি তাঁকে করতেই হয়,

তাহলে তিনি তা টেস্ট এবং এক দিনের ম্যাচে করবেন। সুতরাং, আবার কপিলদেবের পরাজয়।

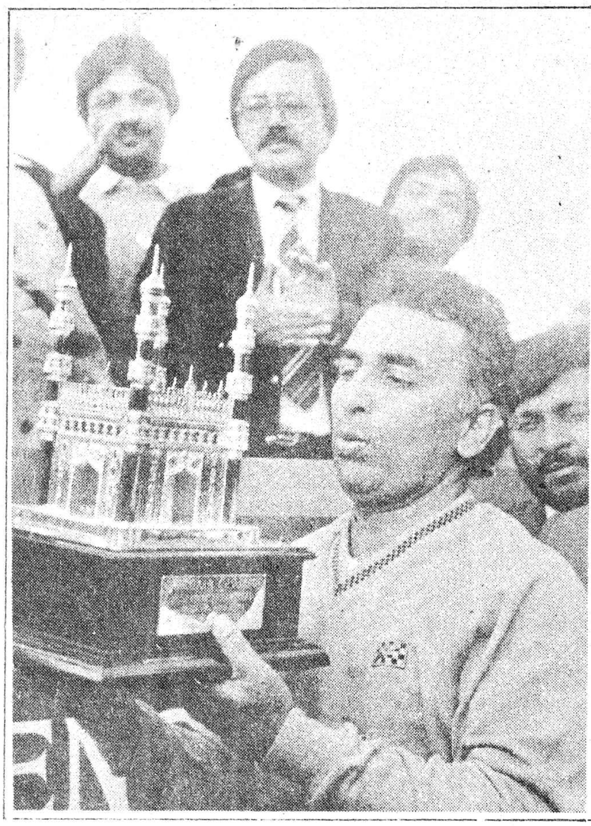
কিন্তু এই পরাজয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েননি কপিলদেব অ্যান্ড কোম্পানির সদস্যরা। হঠাৎই তাদের মর্জি হয়েছিল নতুন ওপেনার খোঁজার। গত সতের বছর যাবৎ ভূ-ভারতে তল্লাসি চালিয়ে জনা পঞ্চাশেক নির্বাচক এবং বোর্ড কর্মকর্তারা গাভাসকারের বিকল্প ওপেনার খুঁজে পাননি। হঠাৎ, ছিয়াশিতে সচিব রণবীর সিং এবং অধিনায়ক কপিলদেবের ইচ্ছা হয় নতুন ওপেনার খুঁজে বার করার। তাই, বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া ভারতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বোর্ড সচিব সুকৌশলে নির্বাচকদের জানিয়ে দেন যে বোর্ড চাইছে গাভাসকারের পরিবর্ত ওপেনার খোঁজার চেষ্টা অবিলম্বে শুরু করা উচিত। ব্যস, নিজেদের চাকরি বাঁচানোরজন্য পাঁচ নির্বাচকই জো-হুজুরের ভঙ্গিমায় জয়পুর এবং শ্রীনগরের এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে গাভাসকারকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গাভাসকারকে বাদ দেওয়ায় ওরা যখন বেজায় খুশি, ঠিক তখনই গোটা দেশ জুড়ে ধিক্কারের ঝড় বয়ে যায়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা – সর্বত্র এক দাবি গাভাসকারকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তৎপর হলেন বোর্ড সভাপতি শ্রীরমণ। সব নির্বাচক এবং অধিনায়ক কপিলদেবকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মাদ্রাজে। বাধ্য করেছিলেন নির্বাচকদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গিলে নিতে। গাভাসকারের বর্ণময় ক্রিকেট জীবনে যাঁরা কালি ছেটানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাই দেখলেন প্রবল হর্ষধ্বনির মাঝে গাভাসকার টীমে ফিরে আসেন।

এবার নেপথ্য কাহিনী শোনান যাক। বোর্ড সভাপতি শ্রীরমণ পরিষ্কারভাবে নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে গাভাসকারের পরিবর্ত ওপেনার খোঁজার নির্দেশ বোর্ডের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি। রনবীর সিং এবং কপিলদেব হাতেনাতে ধরা পড়ে যান।

ব্যস, এরপর নির্বাচকদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা, সকলেই আলাদাভাবে গাভাসকারের কাছে গিয়ে বলে আসেন, 'সানি, আমি কিন্তু তোমাকে বাদ দিতে চাইনি।''

এই ঘটনার পর একজন নির্বাচক আমাকে বলেছিলেন, ''ইচ্ছে করলে গাভাসকার এখন আরও দশ বছর ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে পারে। আর কোন নির্বাচকই ওকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে পারবে না। কারণ, শ্রীরমণ শুধু আমাদের নয়, কপিলকেও জানিয়ে দিয়েছে গাভাসকার যত দিন চাইবে খেলে যাবে।''

রানের সাগরে ডুবে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচকরা গাভাসকারকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন কেন? গত চার বছরে বিভিন্ন নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলে যা মনে হয়েছে তা হল গাভাসকারের এই সাফল্য অনেকেরই পছন্দ নয়। আর গাভাসকার শুধু তার ফর্মে (নাকি ওঁর ব্যাটে) বিশ্বাসী। নির্বাচকদের বিশেষ পাত্তাটাত্তা দেওয়ার প্রয়োজনও সানি গাভাসকার বোধ করেন না। পাঁচ নির্বাচক টেস্ট ক্রিকেটে মোট যা রান করেছেন বা মোট যা টেস্ট খেলেছেন তার চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশি রান এবং টেস্ট ম্যাচ গাভাসকারের নামের পাশে লেখা আছে। এবার আপনারাই বলুন, অকারণে নির্বাচক বা বোর্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গে খেজুড়ে আলাপ করার কোন প্রয়োজন গাভাসকারের আছে কি? সম্প্রতি হাওয়া বদলেছে, বোর্ড সভাপতির হুকুম জারি হওয়ার পর নির্বাচকরা এখন গাভাসকারকেই ভয় পেতে শুরু করেছেন।


গৌহাটিতে ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার হাতে সুনীল   ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়


নাগপুরে আক্রমণাত্মক সুনীল। ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু ক্রিকেটাররা? একথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেন যে ভারতীয় টীমের ফাদার-ফীগার সুনীল গাভাসকার। কিন্তু, তাঁর জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা, যশ, অর্থ – এ ব্যাপারগুলো কেন তাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে – একথার জবাব খুঁজে না পেয়ে অনেকেই হতাশ। গত সতের-আঠার বছর নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কে সেলাম না জানিয়ে হঠাৎই টীমের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার গাভাসকার-বিরোধী হয়ে উঠেছেন। ওঁরাও জানেন, অধিনায়ক কপিলদেবও গাভাসকারকে পছন্দ করেন না। ওঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট জীবনে সমাপ্তি রেখাটেনে দেওয়ার জন্য অধিনায়ক কপিলদেব সহ অধিকাংশ ভারতীয় ক্রিকেটারই সচেষ্ট আছেন। ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রে স্থান করে দেওয়ার জন্য যে ক্রিকেটারটি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁর ক্রিকেটজীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য অনেকেই তৎপর। স্বয়ং গাভাসকার এ ব্যাপারে সবই জানেন। কিন্তু, মুখে কিছু না বলে তিনি জবাব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন শুধু নিজের ছোট ব্যাটটিকেই। ক্রমশই তিনি নিজেকে' গুটিয়ে নিচ্ছেন। মানে টীমমেটসদের কাছ থেকে। গাভাসকারের সান্নিধ্য বা গাভাসকারের উপদেশ পেতে চান – এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে খুব কম আছেন। যাঁরা সানির পরামর্শ বা উপদেশ চান, তাঁদের তা পাওয়ার জন্য সানি গাভাসকারের রুমে যেতে হবে। আগের মত, গাভাসকার আর সবার ঘরে ঘরে যেতে চান না। প্রায় বেশিরভাগ ক্রিকেটারের ঘরেই চলছে তাসের আসর। হ্যাঁ, জুয়া। নিজে উপস্থিত হয়ে অন্যদের অস্বস্তিতে ফেলতে চান না। নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধন, ক্রমশ, ভারতীয় টীমে শিথিল হয়ে আসছে। অনেক ক্রিকেটারই গভীর রাতে হোটেলে ফিরে আসছেন। সবাই জানেন, গাভাসকার এটা পছন্দ করেন না। তাই, ওঁরা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চান। এই মুহূর্তে, গাভাসকার, আগ বাড়িয়ে সেই দূরত্ব কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন না। কেন করবেন? আমার এ ব্যাপারে পুরো সমর্থন আছে। আপনার?

টেস্ট ডায়েরী

অলক চট্টোপাধ্যায়

নো কমেন্টস

শুধু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব রণবীর সিং কেন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে সমস্ত কর্মকর্তাদেরই এক ধরনের আপত্তি থাকে। তবুও প্রশ্ন ওঠে এবং প্রশ্ন করতে হয়। রণবীরকে ধীর ও স্থির প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়, প্রায় সদা হাস্যময় অবস্থাতেই অন্যের সংগে কথা বলেন। নাগপুরে খেলা শুরু ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আম্পায়ারদের বক্তব্য, বোর্ডের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন করার কথা, সাংবাদিকরাও তৈরি ছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকদের সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়ে প্রেস বক্সে এসেই রণবীর বললেন -- দয়া করে আপনারা কোন প্রশ্ন করবেন না, আপনাদের প্রশ্ন না করতেই আমি অনুরোধ করছি। দুদলের ম্যানেজারের সংগে আমার কথা হয়েছে আলোচনায় দুপক্ষই খুশি। প্রশ্ন করব না করব না করেও কয়েকজন সাংবাদিক সোডার বোতলের উচ্ছ্বাসের মত কয়েকটি প্রশ্ন করে ফেললেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বললেন -- 'নো কমেন্টস', প্রায় ডজন খানেক 'নো কমেন্টস' শোনার পর সাংবাদিকরাও ধৈর্য রেখে আর প্রশ্ন করলেন না।

সম্ভবত 'সর্বাধিক' শব্দের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য

সুনীল গাভাসকার ভদ্রলোক ক্রিকেট খেলতে শুরু করে এবং এখনও খেলা ছেড়ে না দিয়ে বহুজনের প্রচুর সুবিধা ও অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন। রান করছেন তো করেই যাচ্ছেন, সেঞ্চুরি করছেন তো করেই যাচ্ছেন। বিদেশে এবং এদেশে এমন বহু মহারথী আছেন যারা টেস্ট ক্রিকেটে একটি মাত্র সেঞ্চুরি করতে গিয়ে হৃদয়ংগম করেছেন ব্যাপারটা একটু কঠিনই। তো গাভাসকার মশাই যখন চৌত্রিশটি সেঞ্চুরি করেই ফেলেছেন তখন তার স্বীকৃতি দিতেই হয়। দেশে ও বিদেশে গাভাসকার তাঁর টেস্ট- কীর্তির জন্য পুরস্কার এবং অভিনন্দন পেয়েছেন। নাগপুরে দ্বিতীয় টেস্ট চলার সময় বিরতির দিন বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও সুনীল গাভাসকারকে সংবর্ধনা দিলেন। সুনীলের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে অভিনন্দন বাণীর সংগে তাঁরা একটি রৌপ্য নির্মিত ফলক উপহার দেন। ফলকটির বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির কথা উল্লেখ করা আছে। তবে মুশকিল ঘটে গেছে ঐ 'হাইয়েস্ট' শব্দটি নিয়েই শব্দটির প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বোধহয় শব্দটির বানান লেখা হয়েছে -- 'এইচ আই জি এইচ আই ই এস টি'। পুরস্কার প্রাপকও বানানটি দেখে প্রভূত আনন্দ পেয়েছেন।

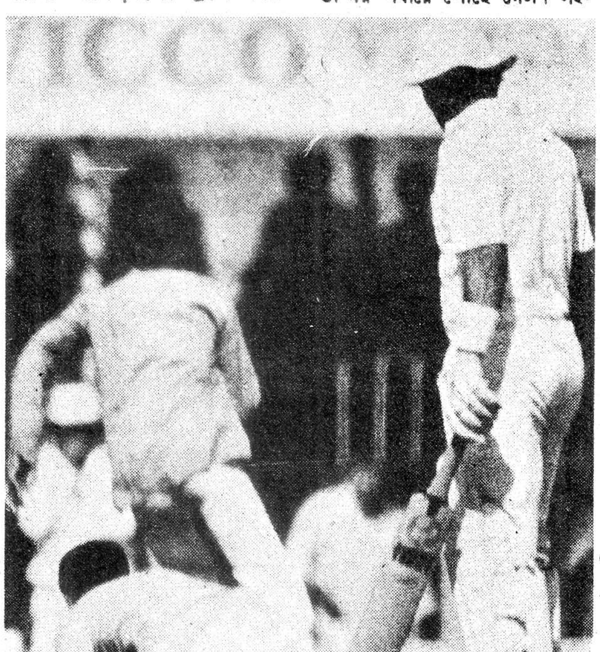


ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

চেতনের দাড়ি লেব্রয়ের খুব পছন্দ। দাড়ি টানাটানিতেও সমান মনযোগী গুরুসিংহে।

প্রতিবাদ এবং কাঠের গুঁড়ো

বৃষ্টির পর খেলা শুরু হওয়ার সময় আউট ফিল্ডের কোথাও কোথাও পা পিছলে যাচ্ছিল একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে পিচের সংলগ্ন অঞ্চল ঢাকা ছিল। কিন্তু সফরে শুধু আত্মরক্ষার নীতি আঁকড়ানো শ্রীলংকার ক্রিকেটাররা নিজেদের প্রতিবাদ ও অসন্তোষ জানানোর ভংগি, পদ্ধতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যে নাগপুরের একটা ছোটখাট নাটক দেখা গেল। অসাধারণ এবং শ্রুতি মধুর শব্দ প্রয়োগের জন্য প্রতি ওভার বোলিং শেষ হতে অনন্তকাল লেগে যাচ্ছিল। প্রতিটি বলের পরেই শ্রীলংকার খেলোয়াড়দের ঝুড়ি ঝুড়ি 'স ডাস্ট' চাই। এমন কি যেখানে পিচ ঢাকা ছিল সেখানেও। আম্পায়ারদের ক্ষুব্ধ দলীপ মেন্ডিসকে বোঝানোর চেষ্টায় দেখা গেল মেন্ডিস অবাধ্য ছেলের ভংগিতে হাত-পা ছুঁড়ছেন এবং কিছুক্ষণ পরে তা অশোভন ভংগির পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সহ-



এখন দর্শক সুনীল ! ছক্কা মারার পর অভিনন্দন জানাতে এসে দর্শকরা পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছেন।

ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গা মাঠের কোথাও বসার উপযুক্ত স্থান না পেয়ে সবেগে স্টাম্পের উপর বসে পড়লেন এবং সেই মহেন্দ্রক্ষণেই বোধহয় মেন্ডিসের মুখ থেকে কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারিত হয়ে থাকবে (ম্যাচের শেষে আম্পায়ার রিপোর্টার অপেক্ষমান রিপোর্টারদের তাই-ই বললেন)। আম্পায়ারদ্বয় মাঠ ত্যাগ করতে চাইলেন। পরে কিছুটা শুভবুদ্ধির উপস্থিতিতে খেলা আবার আরম্ভ হল কিন্তু 'কাঠের গুঁড়ো' দ্বিতীয় টেস্টের বাকি দিনগুলিতে নাগপুরের সর্বত্র যাবতীয় ক্রিকেটালোচনায় প্রধান ভূমিকা নিল, এবং একজন সাংবাদিক যখন বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক খুবই গম্ভীর ভংগিতে জিজ্ঞাসা করলেন -- "মাঠের জন্য যেহারে কাঠের গুঁড়ো সরবরাহ করলেন তাতে কাঠের গুঁড়োর অভাব হবে না তো?"। উদ্বিগ্ন সম্পাদক সাংবাদিক মশাই রসিকতা ধরতে না পেরে রীতিমত সিরিয়াস ভংগিতে উত্তর দিলেন -- "না, আমরা অনেক বস্তা মজুত করে রেখেছি।"

শুধু অস্ট্রেলিয়ায় এক মরসুম

ভারতের মারকুটে ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের ব্যাটিং মানেই তো বাউন্ডারি অথবা ওভার বাউন্ডারি হিটিং। কথাটা মিথ্যে তো বলছি না তবে প্রায় চেন স্মোকার শ্রীকান্তের স্পিকিং স্টাইল প্রায় তাঁর ব্যাটিং-এর মতই একান্তই নিজস্ব ও আকর্ষণীয়। নাগপুরে নেটে অনুশীলনের ফাঁকে শ্রীকান্ত প্রচন্ডগতিতে রান তোলার ভংগিতে কথা বলতে বলতে জানালেন স্লো উইকেটে তাঁর অন দি রাইজ খেলার অভ্যাসের ক্ষেত্রে রীতিমত প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। মনে মনে তাঁর ইচ্ছে একটা মরসুম যদি তিনি অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে পারতেন? হুক ও স্কোয়ার কাটের ফোয়ারা ছুটত প্রতিটি ম্যাচেই।

আংকল ও অটোগ্রাফ

নাগপুরের কিশোর ও কিশোরীদের জন্য ক্রিকেট-তারকাদের স্নেহ বা ভালবাসা কম আছে এমন অপবাদ দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। তাহলে নাগপুরে প্যাভেলিয়নের কাছে দাঁড়ানো অধিকাংশ কিশোর ও কিশোরী অটোগ্রাফ পায়নি কেন? কারণ তারা রবি শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত ইত্যাদিদের আঙ্কল বলে সম্বোধন করেছিল। গাভাসকার একটি শিশুকে অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় বললেন -- "ক্যায়সে হ্যায় ভাতিজা?" শাস্ত্রী বললেন আঙ্কল বলে ডাকছে কেন অটোগ্রাফ দেব না?

কলকাতায় এরাপল্লী প্রসন্ন : বললেন



‘নির্বাচকদের থেকে উপযুক্ত মর্যাদা পেলে দিলীপ আরও ভাল পারফরমেন্স দেখাতে পারত’

অরূপ বসু

৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। আজকালের ক্রীড়াবিভাগে তখন ব্যস্ততার ছবি ঘুরছে। বিস্ফোরণ নয়, হঠাৎ একটা ছোটখাট পটকা ফাটালেন বিকাশ সাধু, – ‘প্রসন্ন কলকাতায়।’

সেদিনই দুপুরে প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লীগে দক্ষিণ কলিকাতা বনাম উয়াড়ির ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন প্রসন্ন। পরে কথা বলে জেনেছি, এর কারণ দুটি; এক, প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লীগে কয়েকটি সাধারণ ম্যাচ দেখার তার ইচ্ছে ছিল। উদ্দেশ্য এখানকার ক্রীড়ামান বোঝার। আর দ্বিতীয় কারণ, অনেকদিন পর বন্ধু গোপাল বসুকে ব্যাট কিংবা বল হাতে দেখা।

তা এরকম একটা জায়গায় প্রসন্নকে একরকম আবিষ্কারই করে বসেন ফটোগ্রাফার বিকাশ সাধু। আবিষ্কার ছাড়া আর কি? ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যিনি নিজেই নিজের তুলনা, যাঁকে দলে না দেখতে পেয়ে এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরি বলেছিলেন, ‘এদেশে ওঁর মত অফ স্পিনার বসে আছে! এখানে যদি উদ্বৃত্ত হয়, প্রসন্নকে আমাদের দিক না। সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিচ্ছি, সেই প্রসন্ন ২৩ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায়, সি সি এফ সি-তে ক্রিকেট খেলছেন, টালিগঞ্জে গল্ফ খেলছেন, কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আড্ডার আসরে উপস্থিত থাকছেন, তবু তাঁকে নিয়ে মুহূর্তের জন্য কলকাতা সরগরম হয়নি। এ আমার, তোমার, কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের লজ্জা।

বিকাশ পটকা ফাটাতেই, সেই সন্ধ্যাতেই টনক নড়ল। স্থায়ী লজ্জার হাত থেকে কলকাতার ক্রীড়া সমাজকে মুক্তি দিতে ইয়েজদি ছুটল। কলকাতায় সেদিন বেশ শীত –।

২৩।১।বি, ‘চেনামুখ’-এর (একটি নাট্যসংস্থা) অরিজিৎ গুহর ফ্ল্যাটে প্রথম হামলা। নেই প্রসন্ন, নেই অরিজিৎ গুহ। অরিজিৎ গুহর ভগ্নিপতী প্রসন্ন।

ইয়েজদির মুখ ঘুরল। দুপাশ দিয়ে শীত-সন্ধ্যার ঠান্ডা বাতাস ছুটছে। দক্ষিণ কলকাতার আড্ডার আসরে যখন পৌছলাম, ঠিক তার একটু আগে গোপাল বসু, প্রসন্ন, অরিজিৎ গুহ সেখান থেকে চলে গেছেন। তাহলে? সেখানকার আড্ডার আসরে আমার চেনামুখ দীপক ঘোষ বললেন, খুব দরকার? সাউথ ক্লাবে খোঁজ করে দেখতে পার।

অতঃপর ছোট ইয়েজদি। সেখানেও খবর খারাপ। সাউথ ক্লাবের ইউসুফ (সাহেবদের যত্ন-আত্তি করাই যার কাজ) সাফ জবাব দিলেন, ‘না, ওই সাহেবরা আসেন নি’।

ছবি : সমুদ্র দে

ইয়েজদি যত জোরেই ছুটুক না কেন, ঘড়ির কাঁটাও বেশ জোরে ছুটছে। খবরটা তো ধরাতে হবে। কিন্তু কোথায়? অতএব শেষ চেষ্টা 'কৃষ্ণ-বিহার' শীতল নির্জনতায় রবীন্দ্র সরোবরকে সামনে রেখে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণ-বিহার। নাইনথ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নম্বর-৩৩। যাক অবশেষে মুখোমুখি হওয়া গেল এরাপল্লী প্রসন্নর। একটা দুটো কথার পরই প্রসন্নর প্রশ্ন, আপনি কি ইন্টারভিউ করবেন? তাহলে বরং একটা দিন ধার্য হক।

কথামত পরদিন সন্ধ্যায় আবার তাঁর ফ্ল্যাটে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই প্রথম আক্রমণ এল তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে, 'আপনারা আমার জামাইকে ছোট করেছেন। আপনাদের কাগজে যা বেরিয়েছে, তাতে আমার জামাইয়ের সম্মানহানি ঘটেছে –

কিন্তু কোন কথায়? কোন শব্দে? যখন কলকাতার সব কাগজ নীরব থাকল আমরাই সরব হলাম, বলতে চান এই উদ্দেশ্যে?

উপযুক্ত উত্তর এল না। মধ্যস্থতায় এলেন প্রসন্ন জায়া সীমা। তাঁর বক্তব্য, আসলে ও তো বাংলা পড়তে জানে না। তাই কেউ হয়ত কিছু বলেছে।

সীমা প্রসন্নর সঙ্গে বাংলাতেই কথা হচ্ছিল। আর তা মন দিয়ে শুনছিলেন এরাপল্লী প্রসন্ন। ক্রমশ তাঁর অপ্রসন্ন মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। বুঝেছি, আপনি আমার ভক্ত। গত কয়েকদিন কলকাতা আমাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় আপনার খারাপ লেগেছে। আপনার প্রতিক্রিয়া আপনি লিখেছেন। তবে একই কথার দুরকম মানে হতে পারে তো? কেউ কেউ আমাকে বলেছিল, আমি নাকি প্রচার এবং জনপ্রিয়তার জন্য হ্যাংলামি করছি। এতক্ষণে রহস্যের জাল উদ্ঘাটিত হল। বোঝা গেল প্রসন্নকে ভুল বোঝান হয়েছিল।

'যাক অনেক সময় নষ্ট হল। আপনি বরং ইন্টাভিউ শুরু করে দিন। আমি এর পরেও আসব তো? তখন বরং বেশি সময় দেব, আজ একটু তাড়াতাড়ি –

স্বাভাবিক। এতক্ষণে পাঠকরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। বাজনার চেয়ে বাজনদারের হাঁকডাক বেশি হওয়ায়। প্রথমেই তাই জানতে চাই, মণিন্দার সম্পর্কে প্রসন্নর প্রতিক্রিয়া –

প্রথমে ওকে অভিনন্দন, ওর সাম্প্রতিক কৃতিত্বপূর্ণ পারফরমেন্স, ওর স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনের জন্য। যদিও এই প্রত্যাবর্তনকে 'গ্রেট' বলতে পারছি না, যদিও সাম্প্রতিক পারফরমেন্সকে এখনই বিরাট কিছু বলতে পারছি না। কারণ? সেটা পরে বলছি। তার আগে বলা দরকার, মণিন্দারের দুটো গুণ উল্লেখ করার

> **'শিবরাম ফুরিয়ে যায় নি। ওকে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা উচিত। ও সাফল্য পাবেই। এই তো শ্রীলংকার বিরুদ্ধেই ওকে সুযোগ দিতে পারত। বিশেষ করে ভারত যখন ১-0 ম্যাচে এগিয়ে। ওকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গেলেই ভারতকে একজন ব্যাটসম্যান কম নিয়ে খেলতে হবে। এ ধরনের বিলাসিতা অবশ্য শ্রীলংকার বিরুদ্ধে টার্নিং উইকেটেই সম্ভব।'**

মত। এক, খুব বড় ফিল্ডার, দুই, বর্তমান ভারতের সেরা লেফট হ্যান্ড স্পিনার।

শুধু ফিল্ডার হিসাবে বর্তমান ভারতে তো বটেই ভারতের সর্বকালের সেরা ফিল্ডারদের পাশে দাঁড়ানোর উপযুক্ত।

আর স্পিনার হিসাবে? ওকে অনেক অনেক পথ এগতে হবে। ওর বোলিং-এ আরও অনেক উন্নতি দরকার।

সবচেয়ে বড় কথা, ও যে সত্যিই উন্নতি করেছে, এটা এখন ভালভাবে প্রমাণিত হয়নি। ওর যে পারফরমেন্স এখন আমাদের মুগ্ধ করছে, মনে রাখতে হবে সেটা দেশের মাটিতে টার্নিং পিচে এবং অনভিজ্ঞ শ্রীলংকার বিরুদ্ধে। জীবনে প্রায় পঁচিশটা টেস্ট খেলার পর এক ইনিংসে পাঁচ কিংবা তার বেশি উইকেট পেল এমন একটা দলের বিরুদ্ধে যাদের অধিকাংশ ক্রিকেটারের স্পিনের বিরুদ্ধে খেলার প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই। সেই কারণেই এই পারফরমেন্সকে 'গ্রেট' বলতে পারছি না। ভারতীয় দলে ও যেভাবে ফিরেছে তাকেও স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন বলতে পারছি না।

● মণিন্দারকে এখন ভারতের গ্রেট স্পিন ফ্যামিলির মেম্বার বলা চলতে পারে?

প্রসন্ন: না, না, এখনও অনেক দেরি। বেদি, দোশি, শিভালকার, রাজিন্দার গোয়েলের ধারে কাছে বসার যোগ্যতা ওর নেই। অন্তত এখন। ওর সৌভাগ্য, ও এমন সময়ে



ছবি: সমীর দে

ক্রিকেট খেলছে, যখন স্পিনার বিশেষ করে বাঁহাতি স্পিনারের আকাল ভারতীয় দলে। বেদির সময়ে খেলতে এলে ওকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। বেদি থাকায়, গোয়েল, শিভালকারের মত গ্রেট স্পিনাররাও ভারতীয় দলে স্থান পায়নি।

● সেটা তো গোয়েলের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হয়েছে? বেদিকে –

প্রসন্ন: এসব বাজে কথা। বেদি বেস্ট স্পিনার ইন্ডিয়া হ্যাজ এভার প্রডিউস। মণিন্দার এতদিনে পঞ্চাশটা উইকেট পেল, আর বেদি পঁচিশটা টেস্ট খেলতে না খেলতেই একশটা উইকেট পেয়ে গেছিল। আমাদের সময় হলে মণিন্দার এতটা সুযোগ পেত না কিছুতেই।

● মণিন্দার যে উন্নতি করেছে, এটা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আপনি কি –

প্রসন্ন: পাকিস্তান বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যারা স্পিন ও পেস দু ধরনের আক্রমণের মোকাবিলা করতেই প্রস্তুত, তাদের বিরুদ্ধে এই পারফরমেন্সই হবে মণিন্দারের উন্নতির আসল স্বীকৃতি। এই মুহূর্তে মণিন্দার যা বল করছে, তাতে এখনও আমার যথেষ্ট সন্দেহ এই পারফরমেন্স তখন ও ধরে রাখতে পারবে কিনা। ওর সবচেয়ে বড় ত্রুটি এখনও ওর বলে কোন ভেরিয়েশন নেই।

● শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই এখন দক্ষ স্পিনার খুঁজে পাওয়া ভার। কারণটা কী?

প্রসন্ন: জীবনটাই এখন প্রচন্ড গতিশীল। মানুষের সময়ের দামও প্রচন্ড বেড়ে গেছে। দর্শকরা চায় সব সময় নগদ কিছু পেতে। তাদের ধৈর্য নেই। মাঠময় ফিল্ডাররা ছুটবে, বারবার সীমানার বাইরে বল যাবে, আর নয়ত প্রচন্ড গতির স্যুইং বা কাটার বিপর্যস্ত করবে ব্যাটসম্যানকে – এ ধরনের ছবি সাধারণত পেস বোলাররা মাঠে থাকলেই ফুটে ওঠে। কিন্তু বিপদ সেখানেই এই ধরনের ক্রিকেটকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে কোন দেশেই ভাল স্পিনারের জন্ম হচ্ছে না। ফলে টার্নিং উইকেটে সব দেশই বিপদে পড়ছে। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের তো নিসার বা কপিলদেব দুর্ঘটনার মত। বহু বছর অন্তর অন্তর এক একজনের আবির্ভাব ঘটে। টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের জিততে গেলে দেশের মাটিতে টার্নিং উইকেট তৈরি করতেই হবে। আর ভারতকে এখনও বহুদিন স্পিনারদের ওপর নির্ভর করতে হবে। এটাই যদি পরিস্থিতি হয়, এই সত্যকে মেনে নিয়ে দক্ষ স্পিনার তৈরির দিকে ভারতের নজর দেওয়া উচিত।

● তাহলে কটক বা নাগপুরের মত পিচ তৈরিকে সমর্থন করছেন ?

প্রসন্ন : মোটেই না। পৃথিবীর সব দেশেই তাদের সুবিধামত পিচ তৈরি হয়। আমাদের তাই স্পিনাররা সাহায্য পাবে এমন পিচ তৈরি করতে হবে। তার মানে এই নয় যে, প্রথমদিন থেকেই পিচে বল ঘুরবে। এ ধরনের পিচ তো ক্রিকেট হত্যা করে।

● অনেক আশার আলো জ্বালিয়ে শিবরাম হঠাৎ ফুরিয়ে গেলেন কেন ?

প্রসন্ন : ফুরিয়ে যায়নি। এখনও ওকে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। আসলে মিনি ওয়ার্ল্ড কাপে সাফল্য পাওয়ার পর ও ফ্লাইট করাতে গিয়ে ফুলটস করে ফেলেছিল। এর ফলে মার খায়। এই সময় ওকে শুধরে দেওয়া উচিত ছিল। মার খেলে যে কোন বোলারই মানসিক অবসাদে ভোগে। স্পিনারদের এ অবস্থা আসেই। চন্দ্রশেখরেরও আসত। অন্যান্য উৎসাহে মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠত, সাফল্যও পেত। শিবরামেরও সেটা দরকার ছিল। ও যে ধরনের বোলার সারা পৃথিবীতেই তা দুর্লভ। ওকে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা উচিত। ও সাফল্য পাবেই। এই তো শ্রীলংকার বিরুদ্ধেই ওকে সুযোগ দিতে পারত। বিশেষ করে ভারত যখন ১-0 ম্যাচে এগিয়ে।

তবে ভারতীয় দলের এখন যা অবস্থা, তাতে ওকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলেই, ভারতকে একজন ব্যাটসম্যান কম নিয়ে খেলতে হবে। আর এ ধরনের বিলাসিতা একমাত্র শ্রীলংকার বিরুদ্ধে টার্নিং উইকেটেই সম্ভব।

● কারণ ?

প্রসন্ন : সাধারণে একটা ব্যাপার বুঝতে পারে না। আসলে কিন্তু ভারতীয় দলে শিবার প্রতিদ্বন্দ্বী রবি, মণিন্দার ও যাদব। স্বাভাবিক এটা বোঝা একটু কঠিন। রবি, মণিন্দার বাঁহাতি স্পিনার হলেও শিবার ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী তারাই। শিবা লেগস্পিনার হলেও, ব্যাটসম্যানের কাছে তিনবোলারেরই বলের গতিপথ এক। শিবলাল অফ স্পিনার, স্বাভাবিক কারণেই সে প্রথম পছন্দ। রবি, অলরাউন্ডার। তাকে নিয়ে তাই প্রশ্ন ওঠে না। আর মণিন্দার এখন উইকেট পাচ্ছে, তাকে বসানোর প্রশ্ন ওঠে না। শিবাকে সুযোগ দিতে গেলে তাই একজন ব্যাটসম্যান কম নিয়ে খেলতে হবে। শিবার ভবিষ্যৎ, ভারতের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিবাকে এ সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, আর তা এখনই।

● আপনার মতে তো ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক মনসুর আলি খান।



কলকাতায় মনসুর আলির বাড়িতে প্রসন্ন। ছবি : সমীর দে

প্রসন্ন : ভারতের ! পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক।

● অধিনায়ক হিসাবে কপিল কেমন ?

প্রসন্ন : আমার তো ভালই লাগে। আসলে অধিনায়ক হিসেবে আমরা যা বুঝি ও সে ধারণাটাই বদলে দিয়েছে। ও নিজেই নিজের দলের কাছে উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। ওর পারফরমেন্সই ওর মূলধন। সবাইকে উৎসাহিত করে খেলার মোড় ঘোরায়।

● কপিল যে এখন উইকেট পাচ্ছেন না, সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

[এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কপিলের ৩০০ উইকেট হয়নি।]

প্রসন্ন : ওটা কিছু না। বোলারদের ব্যাড প্যাচ বলে কিছু নেই, যেটা ব্যাটসম্যানদের আছে। কোথায় কপিল তো খারাপ বল করছে না। এটা হয়, অনেক সময় ভাল বল করেও উইকেট পাওয়া যায় না। কপিল উইকেট পাবেই, তিনশ কেন সাড়ে তিনশ উইকেটও পাবে। চারশ উইকেট পাওয়াও ওর কাছে কঠিন নয়। তবে এটা ঠিক ওর কাছে আশা, দাবি অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীর কোন পেসারেরই প্রথম স্পেল, দ্বিতীয় স্পেল, তৃতীয় স্পেল, সব স্পেলেই ভাল বল করার দায়িত্ব নেই। ওকে সাপোর্ট দেওয়ার মত কেউ নেই। তাই যতদিন খেলতে পারত, তার আগেই অন্তত বোলার কপিলকে হয়ত ফুরিয়ে যেতে হবে অত্যধিক ব্যবহারে।

● জিমির প্রত্যাবর্তনকে –

প্রসন্ন : [উফ্ সো বোরিং। আমার হাজবেন্ড কিন্তু রাগ করবে আমি চললাম। বক্তাকে প্রসন্ন জায়া আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার অনুরোধ করলেন। একইসংগে প্রসন্ন-কন্যা সাগরিকা প্রসন্নর কানে কানে সাক্ষাৎকার দীর্ঘ না করার অনুরোধ জানালেন। প্রথম মন্তব্যকারী সম্ভবত প্রসন্নর শালিকা। ব্যাপারটাতে প্রসন্ন বিরক্ত হয়েছেন, নিজে যদিও ঘড়ি দেখেছেন। আমিও প্রশ্নমালার কিছু প্রশ্ন ফেলেদিয়েছি। প্রসন্ন লজ্জিত হয়ে জবাব দিতে শুরু করেছেন–]

তরুণদের আদর্শ হওয়া উচিত জিমি। সুনীল ওর চেয়ে অনেক বড় ব্যাটসম্যান। জিমির ব্যাপারটা অন্য। একজন খেলোয়াড় বারবার ভারতীয় দল থেকে ছিটকে গেছে, বারবারই নির্বাচকদের দলে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছে, আর ফিরে এসেই দারুণ খেলেছে। আর সেটা এই বয়েসে, বারবার ও প্রমাণ করেছে ভারতীয় দলে ফিটেস্ট ম্যান।

● দিলীপ বেংগসরকার সম্বন্ধে আপনার সাম্প্রতিক মতামত ?

প্রসন্ন : এখন বিশ্বের প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যানের একজন। ও হয়ত আরও ভাল পারফরমেন্স দেখাতে পারত, যদি ও ভারতীয় নির্বাচকদের দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদা পেত।

● তার মানে ?

প্রসন্ন : এর চেয়ে বেশি কিছু বলব না। আমি যা বলতে চাইছি, এতেই পাঠকদের বোঝা উচিত।

● গাভাসকার সম্বন্ধে –

প্রসন্ন : কী বলব বলুন তো। ওর সম্বন্ধে যা যা বলার অনেকেই তা বলে দিয়েছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। ওর কোন পারফরমেন্সই নতুন করে বিস্মিত করে না, করবে না। শুধু দুই ইনিংসেই পরপর দুটি টেস্টে যদি শূন্য রানে আউট হয় সেটাই হবে নতুন। ওর বয়স যতই বাড়ুক, ও যতই অসুস্থ থাক সেটা হবে না। এখন রেকর্ড বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। সুনীল ওর রেকর্ডগুলোকে তাই ক্রমশই উন্নততর করছে।

● আজহার বা রবিকে কেমন লাগছে ?

প্রসন্ন : আজহার, দিলীপ, রবির আগামী কয়েকবছর ভারতীয় দলকে নির্ভর করতে হবে। সুনীল যা করবে সেটাই বাড়তি। ও ত এতদিন টানল। আর রবিকে তো আরও বেশি সচেতন হতে হবে। ওই তো ভবিষ্যৎ অধিনায়ক। অধিনায়কের সব গুণই ওর আছে।

● অরুণলালকে কি এখনই ভারতীয় দলে ডাকা উচিত নয় ?

প্রসন্ন : অবশ্যই। প্রয়োজনে শ্রীকান্ত বা লাম্বাকে বসাতে হবে। আমার মতে শ্রীকান্তের বদলে অরুণলালকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

● দেশের তরুণ প্রতিভা সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন ?

প্রসন্ন : সদানন্দ বিশ্বনাথ সম্পর্কে আমার সবচেয়ে দুঃখবোধ। ওর প্রতিভা ছিল। কিন্তু সে সেভাবে খেলতে পারছে না। আশাকরি সুযোগ পেলে ও আবার নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে। এছাড়া সঞ্জয় মঞ্জরেকর, কালসি, সালদানা, অজয় শর্মা, লেফট আর্ম স্পিনার যশোবন্ত দু-এক বছরের মধ্যে চমক দেখাবে আশাকরি

> **'বেদি ভারতের সর্বকালের সেরা স্পিনার। মণিন্দারকে ওর কাছাকাছি যেতে হলে এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বেদির সময়ে খেলতে এলে ওকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। বেদি থাকায় গোয়েল, শিভালকারের মত গ্রেট স্পিনাররাও ভারতীয় দলে স্থান পায় নি। এখনও মণিন্দারের যা কোয়ালিটি বেদি, গোয়েল, শিভলকারের এমনকি দোশিরও ধারে কাছে বসার যোগ্যতা ওর নেই।'**

মন্তব্য

'দারুণ খুশি। এই অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

– ৩০০ টেস্ট উইকেট পাওয়ার পর কপিলদেব

●

'আরও ২৫টা টেস্ট খেললে আমি নিশ্চয়ই ৪০০ উইকেট পাব।'

– কপিলদেব

●

'আটাত্তরে করাচিতে যখন টেস্টজীবন শুরু করেছিলাম, তখন আমি খুব জোরে বল করতাম। তিনশ উইকেট বা তিন হাজার রান – কোনও স্বপ্নই আমার তখন ছিল না।'

– কপিলদেব

●

'আমাদের প্রত্যেকেরই ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়া উচিত। আমরা না খেললে, জুনিয়র ছেলেরা উৎসাহ পাবে কী করে?'

– কপিলদেব

●

'না, না, ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার আমার প্রাপ্য ছিল না। আমার মতে, ম্যাচের নায়ক দিলীপ বেংগসরকার। মাই স্যালুট টু ছোটে নবাব' (এই নামেই দিলীপকে ডাকেন)।

– কটক টেস্টের 'ম্যান অফ ম্যাচ' হওয়ার পর কপিলদেব

●

'পাকিস্তান আসছে। সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। পাকিস্তানের ইমরান আছে, কাদির আছে – দুর্দান্ত সব বোলার। কিন্তু আমাদেরও সুনীল-দিলীপ-জিমি আছে, যাদের পকেটে কুড়ি হাজার টেস্ট রান।'

– কপিলদেব

●

'আমি এই সম্মান নিচ্ছি না। ম্যান অফ দি ম্যাচ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যাঁরা এই নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা ক্রিকেটের কিছুই বোঝেন না – ক্রিকেট-মূর্খ।'

ম্যান অফ দি সিরিজের পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে দিলীপ বেংগসরকার

●

'যান না, একবার ক্রিজে ব্যাট হাতে, তাহলেই বুঝবেন।'

ওড়িশার ক্রীড়ামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ দিলীপ বেংগসরকার

●

'এই পিচে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। ১৬৬ রান করতে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে, তা আমি জানি। তার কোনও মূল্য পেলাম না।'

দিলীপ বেংগসরকার

●

'এই উইকেট টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে উপযুক্ত নয়।'

কটকের উইকেট প্রসংগে কপিলদেব

●

'এই পিচে স্কুল ক্রিকেটও হতে পারে না।'

কটকের পিচ প্রসংগে দলীপ মেন্ডিস

●

'আই অ্যাম নট হ্যাপি। 'থ্রি-ব্যাড' আমাদের জিততে দিল না। ব্যাড ব্যাটিং, ব্যাড আম্পায়ারিং, ব্যাড উইকেট।'

দলীপ মেন্ডিস



'অন্য দেশের কথা জানি না, আমাদের এখানকার পরিবেশকে ভালভাবেই চিনি। মোহনবাগান ক্লাব কার্ড পাঠাবে এ আশা আমি একদমই করিনি। তাই দুঃখিত নই। পেলেও আনন্দিত হতাম না। যাঁরা কার্ডের আশা করেছিলেন, তাঁরা ভুল করেছিলেন।'

সুভাষ ভৌমিক

'মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলারদের ক্ষুব্ধ বা বিস্মিত হওয়ার কী আছে? যারা অভিযোগ করেছে, তাদের প্রত্যেকেরই সদস্য কার্ড রয়েছে। কার্ড দেখিয়ে টিকিট কিনে ওরা অনুষ্ঠানে আসতে পারত।'

বুয়া মিত্র



'নো কমেন্টস।'

কটক টেস্ট প্রসংগে যাবতীয় প্রশ্নের জবাবে শ্রীলঙ্কার ম্যানেজার আবু ফুয়ার্দ

●

'বথাম, লিলি, হেডলি, উইলিস, গিবস ও ট্রুম্যানের পর সপ্তম নামটাই আমাদেরই একজনের, এটা ভাবলেই গর্ব হচ্ছে।'

কপিলদেবের ৩০০ টেস্ট উইকেট প্রসংগে সুনীল গাভাসকার

●

'চোখের সামনে দেখেছি, কি প্রচন্ড দ্রুততায় কপিল পরিণত হয়েছে?'

সুনীল গাভাসকার

●

'কপিলদেবের হাতে ভবিষ্যতেও উড়বে ভারতীয় ক্রিকেটের সোনালী জয়পতাকা।'

সুনীল গাভাসকার

●

'মদ্রাজের ক্রীড়া সাংবাদিকরা আমাকে পুরস্কৃত করেছেন, পুরস্কার পেয়েছি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য জায়গায় ক্রীড়া সাংবাদিকদের কাছ থেকেও। এবার পেলাম কলকাতা থেকে। দিল্লি থেকে ঐরকম কোনও পুরস্কার পাই নি। পাবার সম্ভাবনাও নেই। যদি না নামটা বদলাই।'

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের দেওয়া পুরস্কার হাতে নিয়ে সুনীল গাভাসকার

●

'তোমার হাতে পুরস্কার তুলে দিতে পেরে আমি গর্বিত।'

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সুনীল গাভাসকারের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে চুনী গোস্বামী

●

'আপনি বিরাট ফুটবলার ছিলেন। আপনার হাত থেকে পুরস্কার নিতে পেরে আমিও গর্বিত।'

চুনী গোস্বামীকে সুনীল গাভাসকার

●

'গাভাসকারের সংগে মিলিত হতে পেরে আমি যতটা খুশি ও সম্মানিত বোধ করছি, পদ্মশ্রী পেলেও এতটা বোধ করতাম না।'

সাহু মেওয়ালাল

●

'আই লাইক ব্যাডমিন্টন।'

সুনীল গাভাসকার

●

'এ আই এফ এফের কোনও নীতি বা পরিকল্পনা নেই। ওদের কাজের কারণও বোঝা যায় না। না হলে প্রশান্তর মত মিডফিল্ডার বাদ যায়। এটা চরম অপরাধ।'

শৈলেন মান্না

●

'কে বুটল্যান্ড যে, তাঁকে কোচ করা হল? তিনি ভারতীয় ফুটবলের কী জানেন?'

শৈলেন মান্না

●

'অরুণলালকে এখনই দলে রাখা উচিত ছিল।'

এরাপল্লী প্রসন্ন

সরাসরি

এবার **প্রশান্ত ব্যানার্জি**। তাঁর কাছে চিঠি এসেছে ১১৪টি, প্রশ্ন অবশ্য আরও অনেক বেশি। সব প্রশ্নই প্রশান্ত দেখেছেন, উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো বাছাইও করেছেন তিনি নিজেই। আগামী সংখ্যায়, অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি আসবেন রবি শাস্ত্রী। ৩০ জানুয়ারি ও ৬ ফেব্রুয়ারি আসছেন যথাক্রমে দিলীপ বেংগসরকার ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন। আজহারউদ্দিনের কাছে চিঠি পাঠাতে হচ্ছে ২০ জানুয়ারির মধ্যে। ১৩ ফেব্রুয়ারি আসছেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত, এবং তারপর, অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি ইমরান খান। চিঠি পাঠানর শেষ তারিখ শ্রীকান্তের কাছে ২০ এবং ইমরান খানের কাছে ২৮ জানুয়ারি।

● "লক্ষণন যতই চক্রান্ত করুন, আগামী কয়েকবছর আমিই ভারতের একনম্বর মিডফিল্ডার থাকব" — মন্তব্যটি মন থেকেই, নাকি জেদের বশে?

সুকান্ত পোদ্দার,
রামবাঁধ, বার্নপুর

●●● হ্যাঁ, মন থেকেই। আপনার কি অন্য কিছু মনে হয়?

● সিওল এশিয়াডে ফুটবলে ভারতের ব্যর্থতার কারণ কি?

গোপাল চ্যাটার্জি ও সুনীল ঘোষ,
ধাদিকা, গড়বেতা

●●● অতিরিক্ত অনুশীলনই আমার মনে হয় বাজে পারফরমেন্সের কারণ। খেলার মত মানসিক অবস্থা প্রায়ই সবাই-ই হারিয়ে ফেলেছিল।

● গৌতম-পিন্টু বা গৌতম-প্রসূনের মত কোন মিডফিল্ডারের সঙ্গে জোট বাধলে আপনি কি দক্ষতার শীর্ষবিন্দুতে পৌছতে পারতেন বা আরও সাফল্য অর্জন করতে পারতেন?

সব্যসাচী সেনগুপ্ত,
রানীগঞ্জ, বর্ধমান

●●● জুটি বাঁধার মত সেরকম কাউকে পাইনি, কীভাবে বলব?

● আপনাকে যে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়নি, এ বিষয়ে আপনার কি কোন ক্ষোভ আছে?

প্রদীপ চৌধুরী,
নবদ্বীপ, নদীয়া

●●● মন খারাপ একটু ত হয়ই। তবে কোন ক্ষোভ নেই।

● আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আপনার খেলা স্মরণীয় ম্যাচ কোনটি?

ছবি ভৌমিক
দেউলিয়া, মেদিনীপুর

●●● চুরাশির নেহরু গোল্ড কাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

● এই পত্রিকাতেই একটি সাক্ষাৎকারে এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষ বলেছিলেন, আপনাকে ক্যাপ্টেন করা হলে নাকি টীমের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ, কেউ বিশ্বাস করেনা। তাহলে বর্তমান অধিনায়ক ত সম্প্রতি অশ্লীল গালিগালাজ সহ একজন সাংবাদিককে প্রহার করেছেন। তাকেই বা কী করে সহখেলোয়াড় বা কোচেরা বিশ্বাস করবেন?

প্রদীপ চৌধুরী
নবদ্বীপ, নদীয়া

●●● এ আই এফ এফ-কে প্রশ্ন করুন।

● আর কতদিন ফুটবল খেলতে চান?

ভারতী রায়
বরানগর

●●● যতদিন ফর্ম ধরে রাখতে পারি।

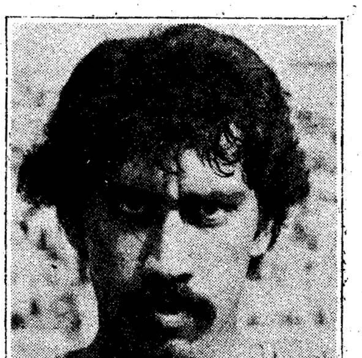
● কোন পজিশনে খেলতে ভালবাসেন — সেন্টার মিডফিল্ডার না লেফট হাফ?

মানু রায়
ধানবাদ, বিহার

●●● আগে দুটোই। এখন লেফট হাফ।

● ফুটবল জীবনের সেরা ম্যাচ কোনটি?

অনিমেষ দেব
বরোদা



●●● এখনও খেলিনি।

● প্রিয় ক্লাব কোনটি? ইস্টবেংগল, না মোহনবাগান?

টোটন গোস্বামী
বাবানগর, সাউথ বর্ধমান

●●● সব ক্লাবই প্রিয়।

● অদূর ভবিষ্যতে আপনার কি ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা আছে?

সজল ঘোষ
হিন্দমোটর

●●● বলা মুশকিল।

● মারদেকায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলে কার খেলা বেশি ভাল লেগেছে?

ভাস্কর বাগচী
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

●●● সবাই-ই ভাল খেলেছে। সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে না লড়লে সাফল্য পাওয়া যায় না।

● বর্তমানে কলকাতায় প্রতিশ্রুতিবান হাফ কারা?

সঞ্জয় বিশ্বাস
মানবাজার

●●● সত্যজিৎ চ্যাটার্জি।

● ছিয়াশি মরসুমে কাকে কাকে প্রতিশ্রুতিবান বলে মনে হল?

ভাস্কর চট্টরাজ
বহরমপুর

●●● অমিত ভদ্র, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, উত্তম মুখার্জি ও রণজিৎ কর্মকার।

● আপনি আর কতবছর কলকাতা ময়দান এবং ভারতীয় ফুটবলে খেলতে ইচ্ছুক?

●●● ব্যাপারটা কি শুধু আমারই ইচ্ছাধীন?

● সেরা গোল কোনটি?

রাহুল বর্মণ
সোদপুর, ২৪ পরগনা

●●● ইস্টবেংগলের হয়ে তিরাশিতে ডি সি এম ফাইনালে মহমেডানের বিরুদ্ধে।

● সুদীপের সঙ্গে আপনার কোন বিরোধ আছে?

নিমাই ভট্টাচার্য
বাশদ্রোণী

●●● কখনই না। তবে মাঠে লড়াইত থাকবেই।

● এখনকার সেরা ভারতীয় একাদশ গড়ে দেবেন?

অতীন দত্ত
দমদম

●●● ভাস্কর, কৃষেন্দু, মনোরঞ্জন, তরুণ ও অলোক, প্রশান্ত (আমিই নির্বাচক), সুদীপ ও আলফান্সো, ক্যামিলো, কৃশানু ও বাবুমানি।

● অভিযোগ আছে, আপনি নাকি সব ম্যাচে নিজেকে ঠিকমত ব্যবহার করেন না?

সুনীতা সেন
বেলগাছিয়া

●●● প্রয়োজনে দায়িত্ব নিতে হয়, নিজেকে উজাড় করে দিতে হয়। সেটা কি অপরাধ?

● অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

বাবলু সরকার
ব্যারাকপুর

●●● যত দিন না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আন্তরিকভাবে দেশের ভাল চাইবে, অন্তত ততদিন কোন সম্ভাবনা নেই।

● মোহনবাগানে আসার পর থেকেই দল আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। এতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে না?

স্নেহাংশু বিশ্বাস
তারকেশ্বর

●●● একটু পড়ে বৈকি। তবে খেলার উপর তার প্রভাব পড়ে না। প্রত্যেক দলেই কাউকে না কাউকে এভাবে দায়িত্ব নিতেই হয়। এটা এমন কিছু নয়।

● গৌতম-প্রসূনের মত কারও সঙ্গে জুটি বাঁধলেন না কেন? আপনি কি জুটির বিরোধী?

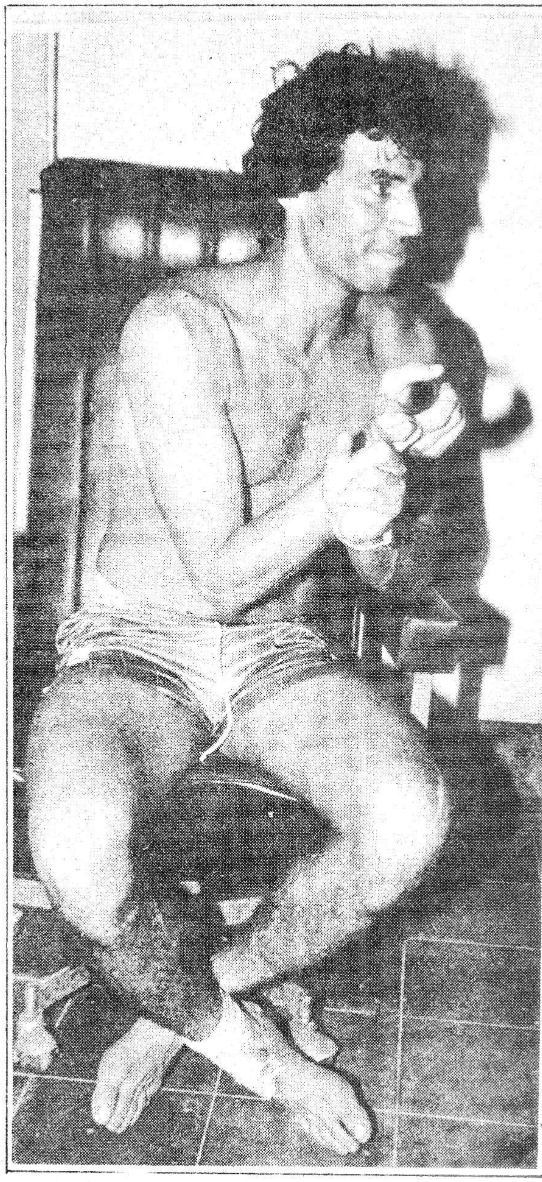
সিদ্ধার্থ লাহিড়ী
বাটানগর

●●● তেমন সুযোগ হয়নি।

● আপনার মতে দেশের সেরা কোচ কে?

শৈবাল ব্যানার্জি
বেলানগর

●●● প্রদীপ ব্যানার্জি এবং অমল দত্ত।



মজিদ বাসকারের জন্য আমরা কি কিছুই করতে পারি না?

'যদি কোনদিন ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করি সেদিন লিখে যাব আমার মৃত্যুর জন্য কলকাতা দায়ী...'

সরোজ চক্রবর্তী

জামশিদ নাসিরিকে একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মজিদের আজ এত করুণ অবস্থা, তুমি কি কিছু করতে পার না? অথচ আমরা দেখেছি আশি-একাশি-বিরাশিতে মজিদের কাঁধে ভর করে তুমি আজ এই জায়গায় এসেছো। সেই দিনগুলোর কথা কি একেবারেই ভুলে গেলে?' দিল্লির রোমানা হোটেলের ডাইনিং টেবিলে জামশিদ তখন একা। দেরিতে পৌছনর জন্য ওকে একা লাঞ্চ সারতে হচ্ছিল। চিকেনের একটা টুকরো মুখে ঢুকিয়েও বের করে নিল। বোঝা গেল জামশিদ দ্রুত উত্তর দিতে চায়। জামশিদ এখন হিন্দিতেই কথা বলে। বলল, 'জান, গত তিন বছর ধরে ওকে আমি কত বুঝিয়েছি। আমার একটা কথাও সে শোনে নি। হাতে যখন প্রচুর টাকা ছিল, দু-হাতে সব উড়িয়েছে, আমার কোন বারণ শোনে নি। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে এ কথা মানতে রাজি নই, ওর কাঁধে ভর করে আমি কলকাতায় খেলেছি। বললে বিশ্বাস করবে না, ওর পাস থেকে আমি বেশি গোল করি নি। তবুও বলছি আমি ওর কাছে ঋণী। ওর মত প্লেয়ারের পাশে খেলে খেলে আমি তৈরি হয়েছি। আমি ওর খেলার ফ্যান ছিলাম। কিন্তু আমার কোন মতামতকে ও আগে গুরুত্ব দিত না। এখন ও যে জায়গায় চলে গেছে, আমার কোন কথায় আর কাজ হবে না। জানি তোমাদের মত অনেকেই আমায় ভুল বোঝে।'

চিকেনের টুকরোটা জামশিদ আর মুখে তুলল না।কেন জানি না,আমার ঐ প্রশ্নের পর প্লেটের সব খাওয়া রেখে দিয়ে হাত ধুতেও চলে গেল। এবং ফিরে এসে নিজেই বলতে শুরু করল, 'এখনও আমার নামের আগে মজিদের নাম যুক্ত হয়। আলোচনার সময় লোকে বলেন মজিদ-জামশিদ। ওর উপর আমার কোন রাগ নেই, আছে অভিমান। নিজেকে দ্রুত শেষ করে এখন ও রিক্ত। কলকাতা মাঠকে তোমরা ভাল করে জান। যে যত বড় প্লেয়ার হোক, খেলতে না পারলে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে, তখন ওর পাশে সবাইকে 'চাকর' মনে হয়। কলকাতার মানুষ ওকে কত ভালবাসে। আমি এত গোল করেও ওর মত জনপ্রিয়তা পাইনি। জানি মজিদ এখন আমার নামে অনেকে অভিযোগ করবে। বিশ্বাস করো, আমি চাই ও এখন সুস্থ হয়ে উঠুক। ওকে দেখলে আমিও ভয় পাই – যা চেহারা হয়েছে।'

কলকাতার ফুটবল সাম্রাজ্যের রাজপুত্র মজিদ বাসকার এখন পথের ভিখারী। দিল্লির আম্বেদকার স্টেডিয়াম চত্বরে একদিন (ডি সি এম টুর্নামেন্ট চলাকালীন) জনা দশেক প্রবাসী বাঙালী যুবক ওকে ঘিরে ধরে অনুরোধ করল, 'আপনি ঠিকমত প্র্যাকটিস করুন, আমরা আপনার খেলা দেখতে চাই। আপনার মত প্লেয়ার মাঠে নামলে আমাদের মাঠে আসতে ইচ্ছে হয়।' ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ ওর ফ্যানদের দিকে তাকিয়ে মজিদ হঠাৎ করুণ সুরে সবার উদ্দেশ্যে আবেদন করল, 'আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবেন; আমি পরে সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেব।' মুহূর্তে পরিবেশটা পাল্টে গেল। যুবকরা একে অপরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পকেটে হাত দিল। বাংলা ভাষায় কথা বলল ওরা, 'আমরা পাঁচ টাকা করে দিলেই পঞ্চাশ-ষাট টাকা উঠে যাবে।' তারপর কে কত দিল জানি না, মজিদ পেল উনষাট টাকা। যুবকদের উদ্দেশ্যে মজিদের মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল 'থ্যাঙ্ক ইউ'। এবং দ্রুত পায়ে স্টেডিয়াম ছাড়ল মজিদ।

দীর্ঘ দুবছর ধরে মজিদ প্রচন্ড খারাপ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। মানসিক বিকারগ্রস্ত মজিদকে নিয়ে মহমেডানের সবাই মর্মাহত এবং বীতশ্রদ্ধ। কখনও যথাসময়ে প্র্যাকটিসে এসে মজিদ সবাইকে চমকে দেয়। কখনও ইলিয়ট রোডে মহমেডান মেস-এ সারাদিন শুয়ে দিন কাটায়। মেস-এ যারা থাকে, তাদের মজিদ সম্পর্কে একটা ভীতি জন্মে গেছে। বিড়বিড়

'আশি সালে ভাঙ্গা ইস্টবেঙ্গল টীমের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার যখন রাতে ঘুম হচ্ছে না, তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার মত পেলাম মজিদকে। প্র্যাকটিসে আমি যা করতে বলি, মজিদ নিখুঁত ভাবে সে সব করে দেখাত। একটা বড় জাত প্লেয়ার এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে কল্পনাও করিনি। আশি সালে ইস্টবেঙ্গল টীমকে ও একা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। পায়ে কী টাচ! কলকাতা মাঠে অনেক বড় বড় প্লেয়ার খেলে গেছেন, কিন্তু মজিদ বাসকারের ফুটবল কেউই মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। ও যদি ভারতীয় হত তাহলে ওকে চাকরি দিয়ে শাসনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতাম। আমাদের সবার দুর্ভাগ্য, চোখের সামনে ওর মত এত বড় মাপের ফুটবলারকে শেষ হতে দেখছি।'

পি কে ব্যানার্জি

করে মজিদ নিজের মনেই কথা বলে। জামশিদের জন্য ফ্ল্যাট, আর মজিদের জন্য মেস-এর নোংরা বিছানা। সব কিছু ঘটনা পাশাপাশি রাখলে মজিদ বাসকার এখন কলকাতা ফুটবলের নির্মম উদাহরণ। অতীত এবং বর্তমান ফুটবলাররা ওকে কখনও হিংসে করেন নি, বরং চূড়ান্ত ভালবাসা পেয়েছে।

যে মজিদের শরীরে আগে বিদ্যুৎ খেলত, এখন সেই মজিদকে দেখলে মনে হবে ওর শরীরে বর্ষার কালো মেঘ জমেছে। মনে হবে, ষাট বছরের বৃদ্ধর মত ধুঁকছে। মনে হবে, আশি-একাশির মজিদ বাসকারের একটি কালো ছায়া আমাদের চোখের সামনে ঘুরছে-ফিরছে। আজকের মজিদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় সে আগের মজিদ বাসকারের 'সম্পূর্ণ ইমেজ' নিয়ে বেঁচে আছে। মহমেডান ক্লাবের মালি গৌরী এবং বল-বয় আজিজের মত ওর অস্তিত্ব এখন সতীর্থদের কাছে।

দিল্লিতে মজিদ ছিল তাপসের রুম-মেট। জামশিদ ওকে সঙ্গে নিতে চায় নি। মজিদ একদিন দুঃখ করল, 'জামশিদ আমার বন্ধু, এ কথা ভাবতেই অবাক লাগে।' প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত মজিদ এর ওর রুমে ঢুকে পড়ে। টেবিলে-রাখা কারুর আপেল, কারুর কেক মুহূর্তে মুখে তুলে নিয়ে নিজের মনেই খেতে খেতে চলে যায়। ফুটবলাররা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'কী প্লেয়ারের আজ কী হাল।' ইরানে ওর বাড়িতেও পৌঁছেছে আমাদের প্রিয় ফুটবলারের ভিখারী-জীবনের কাহিনী। মজিদ-জামশিদের বন্ধুরা ইরানে ফিরে গিয়ে মজিদের মা-কে সব জানিয়েছেন। মাস দুই আগে মজিদের মা চিঠি পাঠিয়েছেন জামশিদের কাছে। লিখেছেন, 'মজিদ খুব খারাপ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, তুমি যদি উদ্যোগ নাও তাহলে ঘরের ছেলেকে আমরা ফিরে পেতে পারি। রাতে আমাদের ঘুম হচ্ছে না। যেমন করেই হোক ওকে পাঠিয়ে দাও, কোন চিন্তা নেই।'

জামশিদ বলেছে, মজিদ দেশে ফিরতে চায় না। মজিদ বলল, 'হাতে একটা পয়সাও নেই, ইরানে ফিরব কেমন করে?' দিল্লিতে কতদিন মজিদ প্রায় অনুগত ভৃত্যের মত জামশিদের কাছে হাত পেতেছে 'কিছু টাকা দাও, আলিগড়ে যাব' – তাও সে পায় নি। ডি সি এম টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে মহম্মদ খাবাজি দিল্লিতে এসেছিলেন। মুখে বললেন, 'মজিদের জন্য একটা কিছু করতে হবে। এইভাবে ওকে মরতে দিতে পারি না।' কিন্তু হঠাৎ কিছু না জানিয়ে আলিগড়ে ফিরে গেলেন। যে খাবাজি-জামশিদ একদিন মজিদকে মূলধন করে কলকাতা ময়দানে নিজেদের 'ঘর' বুঝে নিয়েছেন, আজ তাকে ফুটপাতে ফেলে রেখে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। খাবাজি এখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি করছেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের কোচ। জামশিদ এখন কলকাতায় সংসার বসানোর জন্য ফ্ল্যাট খুঁজছে। শিলংয়ের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে। হাতে রয়েছে লক্ষাধিক টাকা, একটা জীপ। আড়াই লক্ষ টাকার চুক্তি না হোক, অন্তত এক লক্ষ টাকা এবারও জামশিদ পাবে যে কোন একটি ক্লাব থেকে। আর মজিদ?

ওকে 'পাগল' বলে সবাই দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বছর চারেক আগে এই প্রতিবেদক আলিগড়ে গিয়েছিল মজিদের খোঁজে। ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মহমেডানে আসবে কিনা, এই খবর জানতে আমি ছুটেছিলাম ওর কাছে। প্রায় শেষ রাতে ট্রেন আলিগড়ে পৌঁছলে বাকি রাতটুকু আমাকে স্টেশনে কাটাতে হয়েছিল। প্রচন্ড শীত। সকাল আটটা নাগাদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে খোঁজ পেলাম মজিদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে একটা রুমে গিয়ে দেখি মজিদ মেঝেতে পরিপাটি বিছানায় শুয়ে আছে। দরজা 'লক্' করা ছিল না। দরজা ঠেলে রুমের ভিতরে গিয়ে মজিদের নাম ধরে ডাকলাম। গা থেকে কম্বলটা সরিয়ে মজিদ বিছানায় বসল। মুখে লাল আভা, শরীরের পেশীগুলো টগবগে।

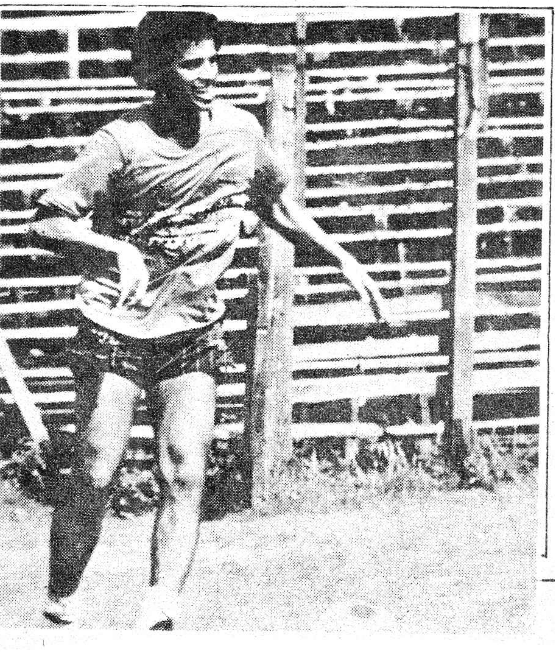
চার বছর পর সেই মজিদ বাসকারের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ ফ্যাকাসে। শরীরের ওজন অর্ধেক। সেমিফাইনালে পরাজয়ের পর মহমেডান দলের সবাই দিল্লি ছেড়ে চলে গেছে। হোটেলে আছে তাপস, সুবীর এবং মজিদ। দু-চোখে জল, 'কিছু টাকা হবে? আমি আলিগড়ে যাব?' হাতে একশ টাকা তুলে দিয়ে বললাম, 'দেশে ফিরে যাও।' হাসল মজিদ, 'তুমি কি ভাবছ আমি শেষ হয়ে গেছি। শুধু দম নেই, সব আছে আমার। যে সব প্লেয়াররা খেলছে, ওরা নব্বই মিনিটে যা করতে পারে আমি এখনও পনের মিনিটে তা করতে পারি। এখনও পাঁচটা এমন থ্রু বাড়াব, ভাল ফরোয়ার্ড হলে দুটো গোল পাবেই।'

গলার স্বরে হঠাৎ বিষণ্ণতা এসে আশ্রয় নিল, 'আমাকে সবাই পাগল বলে সরিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা তুমি তো আমার প্র্যাকটিস দেখেছ, আমি কি খুব খারাপ কন্ডিশনে আছি? কলকাতার কোন্ প্লেয়ার কী এমন খেলছে? আসলে কি জান, আমি এখন মৃত মজিদ বাসকার।' বুঝলাম অসলগ্ন কথা শুরু হয়ে গেছে। তবুও থামালাম না। বলল, 'যদি কোনদিন ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করি, সেদিন লিখে যাব, আমার মৃত্যুর জন্য কলকাতা দায়ী।' বুকটায় হঠাৎ মোচড় দিল, 'কেন এ কথা বলছ?' হাসল। জবাব দিল না। হাসি দেখে মনে পড়ল শ্মশান-যাত্রী এক হতাশগ্রস্ত যুবকের কথা। শ্মশানের চিতা জ্বলার সময় যে যুবক ফিস ফিস করে বলেছিল, 'বেঁচে থেকে কী লাভ, তার চেয়ে এই চিতার আগুনে ঝাঁপ দেওয়া অনেক সুখের।' তারপর, চিতার আগুন না নেভা পর্যন্ত আমি যুবকটিকে কড়া নজরে রেখেছিলাম। কিন্তু, আজকের হতাশগ্রস্ত মজিদ বাসকারকে নজরে রাখার কেউ নেই। যদি কোনদিন, হে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা কাগজ পড়ে জানতে পারেন কলকাতা ফুটবলের অতিথি-শিল্পী মজিদ বাসকার আত্মহত্যা করেছে, সেদিন বিরাট এক শূন্যতা আসবে হৃদয়ে। ইরানে বাসকার পরিবারে সেই খবর পৌঁছবে অনেক দেরিতে। বৃদ্ধা মা কাঁদবেন, ওঁর চোখের জল হৃদয়ে এসে ধাক্কা দেবে। হয়ত পাগল হবেন তিনিও। আমরা কি তার আগে ওঁর জন্য কিছু করতে পারি না?



'এখনও আমার নামের আগে মজিদের নাম যুক্ত হয়। আলোচনার সময় লোকে বলেন মজিদ-জামশিদ। ওর উপর আমার কোন রাগ নেই, আছে অভিমান। নিজেকে দ্রুত শেষ করে এখন ও রিক্ত। কলকাতা মাঠকে তোমরা ভাল করে জান। যে যত বড় প্লেয়ার হোক, খেলতে না পারলে তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে যখন ও খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে, তখন ওর পাশে সবাইকে 'চাকর' মনে হয়। কলকাতার মানুষ ওকে কত ভালবাসে। আমি এত গোল করেও ওর মত জনপ্রিয়তা পাইনি। জানি মজিদ এখন আমার নামে অভিযোগ করবে। বিশ্বাস করো, আমি চাই ও এখন সুস্থ হয়ে উঠুক। ওকে দেখলে আমিও ভয় পাই – যা চেহারা হয়েছে।'

জামশিদ নাসিরি



শেষ মুহূর্তে দলবদলের আসব জমে উঠবে ?

এবারের লড়াই তরুণ দে এবং চিমা ওকেরিকে নিয়ে

অরুণ সেনগুপ্ত ও সরোজ চক্রবর্তী

সাতাশির দলবদলের আসর কি নিরুত্তাপভাবে কাটবে ? মনে হয় না। 'শেষ মুহূর্তে, আশা করা যায় 'কে কোথায় সই করছেন' এই আলোচনায় মুখরিত হবেন। স্ট্যান্ড রোডের উপর উৎসুক সমর্থকের উল্লাস এবং আই এফ এ-র অস্থায়ী তাঁবুর চারপাশে ভিড় যথারীতি থাকবে। তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই প্রথম দল-বদলের দশ দিন আগেও কোন উত্তেজনা নেই ফুটবলার মহলে। এই প্রথম অধিকাংশ ফুটবলার আশংকায় রয়েছেন। ওঁরা যেন এ বার কোনঠাসা। হঠাৎ এক পরিস্থিতিতে তিন প্রধানে বেশ কিছু ফুটবলার আটকে পড়েছেন যে যার ক্লাবে। এবং এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছেন তিন প্রধানের কর্মকর্তারা।

দলবদলের মূল আসরের একমাস আগে তিন প্রধান বাজেট ঠিক করেছে, গতবারের তুলনায় দল গড়ার বাজেট বেশি নয়। কলকাতার তিন প্রধান একসঙ্গে অথবা পৃথকভাবে মোট দশটি টুর্নামেন্টে যোগদান করে মোট সাতটি ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হয়েও কলকাতার ফুটবলারদের বাজার দর এবং ওদের সম্পর্কে আগ্রহ হঠাৎ কমল কেন ? কলকাতার বাইরে থেকে ইস্টবেঙ্গল আনতে পারে নি ডি সি এম মোহনবাগান আনতে পারে নি গোয়ারবান্দোদকার ট্রফি এবং রোভার্স কাপ। এছাড়া বাকি সাতটি (এয়ারলাইন্স, স্ট্যাফোর্ড, ফেডারেশন কাপ, বরদলুই, সিকিম, ডুরান্ড শীল্ড) ট্রফি কলকাতার দখলে। যে তিনটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হয়েছে, সেখানে দুটি ক্ষেত্রে রানার্স আপ ট্রফিও কলকাতায় এসেছে। সব কিছু মিলিয়ে ভারতবর্ষের বুকে তিন প্রধানের সাফল্য এবং দাপট কম ছিল না।

লীগটাকে সরিয়ে রাখলে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দুটো করে এবং মোহনবাগান তিনটি ট্রফি তুলেছে। কিন্তু দু-তিনজন ফুটবলার ছাড়া সাতাশির দলবদলের অনুষ্ঠানে সফল



ক্লাব ফুটবলারদের আদর-যত্ন এত কম কেন, এ নিয়ে সবারই প্রশ্ন জেগেছে। তিন প্রধানের কর্মকর্তাদের আপাত উত্তাপহীন দল গড়ার আগ্রহ দেখে অসহায় হয়ে পড়েছেন। এমন কি বেশ কিছু ফুটবলার দূত মারফত কর্মকর্তাদের কাছে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছেন। এই নৈরাশ্যের পিছনে মূলত চারটি ঘটনা কাজ করেছে।

এশিয়াডে ভারতীয় দলের ব্যর্থতায় এবারে ফুটবলারদের 'ইমেজ' অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। এবং ক্লাব কর্মকর্তারাও সেই ইমেজকে পরোক্ষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ফুটবলারদের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে। প্রথম কারণ হল এটাই। দ্বিতীয় কারণ হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব। দলবদলের আসরে উত্তেজনা বাড়ায় ইস্টবেঙ্গলই। কিন্তু ছিয়াশির দল গড়া নিয়ে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপ্রীতিকর অভিযোগ উঠেছে। টাকা পয়সা নিয়ে নয়-ছয় করার অভিযোগ তুলেছেন ক্লাবের কর্মকর্তাদের একাংশ অপর একাংশের বিরুদ্ধে। কম টাকা খরচ এবং ধার না করেও মহমেডান এয়ারলাইন্স কাপ ও বরদলুই ট্রফি জিতেছে। অথচ বাইশ (?) লক্ষ টাকার দল ইস্টবেঙ্গল প্রকৃত অর্থে শীল্ড ছাড়া আর কোনও টুর্নামেন্টে সফল হতে পারে নি। বছরের শেষে শোনা গেছে, সব ফুটবলারই ক্লাবের কাছ থেকে টাকা পাবেন। সন্দেহ এবং অভিযোগের ফলে কর্মকর্তারা হঠাৎ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্লাব-সচিব বাজেট ঠিক করার জন্য মিটিং ডাকলেন। সেই মিটিংয়ে ঠিক হল গতবারের মত যেন দল গড়ার ব্যাপারে বাজারে ধার-দেনা বেশি না হয়। নামী ফুটবলারদের মধ্যে তরুণ দে ও এমেকা ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের অন্য ফুটবলারদের নিয়ে অন্য ক্লাবে টানাটানি নেই। এই দু-জনকে ধরে রাখতে পারলে এবং চিমাকে যদি জালে তুলতে পারে সাতাশির দল নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের ভাবনা বিশেষ থাকবে না। চিমাকে না পেলে ইস্টবেঙ্গল দেবাশিস রায়ের জন্য চেষ্টা করবে। ইস্টবেঙ্গল যদি তরুণ-এমেকা ছাড়া অন্য ফুটবলারদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকত তাহলে বাজেট-মিটিং আগে ডাকতে বাধ্য হতেন। ইস্টবেঙ্গল 'চুপ' থাকায় আসরে উত্তেজনার ভাটা পড়ে।

ভাটার তৃতীয় কারণ, মহমেডান ফুটবল সচিব ওমরের গ্রেপ্তার ও মহমেডান দলের 'বি' গ্রুপে নেমে যাওয়ার ঘটনা। গতবারে চিমাকে আটকে রেখে এবং জামশিদের জন্য বড় অফার দিয়ে মীর মহম্মদ ওমর আসরের হাওয়া 'গরম' রেখেছিলেন। এবার তিনি সক্রিয় নন। ফর্মে নেই জামশিদও।

ভাটা-পড়ার শেষ কারণ মোহনবাগানও এবার এক-দুজন ছাড়া অন্য দলের আর কারর জন্য মরীয়া নয়। গতবার অলোক-দেবাশিস, ও মিশ্র, মানিকে নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছিল। এবারে মোহনবাগান মহলে স্বাভাবিক কারণে তৎপরতা নেই বললেই চলে। সাতাশির দল বদলের আসরে একমাত্র তুরুপের তাস চিমা ওকেরি। চিমা মহমেডানে

থাকলে ওর সঙ্গে এমেকার নাম জড়াবে। চিমা ইস্টবেঙ্গলে গেলে এমেকা দল পরিবর্তন করবেন না। জামশিদ কম টাকায় ইস্টবেঙ্গলে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে এবারের একমাত্র আকর্ষণ চিমা।

গাইড লাইন তৈরি

সাতাশির দল কী হবে, এব্যাপারে মোহনবাগান কর্মকর্তারা সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই প্রতিবেদন যখন আপনারা পড়বেন; কাজও ততদিনে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। সাতাশির দল সাজাতে মোহনবাগানের টার্গেট মোটামুটি এই রকম: স্টপারে তরুণ দে, মাঝমাঠে সত্যান, একা আসতে চাইলে বিকাশের নামেও কারও আপত্তি নেই, ফরোয়ার্ডে বিজয় কুমার এবং নরিন্দার থাপা। এঁদের কাউকে না পাওয়া গেলে ভাবা যেতে পারে গোয়ার আলফান্সো এবং ক্যামিলো। এবং গোলকীপার অতনু ভট্টাচার্য।

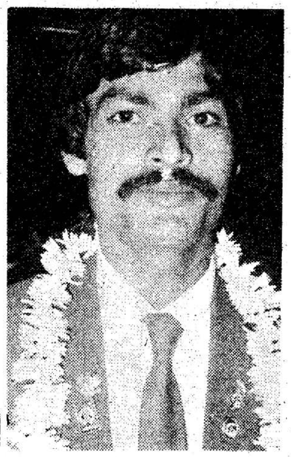
প্রধান টার্গেট তরুণ দে

মোহনবাগানের রিক্রুটিং অফিসাররা মনে করছেন, অন্য দল থেকে যদি স্টপার নিতেই হয়, তাহলে তরুণ দে ছাড়া আর কারও নাম ভাবা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে তরুণ শ্রেষ্ঠ স্টপারদের অন্যতম। মোহনবাগান তার যোগ্য সম্মান দিয়েই তাঁকে পেতে চায়। তবে, আকাশ ছোঁয়া টাকার পরিমাণ দাবি করলে, মোহনবাগান উৎসাহ হারাবে। মোহনবাগানের পক্ষে খোকন সিনহা তরুণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। এক কর্মকর্তা বললেন, "চুক্তির ব্যাপারটা ক্লাবই সরাসরি দেখবে। এর মধ্যেই ক্লাবের পক্ষ থেকে ওর সঙ্গে কথা বলা হবে। আমরা ওকে যোগ্য সম্মান দিয়েই আনতে চাই।"

অমিত ভদ্র এবং সুব্রত ভট্টাচার্য

শেষ মুহূর্তে নিজেই পিছিয়ে না এলে তরুণকে যে ধরে রাখা যাবে না, এ ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গল সচেতন। তরুণের জায়গায় ইস্টবেঙ্গল তাই অমিত ভদ্রর নাম ভাবতে শুরু করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত অমিতের সঙ্গে সরকারিভাবে কেউ কথা বলেননি। তরুণ-সুব্রত একই দলে থাকলে অমিত কি লাল-হলুদের দিকেই পা বাড়াবেন? অথবা মোহনবাগান যদি তরুণ-অমিতকে গুরুত্ব দেয়, কী করবেন সুব্রত ভট্টাচার্য?

নিজের অফিসে বসে সুব্রত জানালেন, তরুণ এলে আমাদের ডিফেন্স অনেক শক্তিশালী হবে।





অমিত যদি ভয় পেয়ে থাকে, ভুল করছে। আমি থাকতে অমিত ইস্টবেঙ্গলে যাবে, যাক্ তো! লিখে নিন, ও মোহনবাগানেই থাকবে। তরুণ খেললেও একজন জুনিয়রকে তো তৈরি করতেই হবে। আমি আর কতদিন খেলব? অমিতকেই তৈরি হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে আস্তে আস্তে। ও যেন এসব বাজে চিন্তা না করে?"

অতনুকে সঙ্গে কথা বলবেন এক সিনিয়র ফুটবলার

তনুময় বসুকে নিয়ে কোন সংশয় নেই। মহমেডানে ফিরে যেতে পারেন প্রতাপ ঘোষ। সুতরাং মোহনবাগান গোলকীপার হিসাবে চায় অতনুকে। ইস্টবেঙ্গলে ভাস্কর-অতনুর একটা নীরব লড়াই আছে। অতনুকে পেতে মোহনবাগান সেটাকেই তুলে ধরতে চাইছে না। ইস্টবেঙ্গলের মত হাঁক-ডাক করার মত অর্থও প্রলোভন হিসেবে অতনুর দিকে তুলে ধরবে না। মোহনবাগানের এক সিনিয়র ফুটবলার ব্যক্তিগত ভাবে চান অতনু মোহনবাগানে খেলুন যোগ্য সম্মান নিয়েই। অতনুকে পেতে মোহনবাগান নির্ভর করবে সেই সিনিয়র ফুটবলারটির ওপর। সিনিয়র ফুটবলারটির ধারণা, তাঁর অনুরোধ অতনু ফেলতে পারবে না। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অতনুকে ধরে রাখতে ইস্টবেঙ্গলও এবার তেমন উৎসাহ দেখাবে না।

তালিকায় নেই সুদীপ-কৃশানু

মাঝমাঠে বিকাশকে চাইলেও সুদীপ-কৃশানুকে কোন অফারই মোহনবাগান দেবে না। এই খবর জানিয়েছেন এক প্রথম সারির কর্মকর্তা। তিনিই জানান, 'বিকাশকেও পাওয়া যাবে না এটা আমাদের জানা আছে। গ্রুপ ছেড়ে ও সম্ভবত আসবে না। তবুও আমরা একবার বলব।' বিকাশ আসুক না আসুক, সত্যানকে মোহনবাগান পাবেই, এ বিশ্বাস তাঁদের আছে। কথাবার্তাও নাকি তার সঙ্গে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। মাঝমাঠে ছেড়ে দেওয়া হবে ফরিদকে, এই সিদ্ধান্তও প্রায় পাকা এবং প্রয়োজনে অমলরাজকেও। কেন নয় সুদীপ-কৃশানু? কর্মকর্তাটি জানালেন, 'প্রথম বিশাল টাকা দিয়ে ওদের তিনজনকে নিয়ে আসার কোন যুক্তি নেই। দ্বিতীয়ত একগাদা ফুটবলার এনেও তো লাভ নেই, জায়গা কোথায়? বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এই সঙ্গে তাঁরা নাকি অতীতের ঘটনাগুলোকেও মনে রাখছেন

নিশ্চিন্তে ইস্টবেঙ্গলও

এবার দলবদলের বাজেটে টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। ঠাণ্ডা মাথায় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা একটা জিনিস বুঝেছেন, সাতাশির দলবদলে আর যাই হক, অন্য দুই প্রধান বিশাল টাকা নিয়ে আসরে নামছে না। এছাড়া নানা ঘটনায় ফুটবলাররা যে ভাবে ছিয়াশিতে বিতর্কে জড়িয়েছেন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য ক্লাবে যাওয়ার ভরসা পাবে না। ক্লাবের আর্থিক অবস্থা খারাপ, গত বছরের মত এবার তাঁদের সেরকম টাকা দেওয়ার সামর্থ নেই, একথা তাঁরা ফুটবলারদের বোঝাতেও পেরেছেন। সাতাশির দলবদলের সময়ই সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে বলে তাঁরা ফুটবলারদের বলেছেন। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল নিশ্চিন্ত যে, দলবদলে তাঁরা খুব ঠকবেন না।

মূল টার্গেট চিমা

একটি ফুটবলারের জন্যই তাঁরা কোমর বেঁধে নামবেন, তিনি হলেন চিমা ওকেরি। ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা জানেন, চিমাকে পেলেই হাতের মুঠোয় থেকে যাবে এমেকা ইউজিগও। বাংলাদেশে আবাহনীর হয়ে খেলতে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা চিমার খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। সম্পর্কটাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন। মন্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন এমেকাকেও। মহমেডান বি গ্রুপে নেমে গেলে ইস্টবেঙ্গল এক ধাপ এগিয়ে যাবে। চিমার ওপর মহমেডানেরও যথেষ্ট উৎসাহ। তবে আশা ছাড়তে রাজি নয় ইস্টবেঙ্গল। শেষ পর্যন্ত চিমাকে নিয়েই হয়ত জমে উঠবে সাতাশির দলবদলের আসর।

চিমা ফিরেছেন: 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি

শনিবার নাইজেরিয়া থেকে চিমা ওকেরি ফিরে এলেন কলকাতায়। গতবারের মত ফাঁদ ছিল না, কলকাতা প্রবেশের পথ এবার চিমার কাছে ছিল মসৃণ। তবুও খবর পৌঁছে যায় ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান শিবিরে। দুপক্ষই নড়ে-চড়ে ওঠে।

চিমা কিন্তু নির্বিকার। মহমেডান সচিব ইব্রাহিম আলিকে তিনি বলেছেন, 'মহমেডান ছাড়ার কথা আমি এখনও ভাবিনি।' ঘনিষ্ঠ মহলে চিমার কথাবার্তাও মোল্লা সাহেবের কানে এসে পৌঁছেছে। তিনি নাকি বলেছেন, "ইস্টবেঙ্গলকে আমি এখনও কোন পাকা কথা দিইনি। ওদের থেকে অ্যাডভান্স নিইনি।' অবশ্য কোন দলে খেলব, সে সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নিইনি।' চিমার সঙ্গে কথা বলে এবং ঘনিষ্ঠ মহলে তার কথাবার্তা শুনে মোল্লা সাহেব আশান্বিত, চিমা মহমেডানেই থাকবে। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, ইস্টবেঙ্গলের কারও সঙ্গে তখন পর্যন্ত চিমার কথা হয়নি। তবে, বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, 'অল আউট ঝাঁপাবার জন্য ইস্টবেঙ্গল তৈরি।

ভুল সংশোধন

৯ জানুয়ারি সংখ্যায় পাতার নম্বরে গণ্ডগোল থেকে গেছে। ২১ নং পাতাটি আসলে হবে ২২ নং, আর ২২টি হবে ২১টি। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্যারাট্রুপাররা কখনও রোমহর্ষক, কখনও ফুলের পাপড়ির মত

খেলার প্রতিবেদন

'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি (পড়িছ বসে আমার কবিতাখানি)' না আদৌ কবিতা নয়, 'কে তুমি ভাবিছ বসে আমার ছবিখানি', সত্যভ্রষ্ট কবির মত এখন থেকে একশ বছর আগে উত্তর কলকাতার কীর্তি ভিলায় (মোহন-বাগান লেন) বসে সেই কলেজ প' ছাত্ররা কি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাদের সৃষ্টি একশ বছরের ইতিহাস গড়বে? যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে 'অ্যাডভেঞ্চারস' 'আকাশঝাঁপের' সাক্ষী হবে? তাদের সৃষ্টি অক্ষয় হয়ে থাকবে 'পিনপয়েন্ট' প্যারাট্রুপের' কাল পর্যন্ত, আরও আরও অনেক বছর---।

ওঁরা আজ না থাকলেও, ওঁরা সেদিন স্বপ্ন না দেখলেও, আমরা ওঁদের উত্তরাধিকারীরা ১১ জানুয়ারি দেখলাম, উপভোগ করলাম দুঃসাহসিক 'স্কাই ডাইভিংয়ের' খেলা। একশ বছর আগেও মোহনবাগান খেলেছিল এবং হেরেছিল সেনাদলের কাছে, একশ বছর পরেও মোহনবাগান খেলল এবং হারল ওই অন্য এক সেনাদলের কাছে। আজি হতে শতবর্ষ আগে, এই বিদেশী দলের বিরুদ্ধে লড়াইকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যে স্পিরিট নিয়ে উপভোগ করতে আসতেন, গত ১১ জানুয়ারিও আমরা সেই 'পুরাতনকে' ফিরে পেলাম, 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' মনে উপভোগ করলাম।

দিনের সোনার আলোয় গ্যালারিতে গলে গেলেন ৮ থেকে ৮০ বছরের মানুষ। আকাশে-বাতাসে সে কী এক অদ্ভুত দোলা, 'একশ বছরের স্মরণে' ভেদাভেদ ভুলে মন্ত্রী-সান্ত্রী কর্তা-কর্ত্রী, সকলেই ঊর্ধ্বপানে চেয়ে চেয়ে 'স্কাইডাইভারদের' ভাবছিলেন ঐ বুঝি মহামানব আসে। 'আর আঠার বছর বয়স জানে রক্তদানের পুন্য' এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধদের 'আকাশ-ঝাপের' প্রতি দুর্দাম চঞ্চলতা লক্ষ্য করলাম গলি থেকে রাজপথে, অর্থাৎ গ্যালারি, র‍্যামপার্ট, শহিদ মিনারের পাদদেশ, পার্শ্ববর্তী মাঠ ছাড়িয়ে ওঁদের যৌবন জলধিতরঙ্গের ঢেউ লেগেছে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত।

সকলেরই দেহমনকে ছুঁয়েছিল যেন 'ফাগুন বাতাস', কিসের উতলা-উত্তর হাওয়া! রঙ-বেরঙের সাজ পোশাক। দ্যুলোকে ৮ হাজার ফিট ওপর থেকে অণু-পরমাণুর মত একের পর এক বিন্দু খসে পড়তে দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বুঝি নক্ষত্রস্খলন ঘটছে। কিছুক্ষণ পড়েই মনে হল, বুঝি বা স্বর্গের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছেন। এক, দুই, তিন একে একে বার জন 'স্কাইডাইভার' বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'যুদ্ধং দেহী'ভাবে ওঁরা

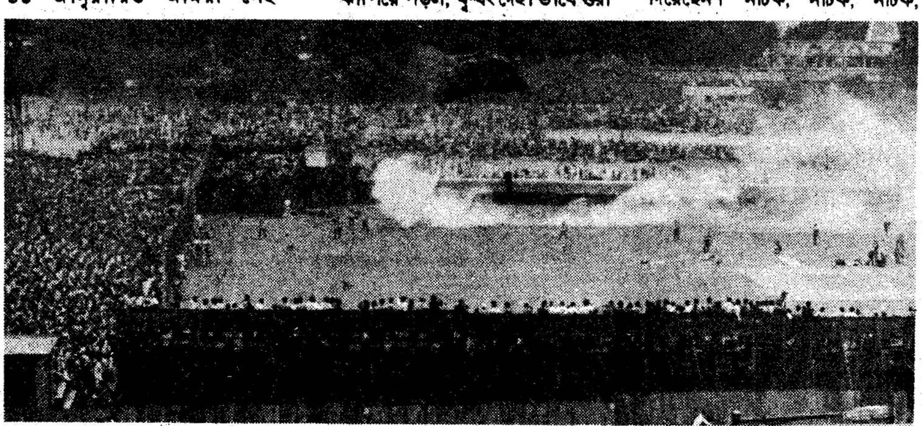


আকাশ পথে অনেক প্যারাট্রুপার

গন্তব্যস্থলের পথে নেমে এলেন বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই, কিন্তু সংখ্যায় মোট ১১ জন। কারণ একজন শুধু ছিটকে গেলেন, ঈষৎ যান্ত্রিক গোলযোগে বিবেকানন্দ দত্ত বাধ্য হলেন সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুয়ের এক বাড়ির ছাদে নামতে। উদ্ধারকারী দলকে সঙ্গে করেই তিনি মাঠে ফিরে এলেন।

সকলেরই চোখমুখে ছিল প্রাথমিক উৎকণ্ঠা কেননা যেই লাফায় সকলেই মাঠের বাইরে রীতিমত বেপরোয়া জায়গায় ভাসছে, কিন্তু না সময়মত স্টিয়ারিং করে ওদের সকলেই মাঠে নেমে দর্শনপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করেছেন, হাসার সুযোগ দিয়েছেন। নাটক, নাটক, নাটক, একের পর এক নাটক। একজন 'ডাইভার' পা ভাঙলো, তাঁর দিকে ছুটতে ছুটতেই আরেকজন এসে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আছড়ে পড়ল, কি অদ্ভুত রসিকতা। ঈষৎ হেসে হজম করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মাঠ ছাড়লেন। ইন্টারভাল, না পপকর্ন, আইসক্রীম বা চিপস্ নয়, বিশিষ্ট অতিথিরা একে অন্যের সঙ্গে সহবৎ আদান-প্রদান করে নিলেন। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্ত, জি ও সি ইস্টার্ন কম্যান্ড মিঃ জে কে পুরী, আই জি বীরেন সাহা, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি, এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষ-----আরও কত কে। পরে পরেই ঢুকলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী অজিত পাঁজা সঙ্গে তাঁর পরিবার, মেয়ে-জামাই এবং পি সি সি'র অন্যতম এক্সিকিউটিভ প্রণব ঘোষ।

এরপর গগন দেবের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে উড়িয়ে দেওয়া হল নানারঙের ঝাঁকঝাঁক বেলুন। ক্যামেরাস ফ্ল্যাশ আর প্রীতি পরিচয় বৃদ্ধি বিনিময় ইত্যাদি। শুরু থেকে শেষ নিথর, মন্দ্র মন্থর গ্যালারি, শেষ হয়ে গেল খেলা। আবার তৎপরতা, উচ্ছ্বব, খেলোয়াড়ের হাতে হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা। বিরল এক মুহূর্তের ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে রইলেন অজিতবাবু। ক্লাব সচিব ধীরেন দে সাদরে ক্লাব তাঁবুতে নিয়ে গেলেন অজিতবাবু এবং প্রণববাবুকে। তাঁবু লন অপূর্ব সাজ দেখে অজিতবাবুর ইম্প্রেশন, 'সুন্দর বটে তব অংগদখানি, তারায় তারায় খচিত --- ।' জলযোগ না হলেও, আসন্ন শতবার্ষিকী নিয়ে তথ্যমন্ত্রী এবং প্রণববাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনায় মজে গেলেন ক্লাব সচিব। বেরবার পথে পড়ল 'শোভন-লোভন' তোরণ, তারায় তারায় খচিত। বহুদূর চলে গিয়েও কানে ভেসে আসছিল 'সাজ্জাদ হোসেনের' সানাইয়ের সুর, আর স্যারাদিনের ছবিটা।



ফুলের পাপড়ির মত নেমে এলেন প্যারাট্রুপাররা

ছবি: বিকাশ সাধু

কেন প্রাক্তন ফুটবলাররা অবহেলিত হলেন?

মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষের পদধ্বনী শোনা গেল সাতাশির ১১ জানুয়ারি। ক্ষুব্ধ এক প্রাক্তন মোহনবাগানী ফুটবলার মন্তব্য করলেন, 'এটা মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক-শতবার্ষিকী নয়, ধীরেন দে-র ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান।' নিন্দুকরা বলছেন, দল গঠনের টাকা তোলার জন্য ধীরেন দে প্রাক-শতবার্ষিকীর ফন্দি এঁটে চমক দেখাতে চেয়েছেন। সামনের সারিতে আসার জন্য এবার থেকে শুরু হবে 'ল্যাং' মারামারির প্রতিযোগিতা। মাননীয় ধীরেন দে ১১ জানুয়ারি সেই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মোহনবাগান মাঠে প্রায় ঢাকঢোল পিটিয়ে।

যুক্তিবাদীদের বক্তব্য, প্রাক-শতবার্ষিকী উৎসব প্রকৃতই যদি মোহনবাগান ক্লাবের হবে তাহলে এই ক্লাবের পিছনে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁরা কেন উপেক্ষিত হবেন? প্রাক-শতবর্ষের আলোয় উজ্জ্বল হওয়ার পিছনে কর্মকর্তাদের অবদানের চেয়ে সব বিভাগের খেলোয়াড়দের অবদান কি নেহাতই ম্লান? মোহনবাগান ক্লাব মানে কি ধীরেন দে? কিন্তু প্রতিবাদ করার মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের এতই অভাব বলে প্রাক-শতবর্ষের আসরে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েছেন সবুজ-মেরুন রঙে মোড়া ইতিহাসের নায়করা। তাই উৎসবের দিনেও ছিল বিষাদের সুর।

চমক দেখানর যাবতীয় উপকরণ ছিল। তবুও সর্বত্রই ছিল বিরাট এক শূন্যতার ছোঁয়া। আলোর রোশনাই, সজ্জাদ হুসেনের সানাই, সবুজ-মেরুন রঙের বিরাট তোরন, তোরনের সামনে ঘট আর ডাব; রঙবেরঙের বেলুন, প্যারাট্রুপারদের রোমহর্ষক আকাশঝাঁপ এবং মন্ত্রীদের সমারোহ — ১১ জানুয়ারির বিকেলে মোহনবাগান মাঠে সব ছিল। ছিল না মহান ঐতিহ্যর স্মরণীয় নিদর্শন। অহঙ্কার আর আত্মতৃপ্তির জোয়ারে গা ভাসিয়েছিলেন বর্তমান কর্মকর্তারা। ওঁদের ঘিরে ভক্তবৃন্দরা বুকে ব্যাজ পরে ভিড় বাড়িয়েছেন সারাক্ষণ। কিন্তু যাঁদের দৌলতে প্রাক-শতবর্ষে পৌঁছল মোহনবাগান, তাঁদের অনেকেই ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে-অবহেলায় ধিক্কার জানিয়েছেন।

মন্ত্রীদের কাছাকাছি থাকার জন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেল। স্বয়ং ধীরেন দে বিখ্যাত এক প্রাক্তন ফুটবলারকে ধাক্কা দিয়ে উইং কমান্ডার, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়ানর জন্য যেভাবে এই বয়সেও লড়াই চালালেন, তা দেখে লজ্জা পেয়েছেন অনেকেই। সন্ধ্যায় চা-চক্রে আমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁদের দেখলাম, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল মোহনবাগানের আসন্ন শতবর্ষের সৈনিক! প্রাক্তন খেলোয়াড়দের কেন আমন্ত্রণ জানান হল না, এ প্রশ্ন তুলেছেন অসংখ্য ক্লাব সদস্য-সমর্থক। এবং অসন্তোষে ফেটে পড়েছেন প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও।



পরিচিতি পর্বে সুব্রত ভট্টাচার্য। ছবি: সদ্যং দে



আহত প্যারাট্রুপারের শুশ্রূষায়। ছবি: সদ্যং দে

উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ছিল প্রদর্শনী ম্যাচ। ম্যাচের আগে কর্মকর্তাদের হাবভাবে গর্বের ছাপ ছিল, কিন্তু ম্যাচে পরাজয়ের পর দেখা গেল গঠিত কর্মকর্তারা গুটিয়ে গেলেন। উৎসবের সব আনন্দই মাঠে মারা গেল। সার্ভিসেস দুর্দান্ত ফুটবল খেলল মোহনবাগানের বিপক্ষে। চমৎকার শটে গোল করে জেতালেন সার্ভিসেসের লোধা। সব বয়সের দর্শকদের অভিনন্দন কুড়োলেন সার্ভিসেসের জাতীয় দলের ফুটবলাররা। জাতীয় ছুটির আমেজ কাটাতে বাড়ির কর্তারা যেমন পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, ১১ জানুয়ারি তেমনি বাড়ির কর্তারা আমেজ কাটাতে বেছে নিয়েছিলেন মোহনবাগানের প্রাক-শতবর্ষের আসরকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে যখন মনে করবে এই দিনটির কথা, ওরা হাসবে, স্মৃতি থেকে জোর করে টেনে আনবে মোহনবাগান-সার্ভিসেসের ম্যাচের স্মৃতি। ওরা কটাক্ষ করবে। মোহনবাগানের ফুটবলাররা কি একটু সচেতন হতে পারতেন না?

কোচ অমল দত্ত এই পরাজয়কে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বললেন, 'এটা প্রদর্শনী ম্যাচ, এই ম্যাচের হারজিত-এ কিছু এসে-যায় না।' কর্মকর্তারা এই যুক্তি মানতে রাজি নন। দর্শকরা দেখতে এসেছিলেন, মোহনবাগানের চমৎকার ফুটবল। ম্যাচের পর ফুটবলাররাও উপলব্ধি করলেন, ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। সুব্রত ভট্টাচার্য বললেন, 'এতটা গা-ছাড়া ভাব দেখানো উচিত ছিল না। তবে মোহনবাগান এর চেয়ে কটা ভাল ম্যাচ ছিয়াশিতে খেলেছে বলতে পারেন? এই ম্যাচে শুধু ক্লাবের সম্মান জড়িত ছিল না, প্লেয়ারদের সম্মানও জড়িত।' একাধিক ফুটবলার পরিবেশকে হাল্কা করার জন্য বলেছেন। কেন এতটা সিরিয়াস হচ্ছেন, ম্যাচটা তো এক্সিবিশন।' তবুও প্রাক-শতবার্ষিকীর আসর শেষ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

আমরা আশা করব, শতবর্ষের সময় মোহনবাগানের কর্মকর্তারা প্রাক্-উৎসবের ভুলভ্রান্তিগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বড় অনুষ্ঠানে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই থাকে, কিন্তু শতবর্ষের মুহূর্তে এমন যেন ত্রুটি না হয় যেখানে রক্ত জল করা খেলোয়াড়দের অবদান উপেক্ষিত হবে। শেষ কথা এটাই, মোহনবাগান ক্লাব কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।'

ইস্টবেঙ্গলের ঘরোয়া কোন্দল

বিক্ষুব্ধ অবৈতনিক হিসাব পরীক্ষককে শান্ত করতে সহসচিব সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন?

পার্থসারথি ঘোষ

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিক্ষুব্ধ অবৈতনিক হিসাব পরীক্ষক তাপস সাহা সম্পর্কে ঘটনার প্রায় দেড় মাস পর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের টনক নড়ল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, গত ৫ জানুয়ারি ক্লাব সচিব ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত ক্লাবের প্যাডে সরকারি ভাবে চিঠি লেখেন অবৈতনিক হিসাব পরীক্ষক তাপস সাহাকে। চিঠির বক্তব্য ছিল এইরকম, দীর্ঘদিন ধরে আমরা আপনার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত এবং কতগুলো বিষয়ে আপনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

দু দিন পর উত্তর ভারত ঘুরে এসে অফিসে যোগ দিয়ে ক্লাব সচিবের চিঠিটি পান তাপসবাবু। গত বুধবারই (৭ জানুয়ারি) তিনি ক্লাব সচিবের চিঠির জবাব তৈরি করে ফেলেন। অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় তিনি চিঠিতে জানিয়ে দেন ক্লাবে যাবার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা। কেননা সুবিচার না পেলে তাঁর পক্ষে আত্মসম্মান বিকিয়ে আর ক্লাবে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তী ঘটনাটুকু আর জানা যায় নি। তবে সেদিনই কিংবা তার ঠিক পরের দিন ক্লাবের সহকারী সচিব অরুণ ভট্টাচার্য ব্যক্তিগতভাবে তাপসবাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসে এক সাক্ষাৎকারে যান। প্রশ্ন এখানেই, এই সাক্ষাৎকার তাহলে কিসের ইঙ্গিত?

'প্রতিকারহীন শাস্তির অপরাধে' – শান্তানাম সেদিন আমায় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমরা ক্লাবে (ইস্টবেঙ্গল) যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।' কে এই শান্তানাম সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তবে চৌরঙ্গী কণক বিল্ডিংয়ে গ্রীন্ডলেস ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে, ব্যাঙ্ককর্মী তাপস সাহা নাইজেরিয়ান ফুটবলার এমেকা ইউজিগোর হাতে লাঞ্ছিত হলেও এমেকার ঔদ্ধত্যকে ক্লাব কর্মকর্তাদের হজম করে নেওয়া; আর নিরীহ-মার্জিত শান্তানামের ক্ষোভ দুটোই পাশাপাশি দারুণ মিলে যায়। তাপস সাহার আরেক পরিচয় তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অবৈতনিক হিসাব রক্ষক। নাড়ীর যোগ, মরমী কর্মী ইত্যাদি শব্দগুলো তাপস সাহা এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দুজনের মধ্যেই দারুণ মিলে যায় আর শান্তানাম! কেউ নয় – ক্লাবের সাধারণ সচিব থেকে মালি কোন জায়গাটাই তার নয়, তবু 'দাঁড়ায়ে অনন্দে ইস্টবেঙ্গলের জয়গান গান'; এক কথায় একজন খাঁটি লাল-হলুদ কমরেড। শান্তানাম গ্রীন্ডলেস ব্যাঙ্কে তাপস সাহার পাশের চেয়ারের সহকর্মী, সওদাগরী ব্যাঙ্কের ১০-৫টা টাইপিস্ট এবং তারপর তার দু-হাতের দশটা আঙুল অনবরত ওঠানামা করে লাল-হলুদের প্রতি ভালোবাসায়, বিনা পারিশ্রমিকে পাতার পর পাতা টাইপ করেন পরিচয়হীন ইস্টবেঙ্গলের আজ্ঞাবহ শান্তানাম। সেই শান্তানামই দুঃখ করে বলেছিলেন আমরা ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শান্তানামের অভিমান, 'এমেকা তাপসবাবুকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করল অথচ তার কোন প্রতিকারের নেই। নিঃস্বার্থে-নিঃশেষে ক্লাবের জন্য দেহ-মন উজাড় করে দেব, কিন্তু আত্মসম্মান বিকিয়ে নয়।'

বুঝেছিলাম, 'মান' সম্পর্কে যথেষ্টই 'হুঁশ' আছে ('মান – হুঁশ' – মানুষ) তাপসবাবুর। তাই দেখা হওয়া মাত্রই তাপসবাবু জানালেন, 'যেদিন এমেকার হাতে লাঞ্ছিত হলাম সেদিন থেকেই ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। একমাস হয়ে গেল ক্লাব কর্মকর্তারা আমার অপমানের কোন বিচার করেননি। শুধু ক্লাবকে ভালবাসি বলেই ক্লাবের জমে থাকা কাজগুলো অফিসে কিংবা বাড়িতে বসে সেরে ফেলছি।'

তাপসবাবুর কথায় বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সবাই উকিল নেই শুধু বিচারক। বিচার সেখানে ডুকরে ডুকরে কাঁদে: তাপসবাবুর ক্ষোভ অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে থাকলেও, জ্ঞানী মানী ক্লাব সচিব ডঃ ভবরঞ্জন সেনগুপ্তর বিরুদ্ধেই সর্বাধিক। 'অর্থাৎ যে ক্লাবে ক্লাব সচিব নিজে ড্রেসিংরুমে অপমানিত হয়েও 'বদহজম' রোগে ভোগেন না, ----ওঃ অবশ্য চিকিৎসক কিনা।'

তবে ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে এমেকা ঘটনার যবনিকা টানতে দেননি তাপসবাবু নিজেই। তার অভিযোগ, "টীম এবং কর্মকর্তারা অনেকেই যখন বোম্বাইয়ে রোভার্সে খেলায় ব্যস্ত তখনই ক্লাব সচিবের হাতে অনেক সময় ছিল এমেকাকে শাস্তি দেওয়ার, সাসপেন্ড করবার। সব জেনে-শুনে তিনি খামখেয়ালি আচরণ করলেন, অপেক্ষা করে রইলেন বোম্বাই থেকে সকলের ফেরার। আমি শুধু অপেক্ষা করে রয়েছি কবে ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক ডাকা হবে এবং সেদিন প্রমাণ সাবুদ দিয়ে সবাইকে ছিঁড়ে ফেলে দেবো। বুঝিয়ে দেবো এমেকোর সঙ্গে কর্মকর্তাদের চুক্তির খেলাপ, দুর্ব্যবহার, ভুল-বোঝাবুঝি' এই তিনের মিলিত শিকার হলাম আমি।

তাপসবাবুর লাঞ্ছনার ফ্ল্যাশ ব্যাকে ফিরে আসা যাক। আমি তখন নিজের টেবিল ছেড়ে বিভাগীয় ইনচার্জের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, হাতের পাশে টেলিফোন সেদিন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র মূর্তির এমেকা। প্রথমেই ও জানতে চাইলো, 'চিমা কেন আবাহনী ক্রীড়াচক্রের হয়ে খেলতে বাংলাদেশ গেল?' স্পষ্টই বোঝা গেল এমেকা একটা 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' ভুগছে। চিমা আবাহনীর হয়ে ঢাকায় খেলতে যায় ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তা ও ফুটবলারদের সঙ্গেই। এমেকার স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল, '৮৭র মরসুমের জন্য হয়তো চিমা-র সঙ্গে কথাবার্তায় এগোচ্ছে ক্লাব কর্মকর্তারা। অথচ চিমার ইস্টবেঙ্গলে যোগ মানেই এমেকার বিয়োগ। আমি বেশ অবাক সুরেই এমেকাকে বললাম, চিমা কেন ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ গেছে তা চিমা এবং ক্লাব-কর্মকর্তারাই জানেন। চিমা তো আমাকে কিছু বলে যায় নি।

এমেকার পারফরমেন্স চকচকে হলেও, এমেকার আচার ব্যবহারের ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা বিস্তর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষত অর্থকরী দাবিদাওয়া এবং কাগজে-ম্যাগাজিনে বিবৃতি দেওয়া নিয়ে। তাপসবাবু একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন: "চিমা প্রসঙ্গে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে, এমেকা আমার কাছে বকেয়া টাকা দাবি করে। আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিই যে আমি হিসাবররক্ষক, যতক্ষণ না ক্লাবের কর্মকর্তারা তাকে লিখিত আদেশ করছেন তার আগে তিনি কাউকে এক পয়সা দিতে পারেন না। এরপরই বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গে এমেকা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আমার কলার (জামা) চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি কিছুটা চলে এবং সরোষে এমেকা উত্তেজিত অবস্থায় টেলিফোনের রিসিভারটি মাটিতে আছড়ে ফেলে। আমাকে প্রথম সাহায্য করতে এগিয়ে আসা কর্মী ভদ্রলোকও ঈষৎ নিগৃহীত হন এমেকার হাতে। মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা হইচই। এরপর বেশ কয়েকজন এমেকার দিকে ছুটে আসে এবং একযোগে অফিস থেকে ক্রুদ্ধ এমেকাকে বার করে দেয়।

তাপসবাবু বলেন, আমার কাছে কেন, ক্লাব কর্মকর্তাদেরও কাছে এমেকারর টাকার দাবি অত্যন্ত অযৌক্তিক। ওঁর সঙ্গে মে মাস থেকে ৭ মাসের জন্য মাসিক ৭ হাজারর টাকা করে ক্লাবেরর চুক্তি। ওঁর মোট পাওনা হয় ৪৯ হাজার টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যেই এমেকা ৫০ হাজারর টাকা পেয়ে গেছে। সুতরাং ওকে কিছু দেবার প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া এমেকা টাকার দাবিতে রোভার্সের আগে ছলনার আশ্রয় নিয়ে কলকাতায় থেকেও ক্লাব-কর্মকর্তাদের বলে বেড়িয়েছে সে কলকাতায় ছিল না এবং সেই হিসেবে 'বারগেইনিং' করতে প্র্যাকটিসে এল না। আমরাও ডাকলাম না। কোচ যথার্থই বললেন, 'ইনডিসিপ্লিনড ফুটবলারকে বরদাস্ত করব না।' আমরা ওর বাসস্থানে নিজাম প্যালেসে তিনদিন লোক পাঠালাম, আমাদের সন্দেহ সে ঘরে থেকেও দেখা দেয়নি। এমেকা অভিযোগ করল সে নাকি টাকা পায়নি। অথচ আমরা যখন চিবুজারেরমাধ্যমে ওঁর অসুস্থতার খবর পেলাম তখন ভাউচারের পেছনে চিবুজারের সই নিয়ে দুজনকেই টাকা পাঠিয়ে দিলাম। চিবুজার ওকে টাকা না দিলে আমরা কি করতে পারি।

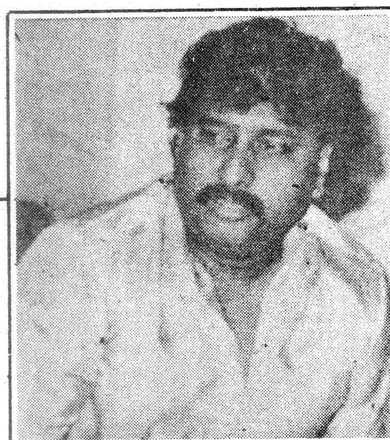
আর শ্যাম জানত রোভার্সের জন্য ঢাকা থেকে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা দু-জন ফুটবলার নিয়ে আসবে। সেজন্যই সে এমেকাকে বাদ দেবার কথা ভেবেছিল। তার আরও প্রমাণ, মনোজিৎ প্রথমে দল থেকে বাদ পড়েও পরে এমেকোর স্থানে রোভার্সে যাবার মুখে ওঁকে দলভুক্ত করা হয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে ডি সি এমের জন্যও ক্লাব কর্মকর্তাদের অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল। অথচ এমেকার অভিযোগের আরও একটা দিক, সে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে ফুটবলার আনা হল কেন। সুতরাং 'ফাউল' প্লে যাই থাকুক তার জন্য এমেকা এবং ক্লাব কর্মকর্তারাও পরস্পর জড়িত অথচ দুর্ভাগ্যের শিকার হলাম আমি। বৈঠকে এটাই আমারর বক্তব্য থাকবে। 'কাজীর বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি' – এমনটা আর হতে দেওয়া যায় না।'

সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে মহমেডান কাদের নিয়ে খেলবে?

রতন ভট্টাচার্য

গত বছরের সব ঘটনা ভুলে মহমেডান সাতাশির জন্য বড় দল গড়ার কাজে হাত দিতে বদ্ধপরিকর। ক্লাবকর্তাদের ধারণা, ক্লাবে গতবার যাই ঘটে থাকুক না কেন, বড় বাজেটের দল গড়লে অনেকেই এই ক্লাবে আসার আগ্রহ দেখাবে।

সম্প্রতি ক্লাবের কার্যকরী সমিতির এক সভায় মহমেডান কর্তারা কুড়ি লাখ টাকা বাজেটের ফুটবল দল গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দলগঠনের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তা নিয়েও কর্মকর্তারা দীর্ঘ আলোচনার পর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলেন। তবে এ কথা ঠিক ফুটবল সচিব মীর মহম্মদ ওমর জেল হাজতে থাকায় মহমেডান দলগঠনের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধায় হয়ত পড়তে পারে। কারণ অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, ওমর জেল থেকে না বেরতে পারলে, চিমাকে কিছুতেই মহমেডান আটকে রাখতে পারবে না। ওমর অবশ্য দূত মারফত খবর দিয়েছেন, সাতাশির জন্য শক্তিশালী দলগঠনের প্রস্তুতি নিতে এবং তিনি নিজেও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



ইব্রাহিম আলি মোল্লা



সুদীপ



বিকাশ



কৃশানু

মহমেডানের কার্যকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিছুতেই টীমে ফুটবলারদের ভিড় বাড়ানো হবে না। খেলোয়াড়দের সংখ্যা হবে সীমিত। এবার দলগঠনের মূল দায়িত্বে থাকছেন ক্লাব সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লা।

এই কমিটি প্রাথমিকভাবে এমেকা, চিবুজার, সুদীপ, কৃশানু ও বিকাশ ছাড়া একজন ভাল গোলকীপারকে দলে নিতে চায়। চিমার সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন, মহমেডান ওঁর সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট আশাবাদী এবং কর্তাদের ধারণা। চিমাকে ওঁরা দলে রাখতে পারবেন। চিমা এখন নাইজেরিয়ায়। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের বিশেষ চেষ্টা চলছে।

চিমাকে মহমেডান গতবারের চেয়েও অনেক বেশি টাকার অফার দেবে । এবং কর্মকর্তাদের ধারণা, ঐ টাকার অফার পেলে চিমা অন্য কোথাও যাবে না। কৃশানু-বিকাশ ও সুদীপের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা অফার দেওয়া হতে পারে বলে এক কর্মকর্তা জানান। আবার মহমেডান কর্তাদের একাংশের ধারণা, বেশি টাকার অফার পেলেও ওদের মহমেডানে খেলার মানসিকতা আপাতত নেই। সুতরাং ওদের শুধু শুধু দর বাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। তবুও কমিটি প্রাথমিকভাবে ওদের তিনজনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চালাতে চান।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এমেকা ক্লাবের ওপর খুবই বিরক্ত। রোভার্সে তাঁকে টীমের সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায়ও তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এইসব ঘটনাগুলোর জন্য তাঁর মহমেডান কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট বেড়েছে। এছাড়া এমেকা তাঁর চুক্তিমত টাকাও ক্লাব থেকে পায় নি। ইস্টবেঙ্গলের আর্থিক অচলাবস্থার কথা ভেবে তিনি মহমেডানে চলে আসতে পারেন বলে অনেক মহমেডান কর্তাদের ধারণা। মহমেডানে গোলকীপার হিসাবে কাকে সই করানো হবে, তা নিয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। তবে পুরো ব্যাপারটা ক্লাব সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লার পছন্দের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে কলকাতার ঘরোয়া ফুটবলের দলবদল শুরু হচ্ছে। এদিকে মহমেডান এবার সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে খেলতে যাবে। পাটনায় তাদের প্রথম ম্যাচ ২১ জানুয়ারি। অথচ এই ট্রফিতে খেলতে যাওয়ার আগে কোন প্রস্তুতিও নেওয়া হয় নি। ফুটবলারদের অনেকেই নানা কারণে ক্লাবের ওপর ক্ষুব্ধ। প্রায় সব ফুটবলারেরই ক্লাবের কাছে গতবছরের বহু টাকা পাওনা। এই অবস্থায় নামী ফুটলাররা কেউ আর এই ট্রফিতে খেলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে কিনা সন্দেহ। তবে এই ব্যাপারটাতে মহমেডান বেশ বেকায়দায় পড়তে পারে। ক্লাব সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লা কোচ শিবাজী ব্যানার্জিকে অনুশীলন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ প্লেয়াররা এখন কে কেমন কণ্ডিশনে আছে সেটা দেখে নেওয়া দরকার। ক্লাব সচিব নিজেই মহমেডান ফুটবলারদের অনুশীলনে আসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিজের হাতেই নিয়েছেন। কিন্তু ক্লাবের কোন ফুটবলারই নতুন বছরের চুক্তি ছাড়া সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপ খেলতে যাবেন না। এ ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সরাসরি ক্লাব সচিব মোল্লাকে জানিয়ে দিতে চান। কারণ ফুটলবারদের ধারণা মহমেডানের হয়ে খেলতে গেলে দলবদলের শেষ তারিখ পার হয়ে যাবে। তখন মহমেডান যে সব ফুটবলারদের ছেড়ে দেবে, তারা কেউই ক্লাব পরিবর্তনের কোন সুযোগ পাবেন না।

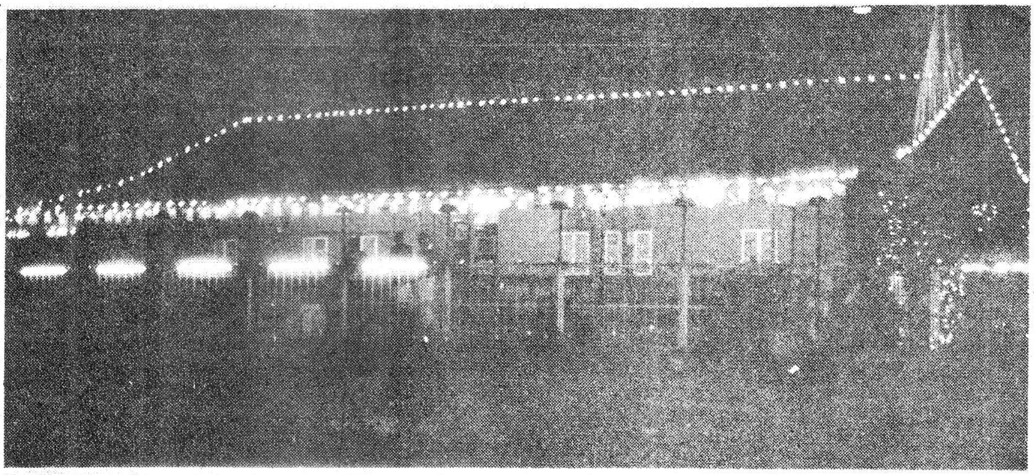
মহমেডান হয়ত সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে খেলতে যাওয়ার আগে তাঁদের কিছু স্টার ফুটবলারদের সঙ্গে পাকা চুক্তি করে ফেলবেন। কিন্তু তাহলেও সমস্যা কমবে বলে মনে হয় না। কারণ মহমেডানের নতুন চুক্তিবদ্ধ ফুটবলারদের দলে সই অথবা উইথড্র না করিয়ে পাটনায় নিয়ে যাওয়া ঝুঁকির কাজ হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের অন্য টীম মহমেডানের চেয়ে বেশি অফার দিয়ে পাটনা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং মহমেডান সে ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। তবে এই মুহূর্তে মহমেডানের কাছে অবশ্য একটা দিক খোলা আছে। খেলা পেছনর আবেদন। মহমেডান যদি প্রথম ম্যাচটা ২।৩ দিন পিছিয়ে নিতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা হয়ত এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু পাটনার সংগঠকরা তাতে রাজি হবেন কি? যদি রাজি না হন। তাহলে মহমেডান কাদের নিয়ে সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে খেলতে যাবে।

সাতাশিতে মহমেডান কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেট হাতে নিয়ে নামছে। এই খবরটা ময়দানে চাউর হয়ে যাওয়ায় মহমেডানের পুরনো ফুটবলাররা ব্যাপারটাকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তাদের ধারণা ব্যাপারটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই না। তাদের ধারণা অফিসিয়ালরা স্টান্ট দেখিয়ে প্লেয়ারদের দলে নিতে চাইছে। তবে মহমেডান ফুটবলারদের দৃঢ় ধারণা, প্রচুর টাকা অগ্রিম হিসাবে প্লেয়ারদের না দিলে কোন নামী দামী ফুটবলারের এই দলে আসাটা খুবই মুশকিল। প্লেয়াররা অন্তত সেই বোকামী করবে না।

ক্লাব সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লা অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছেন না। তাঁর ধারণা, এসব বাধা বিঘ্ন তাঁরা অনায়াসেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এখন দেখার বিষয়, মহমেডান কাদের নিয়ে সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে খেলতে যায়।

মাঠ-ময়দানের ডায়েরী

মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক শতবর্ষ উৎসব শুরু হল রবিবার নীল আকাশে ভেসে থাকা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের সঙ্গে করমর্দন করে প্যারাট্রুপারদের মোহনবাগান মাঠে নেমে আসার পর। শুভাশিস মল্লিকের তোলা এই ছবিটি সেদিনকার নয়। প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। পুরোপুরি সাজ-সজ্জায় মোহনবাগান তাঁবু ঝলমল করে উঠল অনুষ্ঠানের আগের দিন। সন্ধ্যের পর, অনুষ্ঠানের কাজকর্ম সেরে অনেকেই ফিরে গেছেন। শরীরে আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে একশ বছর বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান। ----, নস্টালজিয়া? সেটাই ত স্বাভাবিক!



কলকাতায় সুনীল গাভাসকার

কোন বিশেষ কাজে নয়, কটক থেকে ভারতগর্ব সুনীল গাভাসকার কলকাতায় এলেন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিকদের ডাকে। দুবছর আগে কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভোটে নির্বাচিত দেশের সেরা ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার তাঁর পুরস্কার নিলেন দুবছর বাদে। অনুষ্ঠানে চৌত্রিশটি সেঞ্চুরি-গোলাপের মালা সানির গলায় পরিয়ে দিলেন মোহনবাগানের সভাপতি উমাপতি কুমার। ট্রফি তুলে দিলেন প্রাক্তন ফুটবলার চুনী গোস্বামী। প্রত্যুত্তরে ফিরিয়ে দেওয়া সানির উষ্ণ অভিনন্দনের পরশ আমরাও অনুভব করলাম। কিন্তু কলকাতাবাসীর আন্তরিক আবেদন কি আমরা তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারলাম? বুঝিয়ে দিতে পারলাম, 'সানি, যে কুৎসিত ব্যবহার আপনার ওপর করা হয়েছিল, তার জন্য আমরা দুঃখিত লজ্জিত। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা আবার দেখতে চাই, ইডেনের সবুজ মাঠে আপনার গর্বিত পদক্ষেপ, চোখ জুড়োতে চাই আপনার ছোট্ট ব্যাটের শিল্প সৌন্দর্য্য দৃশ্যে। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, আপনার কৃপা যদি ঝড়ে পরে, কে বলতে পারে আমরাই হয়ে উঠব না আপনার পয়ত্রিশ নম্বরের সাক্ষী?'



গর্বিত অভীক এবং ----

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে সেরা স্থানীয় ক্রিকেটা'র অভীক মিত্রর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন সুনীল গাভাসকার। সন্দেহ নেই, এই বিশেষ মুহূর্তটিকে অভীক মনে রাখবেন বহুদিন। সামনে যত দুর্গমই হোক পথ, এই মুহূর্তটি তাঁকে প্রেরণা যোগাবে, দেবে মনের জোর।



আজ যখন প্রতিভার উত্তরণ ঘটাতে স্টার সুপারস্টার ক্রিকেটারদের লোকাল ক্রিকেটে মনযোগী হয়ে ওঠার আবেদন জানান হচ্ছে, এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটি অবশ্যই তার একটা পদক্ষেপ। অভিনন্দন সুনীল। এবং অভীক, আমরা তোমার সাফল্য কামনা করছি।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান



একমাত্র কমপ্লান-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে।

তাই এদের এই সময়ে দরকার এমন পুষ্টি, যা সরাসরি সুস্থ-সবল শরীর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এই কারণেই আপনার ছেলেমেয়েদের আজ থেকেই **কমপ্লান** খাওয়ানো শুরু করুন। **কমপ্লান**-এ আছে প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন (২০%)।

এছাড়া আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ। **কমপ্লান** পাবেন চমৎকার সব স্বাদ-গন্ধে।



23

সুপরিকল্পিত মাত্রায় ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

প্রোটিন	রিবোফ্ল্যাভিন্
ফ্যাট	নিকোটিনামাইড
কার্বোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম
ক্যালসিয়াম	প্যান্টোথিনেট
ফস্‌ফরাস	কলিন
সোডিয়াম	পাইরিডক্সিন (বি৬)
ক্লোরাইড (সি এল রূপে)	ভিটামিন বি১২
পটাসিয়াম	ফলিক অ্যাসিড
আয়রণ	ভিটামিন সি
আয়োডিন	ভিটামিন ডি
ভিটামিন এ	ভিটামিন ই
ভিটামিন বি১	ভিটামিন কে,

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।



কমপ্লান® –সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GK-& E. B84. GLC. 120.B

16 JANUARY 1987

Registration No–37823/82



চন্দ্রকান্ত পন্ডিত ও কিরণ মোরে/ ছবি: বিকাশ সাধু